কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিষ্কৃতি কবিতার
ছায়াবলম্বনে রচিত সামাজিক নাটক—

বিধবা

শ্রী বনানী।

গীতাঞ্জলী প্রকাশনী
পার্শ্ব - প্রীতিশ ভবন : আন্দাকুল।
ডাকঘর : কুড়িয়ানা। জিঃ বরিশাল।
বাংলাদেশ।

[মূল্য : ৩·৫০ টাকা (নিউজ প্রিন্ট)।
৪·৫০ টাকা (সাদা)।

BIDHABA

[A Social Drama : Written In The Light Of Tagore's Famous Poem — 'NISHKRITI']

By

SRI BANANI

প্রকাশনায় ঃ
শ্রীমতী যুথিকা দেবী।
পার্থ প্রীতিশ ভবন ঃ
আম্বাকুল। কুড়িয়ানা।
বরিশাল।

প্রথম সংস্করণ ঃ
শ্রাবণ ২২, ১৩৩৮।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
শ্রী নেপাল কৃষ্ণ মণ্ডল।
ডিজাইন ঃ
শ্রী বল হরি সাহা।
ব্লক ঃ
শ্রী ভবতোষ দত্ত।
বরিশাল।

মুদ্রণে ঃ
চৌধুরী প্রিন্টিং প্রেস।
পিরোজপুর ।। বরিশাল ।।

কবিগুরু স্মরণে

গুরুদেব !

প্রথম যেদিন তোমার লেখা 'নিষ্কৃতি' কবিতা পড়েছিলাম, সেদিনই আমার ইচ্ছে হোয়েছিল তোমার বক্তব্যকে শুধুমাত্র কবিতার বন্ধনে না রেখে অন্য কোন উপায়ে জনসমক্ষে তুলে ধরি। ... আজ আমার সে ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি এ নাটকের মাধ্যমে। জানিনা তোমার মূল বক্তব্যকে ঠিকমত প্রকাশ কোরতে পেরেছি কিনা। যদি না পারি, তবে আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর! আমার সীমিত সাধ্য নিয়ে তোমার বক্তব্যকে প্রকাশ করার যে দুঃসাহস কোরেছি, তার জন্য আমায় ক্ষমা কর। তোমার ভাষাতেই বলি—

"যত ছিল সাধ সাধ্য ছিলনা,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবসনিশি॥"

ইতি—

শ্রী বনানী।

প্রকাশিকার কথা

১৯৭৪-এর বাংলাদেশে বই-ছাপা, বিশেষ কোরে নাটক ছাপা যে কত ঝকমারি, তা' ভুক্ত-ভোগীরাই সম্যক উপলব্ধি কোরতে পারবেন। প্রতি পদে পদে বাধা আর বাধা। তবু আমি এ দুঃসাহসের পথে পা' দিয়েছি। ...... বিগত ২৪ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনামলে আমাদের দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধ্যাত্ব এসেছিলো। তাই, দু'যুগের মধ্যেও এখানে ভাল নাট্যকার জন্ম নেয়নি — একথা সবাই স্বীকার করেন। আজ মুক্ত বাংলার মাটিতে নতুন পরিবেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন আমাদের সকলের দায়ীত্ব। ...সে দায়ীত্বের কিঞ্চিৎতম পালন করা তথা তরুণ নাট্যকার "শ্রী বনানীকে" আপনাদের সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য আমি আর্থিক লাভ লোকসানের কথা আদৌ চিন্তা করিনি।

নাটক প্রকাশের এ শুভ লগ্নে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কোরছি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব এনায়েত হোসেন খান ও সংসদ সদস্য শ্রীযুত চিত্ত রঞ্জন সুতার মহাশয়কে, যাঁদের সহানুভূতি না পেলে বই প্রকাশ হয়ত সম্ভব হোতনা। প্রসংগতঃ কৃতজ্ঞ চিত্তে আমি স্মরণ কোরছি বাগেরহাটের শ্রীযুত শচীন্দ্র নাথ ব্যানার্জী (বাগুদা), পিরোজপুরের শ্রীযুত খগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ও শ্রীযুত অমলকৃষ্ণ সাহার কথা যাঁরা নাটক প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ দিয়েছেন। নাটকের মুদ্রাকর শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দে যেভাবে আমাকে উৎসাহিত কোরেছেন এবং যতটুকু আন্তরিকতা নিয়ে কাজ কোরেছেন তা' ভুলবার নয়।

জয়তু বাংলাদেশ

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

উৎসর্গ

অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুত চিত্ত রঞ্জন সুতার মহাশয়ের করকমলে—

—শ্রী বনানী।

যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে না পারে, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভুমিতে লেখা—

র ক্ত - স্বা ক্ষ র

স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র কোরে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী রক্ত দিতে হোয়েছে বাংলাদেশকে ; ত্রিশ লক্ষ আদম সন্তানের পবিত্র রক্তের বিনিময়ে পরাধীনতার শৃংখল আজ মুক্ত। কিসের প্রেরণায় এবং কোন্ মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বাঙালী রক্ত দিয়েছিল ? কি ধরনের অত্যাচারে লজ্জা পাচ্ছে হিটলার ও হালাকুখানের প্রেতাত্মা ? ………… আর কেমন কোরেই বা মাত্র ন' মাসের যুদ্ধে জয়ী হোল বাংলার দামাল ছেলেরা ? …… এর সঠিক, সুন্দর ও জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন তরুণ নাট্যকার **শ্রী বনানী** তাঁর অমর সৃষ্টি নাটক "**রক্ত-স্বাক্ষর**" - এ। এ রকম মঞ্চ-সফল নাটক বাংলাদেশে খুব কমই আছে। প্রথম অভিনয় রজনী সম্পর্কে দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভার বলেন —

" The theme of the drama which is based on the liberation movement of Bangladesh was highly appreciated by all present, "

দ্রুত প্রকাশনার পথে লেখকের অন্যান্য বই—

নাটকঃ— সপ্তপদী ; ভুলের মাশুল ; রিক্তের বেদন ; কারণ আমি শিক্ষক ; ইতিহাসের লেখা ; নিরক্ষরতার অভিশাপ।

উপন্যাসঃ— আর কত দূরে ? ভুলের মাশুল।

সাধারণ জ্ঞানের বইঃ—

চল, পৃথিবীটা ঘুরে আসি। বাংলাদেশ ও পৃথিবী।

চরিত্রাবলী

মিঃ মুখার্জী	জমিদার।
অংশুমান	ঐ পুত্র।
চিন্তাহরণ	ঐ নায়েব।
হরিলাল	ঐ ভৃত্য।
মণি ও ফণি	ঐ জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র।
রমা প্রসাদ	সাহিত্যিক : স্বাধীন চিন্তাবিদ।
রাম কানাই	ঘটক।
কল্পতরু	ব্রাহ্মণ।
পুলিন	সুদর্শন যুবক (ডাক্তার)।

ডঃ শর্মা; ডঃ নাগ, কাকা, পঞ্চানন, গোবর্দ্ধন, মিঠু, শ্যামলাল, ছাত্রবৃন্দ, পিওন ইত্যাদি।

সারদা দেবী	মিঃ মুখার্জী'র স্ত্রী।
মঞ্জুলীকা	ঐ কন্যা।
সাবিত্রী	রমা প্রসাদের স্ত্রী।

নার্স ও রীতা

বিঃ দ্রঃ অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন কিংবা কলেবর বৃদ্ধি নিষিদ্ধ।

বিধবা

প্রথম অংক : প্রথম দৃশ্য

স্থান : মিঃ মুখার্জীর বহির্বাটী। সময় : সকাল।

[মিঃ মুখার্জী হিসাব পরীক্ষা কোরছেন। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। মোটা গোঁফ। অদূরে নায়েব ক্যাশ লিখছে। পর্দা উঠতেই দেখা গেল বৃদ্ধ চাকর হরিলাল খাতা নিয়ে এসে স্বাক্ষর করাচ্ছে।]

মুখা। হরি।

হরি। আজ্ঞে, বাবু।

মুখা। তোর মা-ঠাকরুণ এখন কেমন ?

হরি। আজ্ঞে, একন ভাল। তবে শেষ রাতের দিকে একদম ঘুমুতে পারেননি। আপনি বাড়ী ছেলেন না, তাই খুব ভয় করছিল।

মুখা। [নায়েবকে] ডঃ সোম কাল বিকেলে আসেননি, চিন্তাহরণ ?

নায়েব। আজ্ঞে, এসেছিলেন। কিন্তু—

মুখা। কিন্তু কি ?

[একজন চাকর গড়গড়ায় তামুক সাজিয়ে নিয়ে আসে]

নায়েব। মানে, ডঃ সোমের উপর গিন্নীমার বিশ্বাস কম। তিনি বোলছিলেন—

মুখা। [কাজে মন রেখে] হ্যাঁ, বল।

নায়েব। কোলকাতায় পুলিন বাবুকে খবর দিতে।

মুখা। পু-লি-ন বা-বু!

হরি। হ্যাঁ, কত্তাবাবু। আমাদের পুলিন দাদাবাবু। ঐ যে ও পাড়ার দেবনারায়ণ চাটুজ্যে বাবুর ছেলে। তোমার সংগে তো আপনার—

মুখা। ও—দেবুদার ছেলে পুলিন? ছোট বেলায় তো খুব আসত-যেত। তা' ছেলেটি পাশ-টাশ কি কোরেছে হে, নায়েব?

নায়েব। আজ্ঞে, এম-বি-বি-এস পাশ কোরে কোলকাতায় কোথায় যেন প্রাক্‌টিশ কোরছেন। ডাক্তার হিসেবে নাকি বেশ ভাল।

হরি। বড় ভাল ডাক্তার, পুলিন দাদাবাবু বড় ভাল ডাক্তার। তিনি মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসেন। রোগী-পত্তর সব বিনে পয়সায় দেখেন গো। অনেক ঔষধ-পত্তর নিয়ে আসেন, রুগীদের দেন। কিন্তু পয়সাটি নেবেন না।

মুখা। তা' পুলিনকে খবর দিয়েছ নাকি, নায়েব?

নায়েব। হ্যাঁ, কালই পুলিন বাবুর কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি। আজই হয়ত এসে পড়বেন। আর মা-ঠাকরুণের অবস্থা তো আজ বেশ ভাল। দেখলে মনে হয় না যে কোন অসুখ আছে।...বাবু—

মুখা। বল।

নায়েব। এলাহাবাদে ছোটবাবুকে কত টাকা পাঠাব?

মুখা। কত পাঠাতে বোলেছে?

নায়েব। ৫০০ টাকা।

মুখা। ৩০০ টাকা পাঠিয়ে দাও।

নায়েব। [খাতায় নোট নিয়ে] পুনায় মেজবাবুকে কত পাঠাব?

মুখা। ওকে এ মাসে ২০০ টাকার বেশী দিও না।

নায়েব। [খাতায় নোট নিয়ে] আজ্ঞে, পাটনা থেকে বড়বাবু—

মুখা। [গড়গড়ায় টান দিয়ে] কি হোয়েছে বড় বাবুর?

নায়েব। আজ্ঞে, তাঁর ২ খানা চিঠি গত পরশুদিন পেয়েছি।

মুখা। ভাল—

নায়েব। [illegible]।

মুখা। হুঁ, [একটি খাতা দেখিয়ে] এখানে কি লিখেছ, চিন্তাহরণ?

নায়েব। আজ্ঞে, কোনখানে?

মুখা। এই যে, গত মাসে তোমার বড় বাবুকে কত দিয়েছ?

নায়েব। ২০০০ টাকা।··· মানে, বড় বাবু তো কি নিয়ে যেন রিসার্চ কোরছেন। তাই গিন্নীমার কথামতই—

মুখা। ২০০০ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছ। ভাল, তা' কি যেন বোলতে যাচ্ছিলে তোমার বড় বাবু সম্পর্কে?

নায়েব। আজ্ঞে, বলছিলাম গিন্নীমার অসুখের কথা শুনে তিনি নিজেই কাল বিকেলে বাড়ী এসেছেন।

মুখা। হুঁ, তারপর—

নায়েব। আজ বিকেলেই আবার চলে যেতে চান। এখান থেকে দার্জিলিং গিয়ে—

মুখা। শিলং যাবেন-

নায়েব। আজ্ঞে না। তিনি পাটনা যাবেন। কিন্তু তার আগে বোধ হয় মাদ্রাজ যেতে হবে। তাই মা-ঠাকরুণ বোলছিলেন—

মুখা। আজকেই শ' পাঁচেক টাকা দিয়ে দিতে। পাঁচটা ছেলের মধ্যে সবটাকেই প্রতি মাসে টাকা দিতে হবে। তোমার ঐ বড় বাবুকে এত কোরে বোললাম যে একটা ব্যবসা কর। তা কি শুনবে? কোথায় গিয়ে অধ্যাপক সেজে বোসেছেন। আর কি সব রিসার্চ কোরছেন। তার সব খরচ পাঠাব আমি?

নায়েব। ঠিকই ব'লেছেন।

[হরির প্রস্থান]

মুখা। শোনো চিন্তাহরণ, বাঙালীরা লেখা-পড়ায় বেশ ভাল। কিন্তু ঘটে বুদ্ধি কম। তাই ভারতবর্ষে তাদের নাম দরখাস্তের দিতীয় পাতায় লেখা আছে।...পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত টাকাওয়ালারাই ভারতের মজ্জা লুটছে। অথচ এরা কেউ টাকা চিনল না।

নায়েব। খুবই সত্য কথা।

মুখা। এদিকে জমিদারীর আয় দিন দিন কমে যাচ্ছে। মেয়েগুলোকে বিয়ে দিয়েও শান্তি নেই। সেখানেও টাকা দিতে হয়।

নায়েব। ফরিদপুর থেকে সেজদিমণি চিঠি দিয়েছেন।

মুখা। কে, অঞ্জু?

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মুখা। কি লিখেছে?

নায়েব। খুবই সুখবর। জামাইবাবু ফরিন চান্স পেয়ে গেছেন।

মুখা। তারপর?

নায়েব। এর জন্য নাকি হাজার দশেক টাকা প্রয়োজন হোতে পারে।

মুখা। দশ হাজার টাকা!

নায়েব। তাই তো লিখেছেন।

মুখা। আচ্ছা, রঞ্জুর কোন চিঠিপত্র পেয়েছ?

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিল্লী থেকে বড়দিমণি জানিয়েছেন যে তাঁর বড় মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যেই হয়ত আপনাকে একবার যেতে হোতে পারে। আর মিতা—মানে বড় খুকুমণিও চিঠি দিয়েছেন। এই নিন [চিঠি প্রদান]।

চিঠি

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

দাদুভাই, আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আশাকরি শ্রীশ্রী মায়ের কৃপায় কুশলে আছেন। আমার শরীর ভাল, কিন্তু মন ভাল নয়। কারণ, আমাকে বিবাহ দিবার জন্য বাবা খুবই ব্যস্ত। আচ্ছা দাদু, আমার কিই-বা এমন বয়স হইয়াছে যে এখনই বিবাহ দিতে হইবে? বাবা বলিতেছেন যে, এমন কুলিন পাত্র হাতছাড়া হইলে আবার পাত্র পাওয়া মুশকিল হইবে। বিশেষ কি? আপনি একবার আসিয়া বাবা-মাকে বুঝাইয়া বলুন। দিদিমা ও মঞ্জু-মাসিকে আমার প্রণাম জানাইবেন। ইতি…

আপনার ছোট গিন্নী 'রীতা'

[ইতিমধ্যে নায়েব চলে গেছে। হরিলাল চা নিয়ে এসেছে। প্রবেশ করে রীতা।]

রীতা। দাদু, ও দাদু—

মধু। এ্যাঁ, কে? ছোটগিন্নী? কি খবর বল।

[হেসে হরির প্রস্থান]

রীতা। উঃ, গিন্নী বোললেই হোল? তোমার ঐ সাদা চুলে কলপ লাগাবার জন্য বুঝি তোমার গিন্নী হব, দাদু?

মধু। এ্যাঁ—সব চুল সাদা হোয়ে গেছে? তা' হোলই বা। মনে মনে আমি তো জোয়ান আছি।

রীতা। তা' পরে ভেবে দেখবো। এখন আমার কথার উত্তর দাও দিকিনি।

মধু। কি কথা?

রীতা। এক, কাল কোথায় ছিলে? দুই, এতক্ষণ কার চিঠি পড়ছিলে?

মুখা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। মনে হচ্ছে জমিদারের জামদার।

রীতা। বল, তাড়াতাড়ি বল।

মুখা। বলছি বলছি। এক, কাল কোলকাতায় এক বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম। দুই, এতক্ষণ আমার ছোট গিন্নীর লেখা চিঠি পড়ছিলাম। বল, আর কি বলার আছে?

রীতা। মানে! তোমার আবার ছোট গিন্নী হোল কবে, দাদু?

মুখা। [চিঠি দেখিয়ে] এই, এই দেখ। ইতি আপনার ছোট গিন্নী...মিতা (চিঠি প্রদান)।

রীতা। (দেখে) ছোট গিন্নী মিতা! সত্যি কোরে বলনা দাদু, ইনি কে?

মুখা। ইনি হোলেন তোমার বড় মাসির বড় মেয়ে মিতা।

রীতা। তাঁকেই তুমি বিয়ে কোরেছ, দাদু?

মুখা। না, এখনও করিনি। তবে কোরবো কোরবো ভাবছি।

রীতা। দাঁড়াও, দিদিমাকে বোলে দিচ্ছি।

মুখা। বেশ, তাই দিও। এখন তোমাদের এদিকের খবর বল।

রীতা। খবর আবার কি? তুমি বাড়ী না আসাতে কাল আমরা যেতে পারিনি। মা, বড়দা, মনি, খুকু...ওরা সবাই তোমাকে খুব বকেছে। এদিকে দিদিমার অসুখ, আর তুমি বাড়ীতে নেই। যাক্‌গে...আমরা কিন্তু আজই চোলে যাব, দাদু। বড় মামাকে বোলেছি, তিনি আমাদের মাদ্রাজ পৌঁছে দিয়ে আসবেন। জানো দাদু, বড় মামা কাল বাড়ী এসেছেন।

মুখা। বেশ। এবারে দেখে আসতো গিন্নী, রান্নার কত দেরী?

রীতা। আবার কি না ?

মুখা। বড্ড খিদে পেয়েছে।

রীতা। আচ্ছা, আমি এক দৌড়ে দেখে আসছি।

[রীতার প্রস্থান]

[মুখার্জী নিজের কাজে মন দেন। বিলেতী স্যুট-পরিহিত অংশুমান ও ধুতি-চাদর পরিহিত রমাপ্রসাদের প্রবেশ]

অংশু। কেমন আছ, বাবা ? [পায়ের ধূলি গ্রহণ]

মুখা। ভাল। কখন এলি ?

অংশু। কাল বিকেলে।

মুখা। বৌমা নান্টু, মন্টু ...ওরা কেমন আছে ?

অংশু। মোটামুটি ভাল। মা'র অসুখের খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। অবশ্য আগেই একটা চিঠি দিয়েছিলাম।

মুখা। হঁ্যা, নায়েব বোলেছে।...তা' ইনি...

অংশু। এই বোস, বোস রমাদা। তোমাদের সংগে পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি আমার বাবা। আর ইনি হোলেন শ্রী রমাপ্রসাদ চৌধুরী, পাটনা কলেজের অধ্যাপক।

[রমা ও মুখার্জীর নমস্কার বিনিময় [

মুখা। বসুন, মিঃ চৌধুরী। [ওরা বসে]

অংশু। রমাদার পরিচয় শেষ হয়নি, বাবা। ওঁর বাড়ী বরিশালের বাকেরগঞ্জে। উনি একজন যশস্বী সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নাট্যকার।

মুখা। খুবই আনন্দের কথা। হরি! একটু কফি নিয়ে আয়।

অংশু। রমাদা, কফি খান না। জানো বাবা, রমাদা কার্ল-

মার্ক্সিজম-এর উপর অনেক কিছু লিখেছেন। কোলকাতার সাহিত্য-জগতে সাড়া পড়ে গেছে। বর্ত্তমানে তিনি লেনিন এবং গান্ধিজীর উপর লিখছেন।

মুখা। Well, Mr. Chowdhury, do you believe in any kind of 'ism'—I mean Marxism or Gandhism?

রমা। যদি 'ism'-এর কথা বলেন, তা'হোলে আমি বোলবো যে আমি 'ism'-কথাটার তাৎপর্য্যই বুঝি না। আমার জীবনের ব্রত হোল সত্যকে 'সত্য' বলা এবং সত্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা।

মুখা। I see!

রমা। যদি কোন 'ism' সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বোলতে পারে, তবে আমি সে 'ism'-কে পছন্দ করি। আমি পছন্দ করি Free-thinking and I beleive in free-thinking.

মুখা। Free-thinking?— Theoretically you are alright, Mr. Chowdhury. কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, সত্যকে সত্য বলা এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলা বড়ই কঠিন।

অংশু। কিন্তু রমাদা তাঁর সংকল্পে অনড়। এর জন্য ওঁকে অনেক দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য কোরতে হোচ্ছে। যাক্, আমরা একটু বাইরে যাব। মীতা ধরেছে—ওদেরকে মাদ্রাজ পৌঁছে দিতেই হবে। তাই আজকেই রওয়ানা হব।··· একটা কথা বলব, বাবা?

মুখা। বল্।

অংশু। রমাদা আমাদের নিজেদের লোক। তাই ওঁর সামনে বোলছি। তুমি নাকি মঞ্জুর বিয়ের কথা ভাবছ?

মুখা। হ্যাঁ।

অংশু। ওর পাড়ার মশাইর কাছে শুনলাম··· মঞ্জু নাকি লেখা

পড়ায় খুবই ভাল। আমাদের সকলের ছোট বোন। ওকে, আমরা লেখাপড়া করাতে চাই। কি বল, রমাদা?

রমা। হ্যাঁ, আমাদের উন্নতি নির্ভর কোরছে শিক্ষিতা মেয়েদের উপর। তা'ছাড়া সেকালের গৌরীদান প্রথা তো এখন অচল।

অংশু। আমরা একটু বাইরে যাবো। তুমি কথাটা ভেবে দেখো, বাবা। এসো রমাদা।

রমা। [মুখার্জীকে] আচ্ছা, আসছি। [অংশু সহ প্রস্থান]

মুখা। হরি,— হরি—

নেপথ্যে হরি। যাচ্ছি বাবু। একটা নোক আপনার সংগে দেকা কইরতে চায়।

মুখা। এখানেই নিয়ে আয়। [গড়গড়ায় টান দেন।

[প্রবেশ করে হরিলাল ও রামকানাই। রামকানাই-এর মলিন বেশ; বিকৃত কণ্ঠস্বর। বগলে ছাতা ও একটি পুরানো খাতা। চোখে ভাংগা চশমা। রামকানাই যখনই তার বাবার কথা বলে, তখনই দু'হাত কপালে তুলে প্রণাম জানায়।]

রাম। পেন্নাম কত্তাবাবু। [পদধূলি গ্রহণ]

মুখা। আমি তো ঠিক—

রাম। চিনতে পারেননি। হেঃ-হেঃ-হেঃ। দেখতেই তো পাচ্ছেন যে বুড়ো হোয়ে গেছি। আর বুঝতেই তো পাচ্ছেন যে চেহারা খারাপ হোয়ে গেছে; দাঁত পড়ে গেছে, চুল পেকে গেছে, কোমর বেঁকে গেছে—

মুখা। তা'—

রাম। আমার নাম শ্রী রামকানাই বাচস্পতি, পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু হরে কৃষ্ণ বাচস্পতি। ৯৫ বছর বয়সে এখনও তিনি

সুস্থ সবল দেহে বেঁচে আছেন। আমার পিতামহের নাম স্বত রাধে কৃষ্ণ বাচস্পতি, ১১০ বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন। জাতি : ব্রাহ্মণ। পেশা : ঘটকালি।

মুখা। আচ্ছা…

রাম। আজ্ঞে, বুঝতে পারছেন কিনা, ঐ যাকে বলে, আপনার বড় মেয়ের বিয়ের ঘটকালি আমিই কোরেছিলাম। আমায় চিনতে পাচ্ছেন না, কত্তাবাবু?

মুখা। ও-হো, তুমি সেই রামকানাই? বোস—বোস। [রাম বসে] তা' খুব বুড়ো হোয়ে গেছ। কেমন আছ, বল? [হরিকে] হরি, একটু চা নিয়ে এসো। [হরির প্রস্থান]

রাম। বুঝতেই তো পারছেন যে, বয়সের ভারে একেবারে…। আমার বাবা কিন্তু এমন বুড়ো হননি। দেখতেই তো পারছেন গরীব মানুষ—

মুখা। আচ্ছা।

রাম। তা' যে কথা বলছিলাম। দেখতেই তো পাচ্ছেন যে আমার বাবার মত আমিও সব সময় খাতা নিয়ে চলি এবং বুঝতেই তো পারছেন যে খাতায় সব কিছু লিখে রাখি। (খাতা খুলে)—এই ধরুন, আপনার বড় মেয়ের বিয়ে হোয়েছে আজ থেকে ৩০ বছর আগে। তেনার ১ম সন্তান ছেলে, দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে। বর্তমান বয়স ১৩ বছর। গায়ের রং পরিষ্কার, চুল—

মুখা। মানে, তুমি মিতার খবর কেমন কোরে জানলে?

রাম। হেঃ-হেঃ-হেঃ। এটা আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ব্যবসা। এই সামান্য খবরটা জানব না?

[হরি চা নিয়ে এসে রাম-কে দেয়]

মুখা। তা, রামকানাই। আজ কি মনে কোরে এলে?

রাম। বুঝতেই তো পাচ্ছেন যে, আমি সব খবর রাখি। মানে, আজ থেকে ১৪ বছর আগে আপনার ছোট মেয়ের জন্ম হয়। (খাতা খুলে) তার নাম মঞ্জুলিকা, বর্তমান বয়স ১৪। রং অতীব ফর্সা। নিম্ন ওষ্ঠে কাল তিল, ঘন কৃষ্ণ কেশদাম; পটলচেরা নাসিকা। হরিণের মত চোখ—

মুখা। আমিও তোমাকে অনেক খোঁজ কোরেছি। তোমাকে না পেয়ে পলাশপুরের পরাণ ঘটককে—

রাম। রাধা-মাধব, রাধা-মাধব। ভাগ্য আপনার অতীব ভাল। তাই আমি এসে গেছি। আমি পৈতা ছুঁয়ে বোলতে পারি যে, ও ব্যাটা ঘটকই নয়, একটা আস্ত ডাকাত। সে যাক্, যা' বোলছিলেন বাবু—

মুখা। বোলছিলাম··· মঞ্জুকে আমি এবছরই বিয়ে দেবো।

রাম। বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। আপনি শুধু জমিদার নন, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও বটেন। আপনি তো জানেন···অষ্টমে গৌরী, নবমে রুহিণী, তদ্‌উর্ধে রজঃস্বলা। সনাতন হিন্দু শাস্ত্রমতে যত অল্প বয়সে, বুঝতে পাচ্ছেন কিনা, যত অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়া যায় ততই ভাল। আমার বাবাও তাই বলেন। মা মঞ্জুলিকার জন্য আমি পাত্র ঠিক কোরেই এসেছি। [খাতা খোলে]

মুখা। তাই নাকি?······ কোথায়?

রাম। এই দেখুন, অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাত্র পাওয়া গেছে; নাম শ্রীযুত পঞ্চানন ব্যানার্জী, পিতার নাম মৃত রামদয়াল ব্যানার্জী। জাতি : ব্রাহ্মণ। কুলীন চূড়ামণি।

মুখা। ছেলের বয়স কত?

রাম। বর্ত্তমান বয়স? এই ধরুন, মানে ইয়ে, এই দেখুন তার ছবি [ফটো বের করে]

মুখা। ঠিক আছে। আজ তুমি এখানে থাক্‌বে। কাল সব কথা-বার্তা হবে। (হরিকে) হরি, ওর স্নানের ব্যবস্থা কোরে দে। [প্রস্থান]

রাম। হেঃ-হেঃ-হেঃ। কেমন মণি-কাঞ্চন যোগ, দেখেছ? এই দেখ বরের ছবি। [ফটো দিয়ে বিড়ি বের করে]

হরি। [ফটো নিয়ে] বয়স খুব বেশী বইলে মোনে হোচ্ছে।

রাম। [বিড়ি ধরিয়ে] তা' হোলই বা। মস্ত কুলীন—

প্রবেশ করে রীতা]

রীতা। দাদু—ও দাদু! ··· দাদু কোথায়? [রাম উৎসুক ভাবে রীতার দিকে তাকিয়ে থাকে]

হরি। বাবু তো ভেতরে চইলে গেছেন।

রীতা। ওঃ — [প্রস্থান]

রাম। হরিলাল,··· ইনি কে ? (খাতা খুলে) এর নাম-ঠিকানাটা বলতো। একটু লিখে নেই।

হরি। ছান কইরে খেয়ে-দেয়ে বাড়ী যাও

রাম! মেয়েটির নাম কি?

হরি। যা' বোলছি, তা শোনো, খেয়ে-দেয়ে বাড়ী যাওয়ার চেষ্টা কর।

রাম। সে কি! কত্তাবাবু তো আজ আমাকে থাকতে বোললেন।

হরি। বসুক। কথা হোল দিদিমণির বে' একন হবে না।

রাম। হ—বে—না!! সে-কি? (বিস্ময়)

হরি। না হবে না। চোখ কপালে তুলছো কেন? গিন্নীমা এবং দাদাবাবুরা বৈলেছেন দিদিমনির বে' একন হবে না।

রাম। আচ্ছা, দেখা যাবে।

নেপথ্যে মুখা। হরি,—হরিলাল—

হরি। যাই বাবু। (রামকে) যা বইলাম, মোনে থাকে যেন।

(প্রস্থান)

রাম। (বিড়িতে জোড়ে টান দিয়ে) আচ্ছা, আমার নাম রাম-কানাই বাচস্পতি, হরে কৃষ্ণ বাচস্পতির পুত্র, রাধে কৃষ্ণ বাচস্পতির প্রপৌত্র। হু—

('পর্দা নামে)

১ম অঙ্ক : ২য় দৃশ্য

স্থান : মঞ্জুর পড়ার ঘর। সময় : বিকেল।

(সুসজ্জিত একটি কক্ষ' দেয়ালে টাঙানো বিভিন্ন মহাপুরুষের ছবি। এর মধ্যে আছে রবীন্দ্র নাথ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, মা-সারদা ও বিবেকানন্দ। এ ছাড়া আছে মিঃ মুখার্জী ও সারদা দেবীর বিরাট অয়েল পেইন্টিং। ঘরের এক কোণে দেবতার বিগ্রহ। পর্দা উঠার আগেই একটি ভক্তিমূলক গান শোনা যাচ্ছিল। পর্দা উঠতেই দেখা গেল মঞ্জু গান গাইছে। একটু পরে প্রবেশ করে পুলিন। এক হাতে জলন্ত সিগারেট, অন্য হাতে একটি ব্যাগ। সামান্য ক্লান্ত সে। পেছনে

দাঁড়িয়ে গান শুনছে।)

পুলিন। [গান শেষে] অপূর্ব।

মঞ্জু। [কিছুটা হতচকিত ভাবে] এঁ্যা, কে ?

পুলিন। আমি।

মঞ্জু। মানে, পুলিনদা! ওমা, কখন এলে? চোরের মত দাঁড়িয়ে —

পুলিন। চুরি কোরছিলাম।

মঞ্জু। কি ?

পুলিন। সুরের ঝংকার আর যিনি গাইছেন, তার সৌন্দর্য্যসুধা।

মঞ্জু। সে আবার কি ?

পুলিন। 'সে'-টা কবির ভাষায় বোলতে হবে। তার আগে বোস্তে না বোললেও বোসতে হবে। কারণ, আমি ক্লান্ত।

মঞ্জু। সত্যিই ভুল হোয়েছে। বোস পুলিনদা। [পুলিন বসে] আর বোস্তে বোলবো কখন ? এসেছ বোধহয় ঝগড়া করার মুড নিয়ে।

পুলিন। সারটেইন্‌লী নট্‌। আদৌ সত্য নয়। আমার মুড এখন আবৃত্তি করার জন্য। ঐযে,—ঐ দাড়িওয়ালা বৃদ্ধটিকে দেখছোনা ? উনি কি বোলেছেন, জানো ?

মঞ্জু। কি ?

পুলিন। 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দন বাসিনী উর্ব্বশী।

* * * *

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী ?'

মঞ্জু। তারপর?

পুলিন। তিনি আর এক জায়গায় বোলেছেন—

জগতের মাঝে "কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্র রূপিনী।
অযুত আলোকে ঝলছিস ফুল কাননে,
দ্যুলোকে-ভূলোকে বিলছিস চলচরণে
তুমি চঞ্চল গামিনী।"

মঞ্জু। আচ্ছা—

পুলিন। তারপর নাম না-জানা এক কবি বোলেছেন—

'কি প্রয়োজন ছিল বিশ্ব-শিল্পী বিরচিত সৌন্দর্য্য সৃষ্টির? যদি কেহ নাহি থাকে এ জগতে, নয়নে দেখিয়া সে সৌন্দর্য্যে তৃপ্তি পেয়ে অন্তরে প্রশংসা করিতে!'

মঞ্জু। খুব হোয়েছে। আমার আর বিশেষণে দরকার নেই বাবা। এখন বল, তুমি কেমন আছো?

পুলিন। ভালো এবং মন্দ। ধর শেষেরটাই বেশী।

মঞ্জু। সে কি?

পুলিন। ডাক্তারী পাশ করার পর কাজ আর কাজ। জানো মঞ্জু— দিনরাত শুধু অস্থি, মজ্জা আর মেদ নিয়ে কারবার।

মঞ্জু। কাব্য চর্চার সময় নেই - এই তো?

পুলিন। ঠিক ধরেছো। আমার এ প্রফেশন নেওয়াই উচিত হয়নি। ইচ্ছে হয় এ সব বাদ দিয়ে শুধু লিখে যাই—

মঞ্জু। কি?

পুলিন। তোমার কথা, আমার কথা, আর দশ জনের কথা।'

মনজু। এ তো গেল মনের দিক। ভাল-র দিকটা তো বোললে না।

পুলিন। ও হ্যাঁ, ভালো? ধর শরীর ভালো, মন খুব খারাপ নয়। টাকা পয়সা যা পাচ্ছি, চোলে যাচ্ছে এক প্রকার। সর্বোপরি একজন অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মৃত্যু পথ যাত্রী যখন বেঁচে ওঠে, যখন তার মুখে হাসি ফুটে উঠে, তখন খুবই ভাল লাগে। ... তা', তুমি কেমন আছ?

মনজু। ভালো কি কোরে থাকবো, বলো? মা দিন-দিন কেমন যেন হোয়ে যাচ্ছেন।

পুলিন। এবারে কিন্তু কোন ভয় নেই। নায়েব বাবুর টেলিগ্রাম পেয়েই ছুটে এসেছি। পথে হারি-দা'র সংগে দেখা। তাকে সংগে নিয়ে কাকিমা-কে দেখে তারপর কিন্তু তোমার ঘরে এসেছি।

মনজু। মা-কে কেমন দেখলে, বল।

পুলিন। এ যাত্রা বেঁচে গেলেন। তবে বুড়ো হোয়েছেন—

নেপথ্যে সারদা। হরি, পুলিনকে চা দিয়েছিস্?

নেপথ্যে হরি। দিচ্ছি, মা-ঠাকরুণ।

পুলিন। একটা লোক, এ সময় কোত্থেকে কি খেয়ে এলো তাও তো জিজ্ঞেস কোরলে না।

মনজু। সময়টা দিয়েছ কখন যে, জিজ্ঞেস কোরবো। মনে হয় হাজারো কথার মালা এনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছ।

পুলিন। হোতে বাধ্য। প্রায় দেড় বৎসর পর তোমার সংগে দেখা। মাঝে অবশ্য দু'বার এসেছিলাম। দু'বারই তুমি তোমার মামার-বাড়ী ছিলে। সুতরাং অংক-শাস্ত্র মতে তোমার সংগে আমার দেখা ১ বৎসর ৭ মাস পরে। এবং—

মঞ্জু। 'এবং'—টা কি?

পুলিন। সাহিত্যের ভাষায় এক যুগ পরে।

মন্‌জু। তাই না কি?

পুলিন। অবশ্যই। দেড় বৎসর আগের মন্‌জুলিকা আর আজকের মন্‌জুলিকার মধ্যে কি এক যুগের পার্থক্য দেখতে পাচ্ছনা?

[চিবুক ধরে]

মন্‌জু। দুষ্টু কোথাকার! [প্রস্থান]

পুলিন। এই—শোনো, শোনো মন্‌জু।

নেপথ্যে মন্‌জু। আসছি। [অগত্যা পুলিন এটা-ওটা খুঁটিয়ে দেখছে। একটু পরে জলের গ্লাস হাতে মন্‌জু এবং ট্রে-হাতে হরিলালের প্রবেশ। ট্রে-তে বিভিন্ন খাবার।]

মন্‌জু। [খাবার দিতে দিতে] নাও দেখি, সামান্য কিছু খেয়ে নাও।

পুলিন। মাই গড্। এত খাবার? হরিদা, তুমি কিছু ধর। নাও, ধর।

হরি। সে কি দাদাবাবু, আপনি অতিথি নারায়ণ।

পুলিন। নাও,ধর—ধর। [হাসিয়া হরি ধরে] আর মন্‌জুলিকা দেবী, যদি কিছু মোনে না করেন, তবে এই প্লেটটা নিন্।

মন্‌জু। সে-কি?

পুলিন। কিছুনা। বয়সে তুমি কচি খুকি। তোমাকে ফেলে একা একা খেলে পেট ফুল্‌বে যে। ধর, ধর—

মন্‌জু। বেশ, দাও। [সকলে খেতে আরম্ভ করে একটু পরে প্রবেশ করেন মিঃ মুখার্জী।]

মুখা। এই যে পুলিন, কখন এসেছো? [নিজেই বসেন]

পুলিন। ঘণ্টা দু'য়েক আগে। আপনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন। কেমন আছেন কাকাবাবু? [প্রণাম] ... ... (হরির প্রস্থান)

মুখা। ভালোই বোলতে পার। তবে বুড়ো হোয়েছি। তা' মনজু মাকে কেমন দেখলে?

পুলিন। আজকে ভালোই দেখলাম। তবে কাকিমার যা' অবস্থা তা'তে আমার মোনে হয়—যে কোন সময় 'করোনারী থ্রম্বসিস্' দেখা দিতে পারে।

[চা-নিয়ে হরির প্রবেশ ও প্রদান]

মুখা। কি বোলছ পুলিন—করোনারী থ্রম্বসিস?

পুলিন। [চা খেতে খেতে] হ্যাঁ, কাকাবাবু। আমার যতদূর মোনে হয়, তাতে এর অন্যথা হবে না। আপনি এক কাজ করুন কাকাবাবু। কোলকাতা মেডিকেল কলেজের হার্ট-স্পেশালিষ্ট ডঃ শর্মাকে তো আপনি চেনেন?

মুখা। হ্যাঁ, ডঃ শর্মা আমার সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

পুলিন। তাহোলে কাকিমাকে তাঁর কাছে একবার পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

মুখা। আমিও তাই ভাবছিলাম। নায়েবকে রেখে ওকে কোলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা কোরছি। মা মনজু, তুমি একটু ভেতরে যাও। [মনজুর প্রস্থান]

পুলিন। ২।১ দিনের মধ্যে পাঠালেই ভাল হয়।

মুখা। আচ্ছা দেখবো; ... তোমার বাবা কিন্তু আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

পুলিন। মা'র কাছে শুনেছি।

মুখা। দেবুদা' ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। কিন্তু কপাল মন্দ। তাই সমস্ত জীবন দুঃখে কাটালেন।

পুলিন। ছোটবেলা বাবা আমাকে বোলে গেছেন যে, আমি বড় হোয়ে যেন একজন ডাক্তার হই এবং একজন আদর্শ ডাক্তারের এথিক্স মেনে চলি। আমি বাবার সে ইচ্ছাকে পূরণ করার চেষ্টা কোরেছি মাত্র।

মুখা। খুবই ভাল কথা। দেবুদা'র আত্মা শান্তি পাবেন। শোনো পুলিন, আমি বুড়ো হোয়ে গেছি। শরীর খুব একটা ভাল নেই। মনজুর মা-কে তো তুমি দেখলে। ছেলে গুলো থাকে সব বাইরে। মঞ্জুকে এবার বিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

পুলিন। এত তাড়াতাড়ি কেন, কাকাবাবু? ওর বয়স তো—

মুখা। না-না। বয়সটা এখানে বড় ফ্যাক্টর নয়। বড় কথা হোল, আমরা সুস্থ থাকতে থাকতে ওর বিয়েটা হোয়ে যাওয়াই ভালো।

পুলিন। বেশতো—

মুখা। দেখো, তোমার জানাশোনা একটি ছেলে দাও। ছেলের খোঁজ আমরা কোরেছি; কিন্তু ভাল বংশ এবং কুলীন পাত্রের বড়ই অভাব। কারণ, কৌলিন্যের মর্যাদা দেয়া আমাদের বংশের ঐতিহ্য। ছেলের বংশ-মর্যাদা অবশ্যই আমাদের বংশের ইকুইভ্যালেণ্ট হোতে হবে।

পুলিন। আচ্ছা, দেখবো—

মুখা। তুমি কবে নাগাদ কোলকাতা যাচ্ছ?

পুলিন। ভাবছি দিন-দুয়েকের মধ্যেই যাবো।

মুখা। ওঁদেরকে ডঃ শর্মার কাছে পাঠাচ্ছি দু' তিন দিনের মধ্যে। সম্ভব হোলে তুমি একবার খোঁজ নিও।

পুলিন। আচ্ছা।

মুখা। তুমি আজ এখানে থাকবে।···আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

[মুখার্জীর প্রস্থান। পুলিন মনজুর প্রবেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। দেয়ালে টাঙানো মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি দেখছে। প্রবেশ করে মঞ্জু।

মঞ্জু। পুলিন দা!

পুলিন। উঁ।

মঞ্জু। বাবা কি বোললেন?

পুলিন। বোলতে বারণ।

মঞ্জু। মানে?

পুলিন। মানে — বোলবনা।

মঞ্জু। কেন?

পুলিন। জানিনা। [হরি প্রবেশ কোরেই ভেতরে চোলে যায়]

মঞ্জু। বাবা কি বোলেছেন, বলোনা পুলিনদা!

পুলিন। বোলতে পারি। বলো, সুখবর হোলে কি দেবে?

মঞ্জু। যা' চাও, তাই দেবো।

পুলিন। উঃ বোললেই হোল—যা' চাও, তাই দেবো।

মঞ্জু। আবার বলছি; যা' চাও, তাই দেবো।

পুলিন। ও হো, একটা ভুল হোয়ে গেছে।

মঞ্জু। কি?

পুলিন। কোলকাতা থেকে তোমার জন্য রবীন্দ্র-সংগীতের ৫ খানা রেকর্ড; কবির নিজ কণ্ঠের 'ঝুলন' কবিতার আবৃত্তি ও 'গীত-বিতান' নিয়ে এসেছি।

মঞ্জু। কই-দেখি, দেখি। [পুলিন ব্যাগ খুলছে। মঞ্জু ঝুঁকে পড়ে দেখছে। হঠাৎ উভয়ের মাথায় আঘাত লাগলো।] উঃ—

পুলিন। খুব লেগেছে?

মঞ্জু। না—

পুলিন। এই নাও। [একখানা রেকর্ড দেখিয়ে]

নদী আপন বেগে পাগল পাড়া, আমি তন্দ্রাহারা—

[আর একখানা রেকর্ড দেখিয়ে] তোরা যে যা বলিস্ ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই। [আর একখানা রেকর্ড দিয়ে] আমি জেনে শুনে বিষ কোরেছি পান—।

মঞ্জু। ও মা— জেনে শুনে আবার কেউ বিষ পান করে নাকি?

পুলিন। হাঁ—হাঁ, তেমন অবস্থায় পড়লে অনেকেই জেনে শুনে বিষ পান করে। [আর একখানা রেকর্ড নিয়ে] এ খানার কি আছে, জানো?

মঞ্জু। কি?

পুলিন। 'গোপনের কথাটি রবে না আর গোপনে।'

মনজু। তবুও মানুষ কথা গোপন কোরতে চায়?

পুলিন। কিন্তু পারে না। মুখ না বোললেও, চোখ সব কথা বোলে দেয়। [আর একখানা রেকর্ড দেখিয়ে] আর এ খানায় রোয়েছে—'তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে, তবে একলা চলরে।'

মনজু। [অন্য একখানা রেকর্ড দেখিয়ে] এ খানার কি আছে?

পুলিন। (ব্যাগ থেকে গীত-বিতান বের কোরতে কোরতে) পড়ে দেখোতো কি লেখা আছে।

মনজু। (রেকর্ড হাতে নিয়ে) 'আমার মাথা নত কোরে দাও হে, তোমার চরণ ধূলার তলে।'

পুলিন। হু! আর এই হোল 'গীত-বিতান' (প্রদান)। আর হরিদার জন্য ১ খানা রামায়ণ এনেছি। হরিদা! হরিদা!

নেপথ্যে হরি। যাচ্ছি দাদাবাবু। (প্রবেশ) আমায় ডেকেছেন দাদাবাবু?

পুলিন। শোনো। তোমার জন্য একখানা রামায়ণ এনেছি।

হরি। তাই নাকি? কই—দেখি, দেখি।

পুলিন। এই নাও। (প্রদান)

হরি। দিন দিন। জানেন দাদাবাবু। আমি ভাল পইড়তে পারিনা, তবু খুব ভাল লাগে। যাই, মা ঠাকরুণকে দেখিয়ে আসি। (প্রস্থান)

মনজু। আর কি এনেছো?

পুলিন। আর কি আনবো?

মনজু। বাঃ, কতদিন বোলেছি যে তোমার একটা সুন্দর ছবি আমাকে দেবে।

পুলিন। ও-হো, সেই কথা?... (ব্যাগে হাত দেয়) তা' এই ছবিটা দেখতে পারো। (ফটো বের করে)

মনজু। কই—দেখি, দেখি। (ফটো গ্রহণ) আরে বাবা, ইনি কে?... কার শিশু? ভোলানাথের না ঋষি অরবিন্দের?

পুলিন। কি মোনে হোচ্ছে?

মনজু। আর যা-ই হোক। ডাঃ পুলিন চ্যাটার্জীর ছবি বোলে মোনে হোচ্ছে না তো।... একেবারে সে-কেলে—

পুলিন। তাহোলে ফটো ফিরিয়ে দাও।

মন্জু। দাঁড়াও, দিচ্ছি।··· বলো, বাবা কি বোলেছেন?

পুলিন। আমি কিন্তু যা' চাই, তা-ই দিতে হবে।

মন্জু। কতবার তো বোললাম যে, দেবো।

পুলিন। কিন্তু বিশ্বেস হোচ্ছে না যে।

মন্জু। তবে থাক্, আমি চোলনুম। (প্রস্থানোদ্যত)

পুলিন। এই ··· শোনো, শোনো।

মন্জু। [ফিরে এসে] কি?

পুলিন। আমার দিকে তাকাও।

মন্জু। [তাকিয়ে] বলো।

পুলিন। [চিবুকে হাত দিয়ে] তোমার বিয়ে।

মন্জু। ধ্যেৎ। [আবার প্রস্থানোদ্যত]

পুলিন। পালাচ্ছো কোথায়? আমার পাওনা? [মন্জু নীরব] কথা বলছো না যে বড়!

মন্জু। কি বোলবো?

পুলিন। সুখবরের জন্য আমার পাওনার কথা বোলবে।

মন্জু। বলো, কি চাও?

পুলিন। কি চা···ই? যদি বলি তোমাকে চাই···

মঞ্জু। মানে?

পুলিন। খুব সহজ। তোমাকে আমি চাই।

মঞ্জু। ধ্যেৎ।

(পর্দা নামে)

নেপথ্যে সংগীত : নদী আপন বেগে পাগল পাড়া।

প্রথম অংক ঃ তৃতীয় দৃশ্য

[মিঃ মুখার্জীর শয়ন-কক্ষ। সকাল। বেলা হোয়ে গেছে। স্লিপিং গাউন পরিহিত মিঃ মুখার্জী ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে ইংরেজী উপন্যাস পড়্ছেন। টি-টেবিলের উপর ধূমায়িত কফি। বেতারে রবীন্দ্র-সংগীত বোল্ছে— 'আমার মাথা নত কোরে দাও, হে তোমার চরণ ধূলার তলে।' পর্দা ওঠে। দু' মিনিট পরে গড়গড়া হাতে হরিলালের প্রবেশ।]

হরি। বাবু, ... বাবু!

মুখা। [উপন্যাসে চোখ রেখে] উঃ!

হরি। নায়েব বাবু কোলকাতা থেকে ফিরে এইয়েছেন।

[মুখা নীরব] আজ্ঞে, নায়েব বাবু দেকা কইরতে এইয়েছেন।]

[গড়গড়ার নল এগিয়ে দেয়]

মুখা। [গড়গড়ার নল হাতে নিয়ে] কি বলছো, হরিলাল?

হরি। বোল্ছি — নায়েব বাবু—

মুখা। ও — চিন্তাহরণ এসেছে? তা' এখানেই পাঠিয়ে দে।

[মিঃ মুখার্জী উপন্যাস পাঠে মন দেন। হরি প্রস্থান করে। একটু পরে প্রবেশ করে নায়েব।]

নায়েব। [অক্‌টু স্বরে] নমস্কার বাবু। [নমস্কার জানায়]

মুখা। [রেডিও-র শব্দ কমিয়ে দিয়ে] ও — হ্যাঁ, কোলকতার খবর বলো।

নায়েব। আজ্ঞে, ডঃ শর্মা মা-ঠাকরুণকে ভাল কোরেই দেখেছেন।

মুখা। আচ্ছা। তারপর ?

নায়েব। অনেক যত্ন কোরলেন ডাঃ বাবু। কিন্তু মা-ঠাকরুণ কিছুতেই থাক্‌তে চাইলেন না। তাই হরিকে দিয়ে সেদিনই পাঠিয়ে দিয়েছি।

মুখা। ওর মুখে শুনেছি।

নায়েব। ডাঃ বাবু বোললেন যে, নায়েব তুমি দু'এক দিন থেকে যাও। রোগ নির্ণয়ের জন্য যতগুলো পরীক্ষা হোল তার সব রিপোর্ট পেয়ে প্রেশক্রিপশন কোরতে হবে।

মুখা। তারপর ?

নায়েব। কাল বিকেলে উনি এই প্রেশক্রিপশন দিয়েছেন। আর সংগে একটা চিঠিও দিয়েছেন। এই নিন। [প্রেশক্রিপশন ও চিঠি প্রদান। মুখার্জী চিঠি পড়েন] ডাঃ বাবু কিন্তু পুলিন বাবুর খুবই প্রশংসা কোরলেন। তিনি বোললেন যে, এত অল্প বয়সে এমন বিচক্ষণ ডাক্তার সাধারণতঃ হয় না।

মুখা। তাই নাকি ?···ডাক্তার বাবু আর কি বোলেছেন ?

নায়েব। তিনি বেশ জোড় দিয়েই বোললেন যে, মা-ঠাকরুণ যেন কখনও কোন ব্যাপারে বড় রকমের অশান্তিতে না ভোগেন অথবা আকস্মিক কোন প্রকার মানসিক কিংবা শারীরিক আঘাত না পান।

মুখা। ঠিক আছে।

নায়েব। কথাটা কিন্তু উনি আমাকে বার বার বোলে দিয়েছেন।

মুখা। চিঠিতে ঐ একই কথা লিখেছেন ডঃ শর্মা।

নায়েব। তাহোলে বাবু, বিকেলের দিকে আমি পলাশপুরে গিয়ে দেখি যে ওখানকার খাজনা আদায়ের কতদূর কি হোল।

মুখা। তা' যেতে চাও যাও। ক'দিন নাগাদ ফিরতে পারবে?… দিন পাঁচেকের মধ্যে পারবে তো?

নায়েব। চেষ্টা কোরবো।…নমস্কার। [প্রস্থান]

[বিষণ্ণ-বদনে হরিলালের প্রবেশ]

হরি। কর্তাবাবু নাকি ঐ ঘটককে আসতে বৈলেছেন?

মুখা। [উচ্ছ্বাসে মন রেখে।] হ্যাঁ।

হরি। এয়েছে।

মুখা। এখানেই পাঠিয়ে দে।

হরি। মানে, আপনার এই শোয়ার ঘরে নে' আসবো?

মুখা। [বিরক্ত ভাবে] যখন বোলেছি, তখন এ ঘরেই পাঠাবি।

[একদিকে হরির প্রস্থান। অন্যদিক দিয়ে একজন চাকর কফি নিয়ে প্রবেশ করে। একটু পরে প্রবেশ করে রামকানাই।]

রাম। পেন্নাম কর্তাবাবু, পেন্নাম।

মুখা। বোস-বোস। কি খবর, রামকানাই?

রাম। [চশমা মুছে] সর্বাঙ্গীন কুশল। বুঝতেই তো পাচ্ছেন বাবু যে, রামকানাই বাচস্পতি কোনদিন কথা দিয়ে কথার বরখেলাপ করেনা। আমার বাবাও নন্। দেখতে পাচ্ছেন কিনা যে, আমি সেই ভোর ৫ টায় এসে হাজির। আর এখন বেলা-

মুখা। [ঘড়ি দেখে] সাড়ে আটটা।

রাম। এই সাড়ে তিন ঘণ্টা ঠায় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম বুঝতে পাচ্ছেন কিনা কর্তাবাবু, ঐ হরিলাল লোকটা আমাকে

আদৌ দেখ্‌তে পারে না। সব সময় যেন কেমন কেমন ভাব করে।

মুখা। তা' পঞ্চানন বাবাজীর মতামত কি বুঝলে?

রাম। অতীব শুভ, অতীব শুভ। বুঝতেই তো পাচ্ছেন যে, মা-মঞ্জুলিকা দেবী রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী। আর দেখতেই তো পাচ্ছেন যে, পঞ্চানন বাবাজীর পিতার নাম শ্রীযুত রামদয়াল ব্যানার্জী। মস্ত কুলীন। আমার মোনে হয় সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে কৌলিন্যে আপনাদের সংগে কেবল মাত্র ঐ ব্যানার্জী বংশেরই তুলনা হোতে পারে। আমার বাবা বলেন যে, এটাই মণি-কাঞ্চন যোগ।

মুখা। ওঁরা আর কিছু বোলেছে?

হরি। হ্যাঁ বোলেছে ··· বুঝতে পাচ্ছেন কিনা যে, শ্রীযুত হরে-কৃষ্ণ বাচস্পতির পুত্র শ্রী রামকানাই বাচস্পতি কখনও কাঁচা কাজ করেনা। ওঁদের মতামত নিয়ে এক্কেবারে দিন-তারিখ ধার্য কোরে তবে এসেছি। আমার বাবা বলেন যে, শুভস্য শীঘ্রম্‌। তাছাড়া—

মুখা। তাছাড়া কি?

হরি। তাছাড়া মহাত্মা হ্যানিম্যান বোলেছেন যে, রোগকে কদাপি ফেলিয়া রাখিওনা। যতই ফেলিয়া রাখিবে ততই নতুন নতুন উপসর্গ আসিয়া দেখা দিবে। তাই সর্বকার্য্য সম্পন্ন করতঃ—

মুখা। আসল কথা বল রামকানাই, আমার সময় কম।

হরি। আজ্ঞে, দেখতেই তো পাচ্ছেন যে, আমার সংগে নবযুগ ডাইরেক্টরী, লোকনাথ ডাইরেক্টরী, পি-এম বাক্‌চী, গুপ্ত প্রেস, মায় বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকা পর্যন্ত রোয়েছে। সর্ব পঞ্জিকা-মতে আগামী বৈশাখের সাতাশ তারিখ কনিষ্ঠা কন্যা বিবাহ দিবার জন্য অতীব শুভ। এই নিজেই একবার দেখুন, বাবু। [পঞ্জিকা দেয়]

মুখা। বৈ-শা-খের সাতাশ তারিখ? [চিন্তা করেন]

রাম। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

[শ্যামলাল এসে গড়গড়ার কলকে পাল্‌টে দেয়]

মুখা। ঠিক আছে। পঞ্চানন বাবাজীকে জানিয়ে দাও যে, আমি রাজী আছি।

রাম। আজ্ঞে, পাকা দেখা, আশীর্বাদের কাজ—

মুখা। আগামী মাসেই সেরে ফেলবো।

রাম। যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। বুঝতে পাচ্ছেন কিনা বাবু, আপনার মতামত পেলেই বরের কাকা শ্রীযুত মাধব ব্যানার্জী মহাশয় আসবেন।

মুখা। আচ্ছা, আজ তুমি যেতে পারো। নায়েবের সংগে পরামর্শ কোরে আমি সব ঠিক কোরছি। তুমি বরং সপ্তাহ খানেক পরে এসে নায়েবের সংগে দেখা কর। কেমন?

রাম। বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। যথাসময় সর্বকার্য সুসম্পন্ন হবে। বুঝতেই তো পাচ্ছেন যে রামকাকাই বাচস্পতি কোনদিন কথার বরখেলাপ করেনা। তাহোলে কর্তাবাবু, এবার আজকের মত—

মুখা। [চাকরকে] শ্যামা, নায়েবকে বলিস্, ওকে যেন তুশো টাকা দিয়ে দেয়। [রামকে] তুমি শ্যামলালের সংগে যাও।

[কৃতজ্ঞভাবে রাম প্রণাম জানিয়ে শ্যামলালের সংগে প্রস্থান করে। মুখার্জী উঠে স্লিপিং গাউন খুলে রাখেন]

হরি, ··· ··· হরি!

[প্রবেশ করেন সারদা দেবী]

সারদা। হরিকে আমি একটু বাইরে পাঠিয়েছি।

মুখা। এ-কি! তুমি আবার উঠে আসতে গেলে কেন?

সারদা। তোমার সংগে কথা আছে। [উপবেশন]

মুখা। তোমার শরীর তো খুব ভালো নেই। [আবার বসেন]

সারদা। সেই জন্যই তো এলাম।

মুখা। ডঃ শর্মা তো তোমাকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বোলেছেন।

সারদা। কোন বিশ্রাম-ই আমার এ রোগ সারাতে পারবেনা।

মুখা। আমি এক্ষুনি বাইরে যাব। বলো. কি বোলবে।

সারদা। বোলছিলাম, মঞ্জুর বিয়ের জন্য তুমি এত ব্যস্ত হোচ্ছ কেন?

মুখা। কেন ব্যস্ত হবনা, তাই বলো সারদা। (গড়গড়ায় টান দেন) আমাদের এ বংশের নিয়ম রক্ষা কোরতে হবেতো। গৌরীদান প্রথা এ মুখার্জী বংশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন তোমার বয়স কত ছিল, মনে আছে? ন বছরেও বোধ হয় ২/১ মাস কম ছিল।

সারদা। সে যুগ কি আর আছে?

মুখা। সে যুগ থাক্ বা না থাক্, রাজনারায়ণ মুখার্জী যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এ বংশের ঐতিহ্যও বজায় থাকবে।

সারদা। বেশ—তোমার কথা মেনে নিলাম। তা' যে পাত্রটির সংগে কথা-বার্তা চোলছে, তাকে তুমি দেখেছ?

মুখা। হাঁ দেখেছি।

সারদা। ছেলের বয়স কত?

মুখা। কুষ্টি-পত্তর তো দেখিনি। তবে একটু বেশীই হয়ত হবে। কিন্তু কৌলিন্যে বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র তাঁরাই আমাদের পাল্টা ঘর।

সারদা। কৌলিন্যে তাঁরা মস্ত বড়, তা' না হয় মেনে নিলুম। কিন্তু হরিলাল বোলছিল…

মুখা। কি বোলছিল হরিলাল ?

[আবার উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করেন]

সারদা। ছেলে নাকি বয়সে মঞ্জুর চেয়ে পাঁচগুণ বড় ?

মুখা। পাঁচগুণ ! হরিলালের ভিমরতি হোয়েছে। ও ব্যাটা নিজে বুড়ো তাই সকলকে বুড়ো ভাবে। … জানো সারদা, অনেক খোঁজা খুঁজির পর পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে। মস্ত কুলীন…

সারদা। মস্ত কুলীন ? কি হবে মস্ত কুলীন দিয়ে ?

মুখা। মানে ?

সারদা। কৌলিন্যে তোমার মান মর্যাদা বাড়তে পারে; তোমার মোন ভরতে পারে, কিন্তু একটি মেয়ের 'জীবনে কেবল মাত্র কৌলিন্যই বড় কথা নয়।

মুখা। [উপন্যাসে চোখ রেখে] হু, তারপর ?

সারদা। কৌলিন্যে একটি যুবতীর মন ভরতে পারে না। বাবা হোয়ে তুমি সে কথা না জানলেও, আমি সে কথা জানি। কারণ, আমি যে মা, ওকে গর্ভে ধারন কোরেছি।

মুখা। বলো, আর কি বলার আছে ?

সারদা। কি বোলবো … তোমার ঐ মস্ত কুলীনের কথা শুনে মঞ্জু যে স্নান-আহার ত্যাগ কোরেছে।

মুখা। মঞ্জু স্নান-আহার ত্যাগ কোরেছে! তা'হোলে এখন আমার কি কোরতে হবে ?

সারদা। আমি বোলছিলাম— মঞ্জুকে যদি বিয়ে দিতেই হয়, তবে অন্য কোন ছেলের সংগে দেবো।

মুখো। মোনে হোচ্ছে যেন কোন ছেলে ঠিক কোরে রেখেছ।

সারদা। অনেকটা ঠিক করার মতই।

মুখো। কে তিনি ?

সারদা। পুলিন।

মুখো। পু—লি—ন !!

সারদা। হ্যাঁ, চাটুজ্যেদের পুলিন।

মুখো। মানে, দেবনারায়ণ চাটুজ্যের ছেলে পুলিন ? তুমি, তুমি কি বোলছ সারদা ? ওরা তো—

সারদা। না-ই বা হোল পঞ্চাননের মত মস্ত কুলীন। ছেলে তো নয়, যেনো একটুকরো হীরে। এম্-বি-বি-এস্ পাশ কোরে অল্প দিনের মধ্যে ভাল ডাক্তার হোয়েছে।

মুখো। রাধে ! রাধে ! শাস্ত্র এ জন্যেই তোমাদের বুদ্ধিকে স্ত্রী-বুদ্ধি বোলেছে। ওরা আছে সমাজের কোন তলায়।

সারদা। কেন, ওরাও তো ব্রাহ্মণ।

মুখো। আরে— গলায় পৈতা দিলেই বামুন হোল ? I am **astonished**, আমি অবাক হ'চ্ছি সারদা যে পণ্ডিত তারাশংকর তর্কালংকারের মেয়ে হোয়ে তুমি এসব কি বোলছ ?

সারদা। আমি ঠিকই বোলেছি। নতুন যুগের নতুন পরিবেশ-কে মেনে নিতে হবে না ?

মুখো। তা'বোলে সমাজে আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না ? আজ যদি পুলিনের সংগে মঞ্জুর বিয়ে দিতে হয়, তবে সমাজ আমাকে এক-ঘরে কোরে দেবে। পূর্ব-পুরুষের আভিজাত্য খর্ব হবে। সামান্য একটা ভুলের জন্য···

সারদা। সামান্য ভুল ? একটা মেয়ের জীবন-যৌবনকে তুমি

সামান্য বোলছ? ঐ বুড়োটার সংগে বিয়ে দিলে ক'টা দিন ওর সিঁথির সিঁদুর থাকবে, সে কথা একটিবারও কি ভেবে দেখেছো?

মুখা। ভাবাভাবির সময় পার হোয়ে গেছে।

সারদা। সে-কি?

মুখা। আসছে বৈশাখের সাতাশ তারিখে মঞ্জুর বিয়ে। এবং তা' হবে ঐ পঞ্চানন ব্যানার্জীর সংগে।

সারদা। কি বোললে? বৈশাখের সাতাশ তারিখ বিয়ে!

মুখা। হ্যাঁ, আমি কথা দিয়েছি। রাজনারায়ণ মুখার্জী তার সমস্ত জীবনে কথা দিয়ে কথার বরখেলাপ করেনি; আর কোরবেও না। [গড়গড়ায় টান দেন]

সারদা। ক-থা দি-য়ে ছো। কথার বরখেলাপ কোরবে না। কার কাছে জিজ্ঞেস কোরে এসব কোরেছো, শুনি?

মুখা। কার কাছে জিজ্ঞেস কোরবো?

সারদা। কেন— আমার কাছে।

মুখা। তোমার কাছে জিজ্ঞেস কোরে আমায় কাজ কোরতে হবে?

সারদা। কেন, আমার কাছে জিজ্ঞেস কোরলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হোয়ে যেতো?

মুখা। এ কাজে স্ত্রী-বুদ্ধির দরকার হয় না।

সারদা। কিন্তু পুরুষের বুদ্ধি নিয়ে কেন একটিবার চিন্তা কোরে দেখলে না যে দুটি নিষ্পাপ শিশু এক সাথে খেলেছে, এক সাথে মানুষ হোয়েছে, প্রকৃতির নিয়মে ওদের মন দেয়া-নেয়া হোয়েছে।

মুখা। ওদের ব্যাপারে এটাই তুমি ভুল কোরেছো, সারদা। ছোটবেলা পুলিনকে প্রশ্রয় দেওয়াই অন্যায় হোয়েছে।

সারদা। ভুল কোরে আমি যখন একটা অন্যায় কাজ কোরে ফেলেছি, তুমি না হয় আর একটা ভুল কর। যদি এ ভুল দুটো জীবনে অনাবিল শান্তি এনে দেয়, তবে ভগবান তুষ্ট হবেন।

মুখা। But absurd deed it is. হোতে পারে না। তোমার সে ভুলের মাশুল আজ আমাকে দিতে হবে। কিন্তু তা'বোলে আমি নতুন কোরে আর একটা ভুল কোরতে পারিনা। তুমি এখন যেতে পার। স্নান সেরে আমি বাইরে যাবো।

সারদা। ওগো এটাকে ভুল শোধরানো বলে না। এটা হোল আর একটা চরম ভুল সিদ্ধান্ত, যার মাশুল হয়ত আমাদের দু' মা-মেয়েকেই দিতে হবে।

মুখা। (উঠে দাঁড়ান) কিন্তু করার কিছুই নেই। কারণ, আমি কথা দিয়েছি। [প্রস্থানোদ্যত]

সারদা। তোমার কথা রক্ষা করাটাই বড় হোল?

মুখা। হ্যাঁ, কথা দিয়ে কথা রক্ষা করাই মুখার্জী পরিবারের সবচেয়ে বড় কাজ।··· আমি নায়েব-কে দিয়ে পুলিনের কাছে খবর পাঠাচ্ছি যে, সে যেনো বামুন হোয়ে চাঁদে হাত দিতে না আসে।

[প্রস্থান]

সারদা। এই তোমার বিদ্যা, এই তোমার বুদ্ধি? একটা কচি মেয়েকে নিজের হাতে এ ভাবে বলি দেবে? ভগবান, তুমি কি আছো?

[পর্দা নেমে আসে]

দ্বিতীয় অংক : প্রথম দৃশ্য

মিঃ মুখার্জীর বহির্বাটী। সময় : সন্ধ্যা

[মঞ্জুর বিয়ের দিন। এ ঘরের দেয়ালে বড় বড় কয়েকটি অয়েল পেইনটিং দেখা যাচ্ছে। পর্দা ওঠার আগেই বিয়ের নহবত বাজবে। পর্দা ওঠে। দেখা গেল নতুন জামা-কাপড় পরিহিত রামকানাই কারও আগমন প্রতীক্ষায়। প্রবেশ করে কল্পতরু। সে কালা, তাই সব সময় শ্রবণ-যন্ত্র সংগে রাখে।]

কল্প। জয়-গোবিন্দ।

রাম। নমস্কার ঠাকুরমশাই'। কেমন আছেন?

কল্প। [হাতের ইশারায় রামকে থামতে বলে এবং প... থেকে শ্রবণ-যন্ত্র বের কোরে কানে লাগায়] এবারে বলা হউক, বাব

রাম। বো'লছি - কেমন আছেন ঠাকুরমশাই?

কল্প। ভালই আছি। জয়-গোবিন্দ। কুশলং তে?

রাম। শ্রী শ্রী ভগবানের ইচ্ছা ও বাবার আশীর্বাদে ভা... আছি।

কল্প। [কানের যন্ত্র ঠিক কোরে নিয়ে] জয়-গোবিন্দ। তা, এদি... খবর কি? সব ঠিক ঠিক চোলিতেছে তো?

রাম। আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুরমশাই, সব ঠিক মত চোলে... বুঝতেই তো পাচ্ছেন যে, একমাত্র জমিদার বাবুর ইচ্ছাতেই ... হোচ্ছে। আর দেখতেই তো পাচ্ছেন যে অন্য কারো তেমন ... গরজ নেই।

কল্প। গরজ না থাকিলে কি হবে, বাবা? আরে বাবা, এটা হিন্দু ধর্ম। প্রজাপতি প্রজাপতি বলিয়া বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান কার্যটি সঠিক ভাবে সুসম্পন্ন করিবার পর আর কাহারো কি বলিবার থাকিবে, বাবা?

রাম। এই তো কথার মত কথা, ঠাকুরমশাই। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন যে হরিলাল, নীলিমা আর মঞ্জুলিকা দেবীর মুখে যেনো—

কল্প। বজ্র পতিত হইয়াছে।

রাম। ঠিক তাই। আপনার কাজ হোল, বুঝতেই তো পাচ্ছেন যে, কোন দিকে না তাকিয়ে চোখ কান বুজে শ্রী দুর্গা বোলে সম্প্রদান কার্যটি…। হ্যাঁ, আমার বাবা বলেন—

কল্প। বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। কাজের কথা বলিয়া কথা গো, বাবা। (আবদারের সুরে) ঘটকমশাই—

রাম। বলুন।

কল্প। জয়-গোবিন্দ। বোলছিলাম কি, ঐ যাকে বলে দক্ষিণা-টক্ষিণার ব্যাপারটা অগ্রেই সুসম্পন্ন করিতে হইবেক, বাবা!

রাম। অবশ্য, অবশ্য। আমার বাবা বলেন যে, পেটে দিলে পিঠে সয়। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন যে, জমিদার বাবুর অঢেল সম্পত্তি এবং বুঝতেই তো পাচ্ছেন যে কি রকম দিল দরাজ।

কল্প। হ্যাঁ, বাবা। বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু—

[নেপথ্যে উলুধ্বনি] জয়-গোবিন্দ।

নেপথ্যে মুখার্জী। ঘটকমশাই, ঘটকমশাই! ঘটকমশাই কোথায় রে হরিলাল? একবার এদিকে পাঠিয়ে দে।

রাম। [নেপথ্যের উদ্দেশ্যে] আজ্ঞে, আমি এখানেই আছি।

[কল্পকে] শুনুন ঠাকুরমশাই, কর্তাবাবু ডাকছেন। তাই একটু-খানি ভেতরে যাচ্ছি। বুঝলেন কিনা, ঐ হরিলাল কোন কিছু জিজ্ঞেস কোরলে কথাটি বোলবেন না।

কল্প। অসম্ভব। আমি কি বোবা যে কথা বলিবোনা ?

নেপথ্যে মুখার্জী। কইরে হরি, ঘটক-মশাইকে পাঠালি না ?

রাম। যাচ্ছি কর্তাবাবু। শুনুন ঠাকুরমশাই, এই ধরুন (দশটি টাকা দেয়) আর একটু কানে কানে শুনুন (তথাকরণ)

কল্প। জয়-গোবিন্দ, জয়-গোবিন্দ [বিজ্ঞের মত হাসে] উহা হইতে পারে।

রাম। তাহোলে আমি ভেতরে যাই।

কল্প। জয়-গোবিন্দ। জয়-গোবিন্দ। [রামকানাই প্রস্থান করে] টাকা হইলে এই ব্রাহ্মণ সব করিতে পারে। কালার অভিনয় করা তো অতীব সহজ কার্য। যন্ত্রটি খুলিয়া ফেলিলেই হইল। [কানের যন্ত্র খুলিয়া ফেলে] জয়-গোবিন্দ।

[প্রবেশ করে হরিলাল]

হরি। আপনিই কি ঠাকুরমশাই ? [কল্প নীরব] বোলছি. আপনিই কি বে' করাবেন ? আজ্ঞে, আপনিই কি পুরুত মশাই ?

কল্প। (তোতলার ভঙ্গিতে) মা-মা- মানে ? আমি ক-ক-মশাই হইতে যা-যা-যাইবো কেন ?

হরি। কশাই নয়, কশাই নয়, মশাই। [কানের কাছে গিয়া] বোলছি, আপনিই কি পুরুত-মশাই ?

কল্প। [মাথা নাড়িয়া] হ্যাঁ, বাবা। জয়-গোবিন্দ। তা' বাবা আপনি। মা-মা-মানে তুমি কে, বাবা ?

হরি। আমি হরিলাল।

কল্প। এঁ্যা, থাল! কো- কো-কোথাকার থাল, বাবা?

হরি। কোথাকার কালা?

কল্প। বি-বিবাহের মালা? উহা তো ম-মৎ কর্তৃক আনয়ন ক-করিবার কথা নহে।

হরি। [জোড়ে] ও হে বামুন ঠাকুর, কানে কি একেবারেই শোনেন না?

কল্প। কি বোললে— কেন কিনিব না? আ—আ—আমি বলি, কে—কেনো কিনিব? ক—কথা যে নাই। ক—কথা থাকিলে শুধু মা—মালা কেন, মালা—থালা—ঘটি—বাটি সবই ক্রয় করিতে পারিতাম। জয়-গোবিন্দ।

হরি। সেরেছে! [ইংগিতে কল্পকে ভেতরে যেতে বলে]

কল্প। জয় গো-গোবিন্দ। [প্রস্থান করিতে করিতে] জ-জয় গোবিন্দ; জ-জয় গোবিন্দ। [প্রস্থান]

[প্রবেশ করেন সারদা দেবী]

সারদা। কিছুই কি কোরতে পারলে না, হরি?

হরি। না, মা-ঠাকরুণ।

সারদা। পুলিনের কাছে গিয়েছিলে?

হরি। হ্যাঁ, গিয়েছিলুম।

সারদা। কি বোললো সে?

হরি। তিনি বৈললেন যে, তানার করার কিছুই নেই?

সারদা। একটিবার আসবে না?

হরি। না। (নিঃশ্বাস ছাড়ে)

সারদা। আমার কথা বোলেছিলে?

হরি। হ্যাঁ, বৈলেছি। কিন্তু কিছুতেই তিনি আইসলেন না।

কর্তাবাবু নাকি নায়েবকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। কি সব বাজে কথা নাকি তাতে লেকা আছে। তাই বড় অভিমান হইয়েছে।

সারদা। মঞ্জুকে একবার আশীর্ব্বাদ কোরতেও আসবে না?

হরি। জানি না। তবে আমি দাদাবাবুকে বইলে এসেছি যে, রাগ করেন আর যা-ই করেন, আমার দিদিমণিকে একটিবার আশীর্ব্বাদ কৈরতে হবে।... এর উত্তরে তিনি কিছু বলেননি।

সারদা। এখন উপায় কি, হরিলাল?

হরি। নারায়ণকে ডাকুন মা-ঠাকরুণ, নারায়ণকে ডাকুন।

সারদা। [অস্ফুট স্বরে] নারায়ণ, নারায়ণ। [প্রস্থান]

নেপথ্যে মুখার্জী। ওরে মণি, ফণি, কেদার, অতিথিদের জল খাবার তৈরী তো?

নেপথ্যে মণি। আজ্ঞে, সব প্রস্তুত কাকাবাবু।

নেপথ্যে মুখার্জী। চা-এর সব কিছু ঠিক আছে?

নেপথ্যে ফণি। হ্যাঁ, কাকাবাবু—

নেপথ্যে মুখার্জী। তামুক সাজাবে কে রে?

নেপথ্যে ফণি। আজ্ঞে, কেদার দা'র উপর ভার দেয়া আছে।

[হরিলাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে]

নেপথ্যে মুখার্জী। ওরে মণি লগ্ন তো প্রায় আসন্ন। কিন্তু ওরা তো এখনও আসছেনা। হরিকে আর ঘটকমশাইকে পাঠিয়ে দে তো। ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখুক।

[প্রবেশ করে রামকানাই]

রাম। হরিলাল— হরিলাল? এই যে হরি, তুমি বোসে আছো? বিয়ে বাড়ীর কত কাজ। বুঝতে পারছো কিনা কর্তাবাবু আমাদের এগিয়ে দেখতে বোললেন। চলো, চলো। [হরিসহ প্রস্থান]

[প্রবেশ করে মুখার্জী। পায়ে খড়ম]

মুখা। কইরে হরি, তোরা এগিয়ে গেলি ?

[রামকানাই-এর পুনঃ প্রবেশ]

রাম। আজ্ঞে, হ্যাঁ, কর্তাবাবু। আমরা এগিয়ে দেখ্‌ছি।

[নমস্কার ও দ্রুত প্রস্থান]

মুখা। মণি— মণি !

নেপথ্যে মণি। যাচ্ছি, কাকাবাবু।

মুখা। পা' ধোয়ার জল দিয়েছিস তো ?

নেপথ্যে মণি। আজ্ঞে, সব তৈরী, চিন্তার কিছু নেই।

[কানে যন্ত্র লাগাতে লাগাতে কল্পতরুর প্রবেশ]

কল্প। জয়-গোবিন্দ, জয়-গোবিন্দ।

মুখা। কি ঠাকুরমশাই, কিছু বোলবেন ?

কল্প। বোলছিলাম, লগ্ন তো প্রায় সমুপস্থিত।

মুখা। তা' তো দেখ্‌ছি।

কল্প। জয়-গোবিন্দ। উনারা আসিলে অগ্রেই শুভ কাজ সমাধা প্রয়োজন।

মুখা। তাই হবে।

কল্‌প। বোল্‌ছিলাম, বিয়ে বাড়ীর কাজ, সবাই ব্যস্ত— তাই, বোলছিলাম—

মুখা। বুঝেছি।

কল্‌প। জয়-গোবিন্দ।

মুখা। নায়েবের কাছে যান। সে সব ব্যবস্থা কোরবে—

কল্‌প। জয়-গোবিন্দ, জয়-গোবিন্দ।　　　　　　[প্রস্থান]

[নেপথ্যে বিয়ের বাদ্য বাজে।]

মুখা। ঐ, ওরা বোধহয় এসেছে। কই গো এ'য়োরা তোমরা উলুধ্বনি দাও।

[নেপথ্যে উলুধ্বনি ও বিয়ের বাদ্য। প্রবেশ করে বর-যাত্রীবৃন্দ। নমস্কার বিনিময় ও কুশলবার্তা হয়। মণি ও ফণি এসে অতিথিদের অন্য ঘরে নিয়ে যায়]

[প্রবেশ করে বরের কাকা]

মুখা। আসুন, আসুন বেয়াই মশাই। নমস্কার নমস্কার।

কাকা। নমস্কার। একটু অসুবিধার জন্য দেরী হোয়ে গেলো, মনে কিছু কোরবেন না।

মুখা। কি ব্যাপার ব্যানার্জী বাবু, কোন বিপদ—

কাকা। না, তেমন কিছু নয়। পঞ্চানন বাবাজীর শরীরটা হঠাৎ একটু খারাপ বোধ হোচ্ছিলো।

মুখা। সে— কি!

কাকা। না, তেমন কিছু নয়। সামান্য একটু জ্বর। তার উপর উপোষ।

মুখা। জ-র!! [বেরিয়ে আসে মণি ও মণি]

কাকা। কোন চিন্তা কোরবেন না। এখন যে সুস্থ।

মুখা। নারায়ণ, নারায়ণ। ও ঘরে যান বেয়াই মশাই।

মনি। আসুন, আসুন তালই মশাই।

[কাকা সহ প্রস্থান]

মুখা। ফণি! ওদের জল-খাবার, চা, সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করগে, যা। [মণির প্রস্থান]

[নেপথ্যে শাঁখ বাজে এবং প্রবেশ করে রামকানাই ও কল্পতরু]

রাম। এসে গেছে কর্তাবাবু, বর এসে গেছে।

কল্প। [কানে যন্ত্র লাগাতে লাগাতে] জয়-গোবিন্দ, জয়-গোবিন্দ। আর মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে লগ্ন শেষ। সম্প্রদান কার্য্যটি—

মুখা। তাই তো, আমি দেখ্ছি। [প্রস্থান]

কল্প। কই বাবা মণীন্দ্র ও ফণীন্দ্র। তাড়াতাড়ি কর বাবা!

[তিন জন অতিথিসহ বরবেশে পঞ্চাননের প্রবেশ।]

জয়-গোবিন্দ, জয়-গোবিন্দ।

রাম। আসুন— আসুন।

কল্প। স্বাগতম, স্বাগতম—

[প্রবেশ করে মণি ও ফণি।]

মণি ও ফণি। আসুন, আসুন।

কল্প। সময় কিন্তু সংকটাপন্ন। [নেপথ্যে উলুধ্বনি]

জয়-গোবিন্দ, জয়-গোবিন্দ। [বর-যাত্রীসহ মণি ও ফণির প্রস্থান]

নেপথ্যে মুখা। হরি, – হরিলাল! পুরুতমশাইকে ও ঘর থেকে ডেকে নিয়ে আয়।

রাম। আমরা আস্‌ছি কর্ত্তাবাবু। [তৃপ্তির হাসি হেসে বিড়ি ধরায়] তাহোলে ঠাকুরমশাই, এবারে চলুন।

কল্প। জয়-গোবিন্দ, জয়-গোবিন্দ। [রামসহ প্রস্থান]

[ক্রন্দনরত হরিলালের প্রবেশ। একটু পরে বিয়ের সাজে সজ্জিত মঞ্জুসহ কয়েকজন মেয়ে একদিক থেকে প্রবেশ কোরে অন্য দিকে প্রস্থান করে]

হরি। ঠাকুর, এমন সোনার পিরতিমের সংগে এই বুড়োর বিয়ে হোচ্ছে। আর তুমি বোসে বোসে দেইখছো!

✱ নেপথ্যে বিয়ের কাজ। ✱

কল্প। জয়-গোবিন্দ। এবারে আপনারা যথারীতি ঘটকের নিকট হইতে বিবাহের অনুমতি গ্রহণ করুন।

মণি। তা' হোলে ঘটক মশাই, এবারে বিবাহের অনুমতি প্রদান করুন।

রাম। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন যে সব প্রস্তুত। আর বুঝ্‌তেই তো পাচ্ছেন যে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিচ্ছি।

কল্প। বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। এবারে কর্তাবাবু বলুন—

[সংগে সংগে মুখার্জী বলেন]

ওঁ বিষ্ণুরোম তৎসদস্ত বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে দশম্যান-তিথৌ ভরদ্বাজ গোত্রস্য ভরদ্বাজ—আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য প্রবরস্য গুরুদয়াল দেবশর্মনঃ প্রপৌত্রং, শ্যামদয়াল দেবশর্মনঃ পৌত্রং, রামদয়াল দেবশর্মণঃ পুত্রং ভরদ্বাজ গোত্র, ভরদ্বাজ—আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরং শুভবরং পঞ্চানন দেবশর্মনাং সাণ্ডিল্য গোত্রস্য সাণ্ডিল্য-অসিতঃ-দেবলঃ প্রবরস্য মাধবনারায়ণ দেবশর্মাস্য প্রপৌত্রাং, উমাশংকর দেবশর্মস্য পৌত্রীং, শ্রীযুত রাজনারায়ণ দেবশর্মস্য পুত্রাং সাণ্ডিল্য গোত্রাং সাণ্ডিল্য-অসিতঃ-দেবলঃ প্রবরাং মঞ্জুলীকা দেবীং কন্যাং শুভ বিবাহেন দাতুমেভিঃ বরস্থেন ভবন্তমহং বৃণে।
হাঁ, এবারে পঞ্চান বাবু বলুন—ওঁ বৃতোহস্মি।

পঞ্চানন। ওঁ বৃতোহস্মি।

কল্প। জয়-গোবিন্দ। কর্তাবাবু বলুন — ওঁ যথা বিহিত বিবাহ কর্ম কুরু।

মুখা। ওঁ যথাবিহিত বিবাহ কর্ম্ম কুরু।

কল্‌প। পঞ্চানন বাবু বলুন—ওঁ যথা জ্ঞানং করোবাণি।

পঞ্চানন। ওঁ যথা জ্ঞানং করোবাণি। [নেপথ্যে উলুধ্বনি]

কল্‌প। জয়-গোবিন্দ। এবারে আপনারা বরকে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া দেশীয় আচার অনুষ্ঠান, সমাপ্ত করুন।

হরি। ঠাকুর, তুমি কি আছো?

[ধীর পদে প্রবেশ করে পুলিন]

পুলিন। হরিদা!

হরি। কে-দাদাবাবু? এয়েছেন? একটু আগে এলেন না কেন? এদিকে বিয়ের কাজ শেষ।

পুলিন। আমি যে মঞ্জুকে আশীর্ব্বাদ কোরতে এসেছি। [নেপথ্যে শাঁখ বাজে] আশীর্ব্বাদের সময় তো আছে।

[হঠাৎ পঞ্চাননের প্রবল কাশির শব্দ শোনা যায়]

নেপথ্যে রাম। একি হোল!

নেপথ্যে কল্‌প। এ যে রক্ত পড়িতেছে। জয় গোবিন্দ। কিন্তু সম্প্রদান তো এখনও বাকী।

নেপথ্যে মুখার্জী। বেয়াই মশাই, এসব কি? রক্ত কেন?

নেপথ্যে কাকা। তাইতো! একজন ডাক্তার ডাকুন বেয়াই মশাই।

নেপথ্যে মুখা। ডাক্তার? তাইতো··· হরি! হরি!

[ডাকতে ডাকতে প্রবেশ]

মুখা। এই যে বাবা, পুলিন। তুমি এসেছো? তুমি মহান, তুমি দেবতার উপযুক্ত ছেলে। [ক্রন্দন প্রায়] আমায় ক্ষমা করো বাবা। চলো, ভেতরে চলো। পঞ্চানন বাবাজী হঠাৎ অসুস্থ হোয়ে পড়েছে। [নেপথ্যে পঞ্চাননের প্রবল কাশি]

পুলিন। চলুন। [সকলের প্রস্থান]

পর্দা নেমে আসে।

দ্বিতীয় অংক : দ্বিতীয় দৃশ্য

[পাটনা কলেজের ব্যাচেলর্স কোয়ার্টার্স। প্রফেসর রমা প্রসাদ চৌধুরীর বিদায় সভা। অতি অনাড়ম্বর। পর্দা উঠতেই দেখা গেল অংশুমান ও রমা প্রসাদ কথাবার্তা বোলছে।]

অংশু। রমাদা, তুমি এভাবে চলে যাবে তা' আমি কিছুতেই সহ্য কোরতে পারছি না। কাজটা ঠিক হোচ্ছে কি?

রমা। তোমার যত দুঃখ হোচ্ছে, আমার কিন্তু তত হোচ্ছেনা।

অংশু। কাল বিকেলে অধ্যক্ষ বাবু বোললেন যে ঐ ছেলে-গুলোকে ডেকে একটা মিমাংসা কোরে নিতে।

রমা। অসম্ভব।

অংশু। তোমার মত একজন সত্যের সাধক এখানে খুবই প্রয়োজন রমাদা।

রমা। অংশুমান, তোমাদের কথা যদি সত্য হয় অর্থাৎ আমি যদি সত্যের সাধক হোয়ে থাকি, তবে এমন কাজ করা কি উচিত হবে, যাতে সত্যের অমর্য্যাদা হয়?

অংশু। তোমার সংগে যুক্তি দিয়ে জিততে পারবনা রমাদা। আমি তোমার আর্থিক সমস্যার কথা বিবেচনা কোরেই এ কথাগুলো বোলছি।

রমা। আর্থিক অবস্থার সংগে আর নীতির সংঘে কি কোনদিন আপোষ হোতে পারে অংশুমান? জানি, নীতি পুস্তকের কথাগুলোর বিনিময় দোকানদার চাউল দেবেনা। বাড়ীতে বুড়ো বাবা-মার কষ্ট হবে; ছেলেপুলে ও তোমার বৌদির কষ্ট হবে। তাবোলে আমি আমার নীতি থেকে বিচ্যুত হোতে পারবো না। আমি মানুষ। মানুষ হিসেবে সমাজের কাছে আমার বক্তব্য তুলে ধরব। কোন চাপে পড়ে সত্যকে মিথ্যা বোলতে পারবো না, ভাই।

অংশু। কি কোরে এরপর সংসার চোলবে?

রমা। চিন্তা করিনি। সংসার চলুক আর নাই চলুক, কারুর চাকুরি আমি কোরব না ভাই। যে কাজে স্বাধীন চিন্তার সুযোগ নেই, যে কাজে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভাবনা নেই, সে কাজ আমি কোরব না।

অংশু। জানি, তুমি একজন ফ্রি থিংকার। তুমি তো জানো যে রুশোর বাবা রুশোকে একজন ফ্রি থিংকার হিসেবে মানুষ কোরতে চেয়েছিলেন এবং সংগে সংগে ব্যাংকে মোটা অংকের টাকাও রেখে গেছেন। অঢেল টাকার মালিক না হোলে কি 'ফ্রি থিংকার'

হওয়া যায়, রমাদা ?

রমা। কিন্তু আমি বলি, টাকা থাকলেই ফ্রি থিংকার হওয়া যায় না। ডোণ্ট মাইণ্ড ব্রাদার, তোমার বাবার তো অঢেল টাকা আছে, কিন্তু তুমি তো ফ্রি থিংকিং-এর কথা আদৌ ভাবছো না। সে যাক্, তোমার বাড়ীর কোন খবর পেয়েছ ?

অংশু। পেয়েছি। ভ্যারি স্যাড নিউজ। মাস দুয়েক আগে মঞ্জুর বিয়ে হোয়ে গেছে। ছেলের বয়স নাকি বেশী। মঞ্জু খুবই দুঃখ কোরে চিঠি দিয়েছে।

নেপথ্যে পিওন। ভেতরে আসতে পারি ?

অংশু। ইয়েস কাম ইন্।

[প্রবেশ করে পিওন]

পিওন। অংশুমান মুখর্জীর টেলিগ্রাম।

অংশু। আমিই অংশুমান। আমার কাছে দাও। [সই কোরে টেলিগ্রাম রাখে এবং খুলে পড়ে] ভ্যারি স্যাড্, রমাদা।

[পিওনের প্রস্থান]

রমা। কি হোল? দেখি— দেখি। [টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে] পঞ্চানন বাবু তাহোলে কোলকাতায় ডঃ শর্মা'র প্রাইভেট নার্সিং-হোমে আছেন? শোনো অংশু, প্রস্তুত হও। তোমাকে আজই কোলকাতা যেতে হবে।

অংশু। হ্যাঁ, যেতেই হবে। তুমিও না হয় আমার সংগে চলো রমাদা। আজকে ফাংশন-এর পর পরই আমরা রওয়ানা হই।

নেপথ্যে ছাত্রবৃন্দ। মে উই কাম ইন, স্যার ?

অংশু। ইয়েস, কাম ইন।

[প্রবেশ করে ছাত্রবৃন্দ ওদের হাতে ফুলের মালা ও একখানি মানপত্র]

রমা। বোসো তোমরা। [ওরা বসে]

অংশু। প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, হঠাৎ আমরা একটা টেলিগ্রাম পেলাম, যার জন্য একটু পরেই আমাদের কোলকাতা যেতে হোচ্ছে। তাই আজকেরকাজ তাড়াতাড়ি আরম্ভ কর।

১ম ছাত্র। ভাইসব, আপনারা জানেন, কেন আজ আমরা সমবেত হোয়েছি। আমাদের অনুষ্ঠানের সর্ব প্রথমে বিদায়ী শিক্ষা-গুরুকে মাল্য দান কোরবে মাষ্টার পিণ্টু। [একটি ছেলে মালা দান করে] এরপর অভিনন্দন পত্র পাঠ কোরছে শ্রামশ্রী পার্থ সারথি।

পার্থ। পাটনা কলেজের কৃতি অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সংবাদিক ও নাট্যকার শ্রী রমা প্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের বিদায় উপলক্ষে—

' দু'টি কথা '

হে বিদায়ী শিক্ষা গুরু!

তুমি আজ বিদায় নিচ্ছ। কিন্তু তোমার এ বিদায়ের কথা আমরা চিন্তা করিনি কখনও। অকস্মাৎ নভোমন্ডল থেকে একটি উজ্জল জোতিষ্ক যেনো খসে পড়ল। আর আমরা হারালাম তোমার বিরাট পাণ্ডিত্যের নিরহংকার সাহচর্য, অগাধ প্রতিভা ও জ্ঞানের উদার স্পর্শ, আর ঋষি সুলভ এক ব্যক্তিত্ব।

হে সত্যের সাধক!

তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয়— তুমি সত্যের সাধক। এ সাধনায় তুমি কখনো নীতিভ্রষ্ট হওনি, সুচিতার নামে পরিহার

করোনি সংগ্রামকে! দুঃখের তিমির পথে তোমার যাত্রা, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তোমার সংগ্রাম; অধঃ-পতিত সমাজ ও যুগমনে শিক্ষা ও জ্ঞানের নতুন প্রাণ-শিখা প্রজ্জ্বলনে তুমি অবিচল। দুর্দিনের অশনিপাতে তুমি ভীত নও; তাই তোমার শুচিশুভ্র সাধনার তীর্থে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

হে মহাভাগ!

সত্য ও সুন্দরের আরাধনায় তোমাকে তুমি উৎসর্গ কোরেছ। বিদায় বেলায় আশীর্ব্বাদ কর যেনো আমরা তোমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কোরে তোমার ত্যাগের মর্য্যাদা দিতে পারি।

ইতি

তোমারই গুণমুগ্ধ ছাত্রবৃন্দ।

১ম ছাত্র। এরপর বক্তৃতা কোরবেন দর্শনের অধ্যাপক শ্রী অংশুমান মুখার্জী।

অংশু। বিদায়ী বন্ধুবর ও প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, পাটনা কলেজের একজন যশস্বী অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার এবং সর্ব্বোপরি একজন একনিষ্ঠ সত্যের সাধককে এভাবে অনাড়ম্বর পরিবেশে বিদায় জানাতে হবে, তা কোনদিন কল্পনা করিনি। শ্রী চৌধুরী ছিলেন আমাদের সকলের বমাদা। কার্ল-মার্কস-এর উপর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখে সমস্ত কোলকাতায় সাড়া জাগিয়েছেন। বর্ত্তমানে তিনি আমার রিচার্স পার্টনার। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হোল-তিনি একজন সত্যের সাধক। অন্যায়ের সংগে কোনদিন আপোষ করেননি। যেখানে যখনই তিনি অন্যায় অবিচার দেখেছেন, সেখানেই তিনি প্রতিবাদ কোরেছেন; নীরব থেকে সমাজের তথাকথিত

প্রিয়পাত্র হোতে যাননি। কিন্তু যাঁরা মানুষ, যাঁদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেছে, তাঁদের কাছে রমাদা চিরস্মরণীয় হোয়ে থাকবেন। আমাদের সময় কম, তাই বেশি বোলবনা। এটুকু বোলে শেষ কোরবো যে, রমাদা যে ধরণের ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সে ধরণের ব্যক্তিত্বের বড় প্রয়োজন আমাদের দেশে। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ।

[সকলে হাততালি দেয়]

১ম ছাত্র। এরপর বক্তৃতা কোরবেন বিদায়ী শিক্ষাগুরু।

রমা। অনুজ-প্রতিম অধ্যাপক শ্রী মুখার্জী ও আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্রবৃন্দ! তোমাদের কলেজ থেকে আমার বিদায় একেবারেই আকস্মিক। আমি জানতাম না কিংবা কখনও চিন্তা করিনি যে এভাবে আমাকে চলে যেতে হবে। যে মুহূর্তে চলে যাচ্ছি, সে মুহূর্তে তোমরা কয়েকজন ছাত্র এসে যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন কোরবে তাও আমার জানা ছিলনা। বিদায় বেলায় আমি তোমাদের কি বোলবো? তোমাদের উপদেশ দেবার অধিকার আমার নেই। কারণ, স্বয়ং কবিগুরু বোলেছেন যে বৃদ্ধ সেজে আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইনা। তোমরা তো জানো ক্লাশে পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে আমার বক্তব্য আমি বোলে গেছি। তোমাদের ভবিষ্যত জীবনে বাস্তব ক্ষেত্রে যদি কোনদিন আমার বক্তব্য কোন কাজে আসে, সেদিন হবে আমার শিক্ষকতার সার্থকতা। তোমাদের দেয়া মানপত্রে এবং প্রফেসর মুখার্জীর বক্তৃতায় আমার সম্পর্কে যে সব বিশেষণ প্রয়োগ করা হোয়েছে, তা অতিরঞ্জিত। তোমরা তো জানো, অতিরঞ্জিত কোন জিনিস আমি পছন্দ করিনা। কারণ, আমার জীবনের উপর আমি একটা Experiment করছি, সেটা হোল কল্পনার জগত ছেড়ে দিয়ে বাস্তব জীবনে 'সত্য-কথা' বলা।

'সদা সত্য কথা বলিবে'—এ হোল সকল ধর্মের মূল কথা। তাই আমার গর্ব যে আমার জীবনে আমি মিথ্যা কথা বলিনি। শত চাপের মুখেও সত্য কথা বলার চেষ্টা কোরেছি। ফলে, আমাকে যে কত কষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য কোরতে হোচ্ছে, তার হিসেব দেয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, মহামতি রুশোর মত আমিও চেয়েছিলাম যে আমি একজন কি_ থিংকার হব। কিন্তু প্রতি পদে পদে প্রেসার আর প্রেসার। তেমন একটা প্রেসার-এর পরিণতি আজ এভাবে আমার বিদায়! আমি সেদিনও ক্লাশে বোলেছি আর আজও বোলছি—একটা ইজ্‌ম-এর মুখোশ পড়ে তোমরা গুণ্ডামি কোরনা। তৃতীয়তঃ, তোমরা এমন কাজ কোরবেনা যাতে ব্যক্তিত্বের অবক্ষয় ঘটে। অপরের চাকুরী কোরলে, বিশেষতঃ সরকারী চাকুরী কোরলে মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তি থাকেনা; ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেনা। যদি পার পৃথিবীর উপকারের জন্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে। পৃথিবীর বয়স যত বাড়বে, পৃথিবীর লোক তত বেশি সমস্যায় জর্জরিত হবে। এসবের মধ্যে ৫টি সমস্যাই প্রধান। এগুলো হোল —অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। যদি পারো তবে এর যে কোন একটি বা একাধিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। আমার মতে এর চেয়ে পুণ্যের কাজ আর কিছু হোতে পারেনা। আজ আর বোলব না। তোমরা সুখে থাকো, জীবনে উন্নতি কর—এ কামনা কোরে বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ। [সকলে হাততালি দেয়]

১ম ছাত্র। এরপর সমাপনী সংগীত পরিবেশন কোরবে শ্রী অর্দ্ধেন্দু সরকার।

[সঙ্গীত]

বিদায় বেলা বিদায় দিতে কাঁদিয়া উঠে প্রাণখানি
অশ্রুসিক্ত মৌনকণ্ঠ ..... সরেনা মোদের মুখের বাণী॥
তুমি চলে যাবে, তবু নিতি নিতি,
মরমে রবে, তোমারি স্মৃতি
গন্ধে ব্যাকুল মিলন আকুল জীবনে দেবে জীবন আনি।
রবি ডুবে যায় বড় বেদনায়
ডোবে ডোবে তবু ডুবিতে না চায়
কি যে হারায়, ফিরে ফিরে চায়, আঁধার নামে আঁধার হানি।
কাঁদে বনভূমি বনে বনে হায়
মরম কাঁদে বিরহ ব্যথায়
যাবার বেলায় নিয়ে যাও প্রিয় চোখের জলের মালাখানি।
[সংকলিত]

[পর্দা নেমে আসে

———

২য় অংক : ৩য় দৃশ্য

[ডাঃ শর্মার প্রাইভেট নার্সিং হোম। ডাক্তারের কক্ষ। পর্দার ফাঁক দিয়ে অন্য কক্ষে একজন রুগীকে দেখা যাচ্ছে। সেবা করছে নার্স। সামনের কক্ষে কর্তব্যরত ডাক্তার নাগ। পর্দা ওঠে। প্রবেশ করে পুলিন। হাতে জলন্ত সিগারেট। সে চিন্তিত]

পুলিন। ডঃ নাগ।

নাগ। হ্যালো ডঃ চ্যাটার্জী। হাউ ডু ইউ ডু?

পুলিন। আছি—এই পর্যন্ত।

নাগ। আরে বোস— বোস।

পুলিন। না ভাই, বোসবো না।

নাগ। সে কি? ছিট-ডাউন মাই ফ্রেণ্ড। [পুলিন বসে] তারপর সুদীর্ঘ ৩ মাস কোথায় কাটিয়ে এলে?

পুলিন। বাড়ীতে। [মুখের জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনে নতুন একটি সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটি নাগের দিকে এগিয়ে দেয়।]

নাগ। [সিগারেট ধরাতে ধরাতে] বাড়ীতেই এত লম্বা ছুটি? নতুন কিছু হোল কি?

পুলিন। কই, না তো।

নাগ। খুবই মেপে মেপে উত্তর দিচ্ছ, ডক্টর। হ্যাপেণ্ড এনিথিং সিরিয়াস?

পুলিন। না তেমন কিছু নয়।

নাগ। ডোণ্ট ফরগেট মাই ফ্রেণ্ড, দ্যাট আই অ্যাম অলসো

এ ডক্টর। হোয়াই ইউ আর সো ইনডিফারেন্ট?

পুলিন। ও কিছু না। শোনো নাগ, আমি একখুনি বাইরে . . ব। ২/৩ দিনের মধ্যে হয়ত নাও আসতে পারি।

নাগ। আবার বাইরে যাবে? কি ব্যাপার? কি হোয়েছে, তাই বলো।

পুলিন। ডঃ শর্মাকে আমি ফোনে জানিয়ে দেবো।

[প্রবেশ করে নার্স]

নার্স। টেম্পারেচার চার্ট। (প্রদান ও প্রস্থান)

নাগ। এই দেখো, ইনটারেসটিং খবরটাই তো বলা হয়নি। দিন পাঁচেক আগে একজন পেসেণ্ট এসেছেন। বয়স হয়ত ষাটের উপরেই হবে। অথচ শুনেছি, তাঁর স্ত্রীর বয়স ১৩ কিংবা ১৪ এর বেশী নয়। যাকে বলে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা!

[প্রবেশ করে ডঃ শর্মা। হাতে জ্বলন্ত পাইপ]

শর্মা। ডঃ নাগ।

নাগ ও পুলিন। গুড মর্নিং স্যার। [অপ্রস্তুত হোয়ে দাঁড়ায়]

শর্মা। এক্সকিউজ মী। হঠাৎ আমাকে আসতে হোল। আরে বোস, বোস। শোনো, আমি একটু ব্যস্ত আছি। ঐ নতুন পেসেণ্ট পঞ্চানন ব্যানার্জীর অবস্থা এখন কেমন?

নাগ। উন্নতির কোন লক্ষণ নেই।

শর্মা। আমিও খুব একটা আশাবাদী নই। তবুও চেষ্টা করা উচিত। তা' আমাকে একটা জরুরী প্রয়োজনে বাইরে যেতে হবে। বিকেলে আসবো। পুলিন, তুমি ডঃ নাগকে সাহায্য কর। আমি আসার আগেই এক্স-রে প্লেট ও ব্লাড কালচারে রিপোর্ট-টা তৈরী কোরে রাখবে, কেমন?

পুলিন। এক্সকিউজ মী স্যার, আই ফিল আন-ইজি।

শর্মা। আন-ইজি? বাট আই থিংক ইউ আর টু ইনডিফারেণ্ট। ঠিক আছে। এখন বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম কর। বিকেলে সবাই মিলে কাজ কোরবো। আচ্ছা আসি। গুড বাই।

নাগ। [অস্ফুট স্বরে] গুড বাই। [ডঃ শর্মার প্রস্থান]

পুলিন। গুড বাই ডঃ নাগ।

নাগ। গুড বাই। [পুলিনের প্রস্থান]

(প্রবেশ করে নার্স)

নাগ। ইয়েস প্লিজ।

নার্স। টেমপারেচার কেবলই বাড়ছে।

নাগ। এখন কত?

নার্স। ১০২।

নাগ। অল-রাইট, লেট মী থিংক।

(প্রবেশ করে মঞ্জু)

মঞ্জু। নমস্কার, ডঃ বাবু।

নাগ। নমস্কার। ··· আপনি—

নার্স। ইনিই এই পেসেণ্টের স্ত্রী।

নাগ। আই সী, বসুন মিসেস্ ব্যানার্জী।

[মঞ্জু বসে। নার্স চলে যায়]

হ্যাঁ বলুন, আমি আপনার জন্য কি কোরতে পারি?

মঞ্জু। বোলছিলাম, ডঃ পুলিন চ্যাটার্জী তো আপনাদের এখানকার হার্ট-স্পেশালিষ্ট?

নাগ। আজ্ঞে হ্যাঁ। নার্সিং হোমের মালিক ডঃ শর্মা এবং ডঃ চ্যাটার্জী এঁরা দুজনেই হার্ট-স্পেশালিষ্ট।

মঞ্জু। ডঃ চ্যাটার্জী এখন কোথায়?

নাগ। প্রায় ৩ মাস ছুটিতে থাকার পর কালকে কেবল কাজে জয়েন কোরেছেন। আজ নাকি তিনি অসুস্থ। তাই একটু আগে বাড়ী চোলে গেছেন। তিনি কি আপনার···

মঞ্জু। ভাবছিলাম— তিনি যদি আমাদের পেসেন্টকে দেখতেন। পেসেন্টের যা' অবস্থা, তা'তে ডঃ চ্যাটার্জীকে একবার দেখাতে পারলে—

নাগ। ডোণ্ট ওরি মিসেস্ ব্যানার্জী। ডঃ শর্মা তো আছেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাক্তে পারেন যে, আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি কোরবো না। যান্, আপনি একবার পেসেন্টের কাছে যান।

[মঞ্জু রুগীর ঘরে যায়। বেরিয়ে আসে নার্স]

নার্স। পেসেন্টের ডিলিরিয়াম শুরু হোয়েছে। মোনে হোচ্ছে আউট অব কন্ট্রোল।

[দ্রুত পদে বেরিয়ে আসে মঞ্জু]

মঞ্জু। ডাঃ বাবু, পেসেন্ট ভীষণভাবে ভুল বক্ছে।

নাগ। ধৈর্য ধরুন মিসেস্ ব্যানার্জী। [নার্সকে কাগজ লিখে দিয়ে] নাও, এই ঔষধগুলো খাইয়ে দাও। [প্রস্থান করে নার্স] আমি ডঃ শর্মাকে খবর দিচ্ছি। [রিসিভার তুলে নিয়ে] হ্যালো, পুট মী টু ডঃ শর্মা, প্লিজ। ··· স্যার, আপনি? আমি নাগ বোলছি। পেসেন্টের ডিলিরিয়াম শুরু হোয়েছে। কাইণ্ডলী একবার আসুন স্যার। আচ্ছা, রেখে দেই। নমস্কার।

(প্রবেশ করে পঞ্চাননের কাকা)

কাকা। নমস্কার, ডাঃ বাবু।

নাগ। নমস্কার। আপনি—

কাকা। আমি আপনাদের পেসেন্ট পঞ্চানন ব্যানার্জীর কাকা। রোগীর অবস্থা এখন কেমন, ডাঃ বাবু?

নাগ। বসুন। আমি আসছি। [রোগীর ঘরে যায়।]

কাকা। বৌমা, বেয়াই-মশাইকে খবর দিয়েছো?

মঞ্জু। হ্যাঁ, কালকেই টেলিগ্রাম কোরে দিয়েছি। আমি বোলছিলাম ওঁকে আরও একজন ডাক্তার দেখালে কেমন হয়?

কাকা। আমিও তাই ভাবছিলাম। দেখি ডাঃ বাবু কি বলেন? [প্রবেশ করে ডাঃ নাগ।] কেমন দেখলেন ডাঃ বাবু?

নাগ। নট আউট অব ডেনজার। [সিগারেট বের করে]

কাকা। ডঃ শর্মা···

নাগ। এক্ষুনি আসবেন। [সিগারেট ধরিয়ে] আচ্ছা, মিঃ—

কাকা। আজ্ঞে, শ্রী রাঘব ব্যানার্জী।

নাগ। ওয়েল, মিঃ ব্যানার্জী। আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস কোরবো। [কাকাকে সিগারেট এগিয়ে দেয়]

কাকা। কি কথা?

নাগ। ডাঃ হিসেবে এগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন।

কাকা। বলুন।

নাগ। আচ্ছা, পেসেন্টের বিয়ে হোয়েছে কত দিন আগে?

কাকা। আজ্ঞে, মাস দু'য়েক হোল।

নাগ। আই সী। আচ্ছা, রাঘব বাবু—

কাকা। আজ্ঞে, বলুন।

নাগ। পঞ্চানন বাবুর বর্তমান বয়স কত?

কাকা। বয়স— মানে, এই—

নাগ। কোন ইতস্ততঃ করার প্রয়োজন নেই। ঠিক মত বলুন।

কাকা। তা' ধরুন প্রায় যাট।

নাগ। ওঁর জ্বর এবং কাশি তো আগেও ছিলো?

কাকা। ঠিক তা' নয়। মানে—

নাগ। কোন কথা লুকোবেন না ব্যানার্জী বাবু। ডাক্তারের কাছে সত্য গোপন করলে লোকসান বই লাভ হয় না। বলুন, পঞ্চানন বাবুর জ্বর এবং কাশি ছিল কিনা।

কাকা। আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু কিছু ছিল।

নাগ। আচ্ছা, মাঝে মাঝে প্রবল কাশি এবং তার সংগে রক্ত বমি হোত?

কাকা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নাগ। [কিছুটা উত্তেজিত ভাবে] আচ্ছা ব্যানার্জী বাবু, আপনি নিজেই স্বীকার কোরছেন যে পঞ্চানন বাবুর বয়স যাট, মাঝে মাঝে প্রবল কাশি এবং রক্ত বমি হোত। এমতাবস্থায় তাঁর সংগে এই কচি মেয়েটিকে কেমন কোরে বিয়ে দিতে পারলেন?

কাকা। দেখুন ডাঃ বাবু, এসব কথা—

নেপথ্যে ডঃ শর্মা। ডঃ নাগ। [প্রবেশ] কি ব্যাপার ডঃ নাগ?

নাগ। আজ্ঞে, পেসেন্টের ডিলিরিয়াম শুরু হোয়েছে। এবং তার সংগে প্রবল কাশি।

শর্মা। তা' এঁরা—

নাগ। [মঞ্জুকে দেখিয়ে] সী ইজ মিসেস্ ব্যানার্জী, আই মীন ওয়াইফ অব দি পেসেন্ট। এবং [কাকাকে দেখিয়ে] ইনি হোলেন পেসেন্টের কাকা।

কাকা। নমস্কার ডাক্তার বাবু। [নমস্কার জানায়]

শর্মা। নমস্কার। আপনারা বসুন, আমরা আসছি। এসো ডক্টর।
[নাগ ও শর্মার প্রস্থান]

[প্রবেশ করে অংশুমান ও রমাপ্রসাদ]

মঞ্জু। দাদা! [পদধূলি নেয়]

অংশু। তোর টেলিগ্রাম পেয়েই ছুটে এসেছি। ওঁর অবস্থা এখন কেমন?

মঞ্জু। মোটেই ভাল নয়। হয়তো— [ক্রন্দন প্রায়]

কাকা। ডাঃ বাবু অবশ্য সাধ্যমত চেষ্টা কোরছেন।

অংশু। ডঃ শর্মা কোথায়?

কাকা। এইমাত্র ভেতরে গেলেন।

অংশু। (মঞ্জুকে) আচ্ছা, আমাদের পুলিন তো এখানেই থাকে। তাই না?

মঞ্জু। পুলিনদা একটু আগে বাড়ী চোলে গেছেন।

অংশু। পুলিন কি ওঁকে দেখেছে?

মঞ্জু। ঠিক বোলতে পারছি না।

অংশু। বাবাকে খবর দিয়েছিস?

মঞ্জু। হ্যাঁ।

অংশু। রমাদা! বলতো এখন কি কোরতে পারি?

রমা। এমত অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

(বেরিয়ে আসেন ডঃ শর্মা)

অংশু। কেমন দেখলেন, কাকাবাবু? [অংশু ও মঞ্জু প্রণাম করে]

শর্মা। [অংশুকে] আমি তো আপনাকে— আই মীন তোমাকে চিনতে পারছি না।

অংশু। আমার নাম অংশুমান। বাবার নাম শ্রী রাজ নারায়ণ

মুখার্জী। আমাকে চিনতে পারছেন না কাকাবাবু?

শর্মা। মানে—তুমি রাজুদা'র ছেলে? বোস, বোস।

অংশু। রোগী এখন কেমন?

শর্মা। হতাশার তেমন কিছু নেই।

(নার্সের প্রবেশ)

অংশু। আমি বোলছিলাম—

শর্মা। এ বীট, প্লিজ। [কাগজ লিখে নার্স'কে দিয়ে] ইনজেকশনটা এক্ষুনি দিয়ে দাও। [নার্সে'র প্রস্থান] শোনো অংশুমান, এরকম অবস্থা থেকেও অনেক পেসেণ্ট অনেক সময় ভালো হোয়েছেন এমন রেকর্ড' আছে। তা' রোগী কি তোমার কোন আত্মীয়?

অংশু। কি বোলবো কাকা বাবু, এই অভাগিনী আমার বোন।

শর্মা। তো—মা—র বো—ন? [কাকাকে] আপনি—

কাকা। আজ্ঞে, আমি আপনাদের পেসেন্টের কাকা।

শর্মা। আচ্ছা, আপনার নাম?

কাকা। শ্রীরাঘব ব্যানার্জী।

শর্মা। আপনার বয়স কত মিঃ ব্যানার্জী?

কাকা। [অপ্রস্তুত ভাবে] এই ৬৫ চোলছে। রোগী এখন কেমন ডাঃ বাবু?

শর্মা। রোগীর চিকিৎসা ঠিক মত চোলছে। কিন্তু বোলতে পারেন মিঃ ব্যানার্জী যে একটা কচি মেয়েকে ঐ বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে দেয়ার সখ কেন হোল আপনাদের?

মঞ্জু। কাকাবাবু আমি বোলছিলাম ডঃ পুলিন চ্যাটার্জীকে একবার খবর দেওয়া যায় কিনা।

শর্মা। পুলিন চ্যাটার্জী? তিনি কি তোমাদের পরিচিত?

অংশু। একই গ্রামে আমাদের বাড়ী। ছোট বেলা থেকেই আমরা একে অপরের পরিচিত।

শর্মা। আজকে ওঁর শরীর নাকি ভাল নেই। তাই একটু আগে বাড়ী চোলে গেছেন। তা ছাড়া মাস দুই পর্যন্ত ডঃ চ্যাটার্জী বড়ই ইনডিফ্যারেন্ট। কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে।

অংশু। সে অনেক কথা কাকা বাবু। একবার ওঁকে খবর দিন।

শর্মা। আচ্ছা আমি ওঁকে খবর দিচ্ছি। [ফোনে হাত দেন]

অংশু। আমরা একটু পেসেন্টের ঘরে যেতে চাই।

শর্মা। পেসেন্টের ঘরে যাবে? ... তা' যাও। তবে কোন কথা বোলবে না। [কাকা, অংশুমান, রমা প্রসাদ ও মঞ্জু ভেতরে যায়। শর্মা ফোন ডায়েল করেন।]

হ্যালো! 196017? ডঃ পুলিন চ্যাটার্জী আছেন? কাইণ্ডলি ওঁকে দিন। ...... কে? পুলিন? ...... হ্যাঁ, হ্যাঁ — ডঃ শর্মা স্পিকিং। শোন পুলিন, এতদিন পরে ব্যাপারটা আমার কাছে অনেকটা পরিষ্কার হোল। কিন্তু করার তো কিছু নেই, মাই বয়। রোগীর অবস্থা? হোপলেস্ ধরে নিতে পার। অথচ মা-মঞ্জুলিকার ইচ্ছা তুমি পেসেন্টকে একবার দেখ। ...... ওয়াট, কি বোললে? তুমি পারবে না? যে রোগী মরে যাবে তাঁকেও ঠিকমত চিকিৎসা করাই হোল মেডিক্যাল ইথিক্স্। আমি ওদেরকে কথা দিয়েছি যে তুমি আসবে। রিমেম্বার মাই বয় দ্যাট ইউ আর এ ডক্টর। তুমি তোমার বাবার প্রসংগ টেনে অনেকদিন আমাকে বোলেছ যে বিপদ যতই আসুক, একজন আদর্শ ডাক্তার হিসেবে তুমি মেডিক্যাল

ইথিকস্ মেনে চোলবে। তাইতো তোমাকে এত ভালবাসি। ... ওয়াট্? একস্কিউজ? (কর্কশ কণ্ঠে) নো—নো—নো। আই ছে নো। কি বোললে—পেসেন্ট মরে গেলে তোমার দুর্নাম হবে? পুলিন, পেসেন্ট মারা গেলেই ডাক্তারের অমর্যাদা হয় না। মৃত্যু-পথ যাত্রীকে যদি একটু সুখে মরতে দেয়া যায়; তবে সেটা কি দোষের? না—না, তোমার কোন আপত্তি আমি শুনছিনা। ইউ মাস্ট কাম অ্যাটওয়ান্চ। [ফোন রেখে কলিং বেল বাজান]
(প্রবেশ করে নার্স) ডঃ নাগ। [নার্স ভেতরে যায়।]

(মুখার্জী ও হরিলালের প্রবেশ)

মুখা। কেমন আছ ডঃ?

শর্মা। মুখার্জী! প্লিজ বী সিটেড্। [মুখার্জী বসেন]

মুখা। মা-মঞ্জুর টেলিগ্রাম পেয়েই চোলে এসেছি। শঙ্কানন বাবাজীর অবস্থা এখন কেমন? (প্রবেশ করে ডঃ নাগ।)

শর্মা। [নাগকে] প্রেজেন্ট কন্ডিশন?

নাগ। নট সেটিস্ফেক্টরী।

শর্মা। [কাগজ লিখে দেন] নাও, ট্রাই কোরে দেখ। [নাগের প্রস্থান। মুখার্জীকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে] আই হ্যাভ লষ্ট মাই ওয়ার্ডস্; আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি, মুখার্জী। তোমাকে যে কি বোলবো, তা' ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে। বাট উই আর ট্রাইং আওয়ার বেষ্ট।

মুখা। একেবারেই কি আউট-অব-কন্ট্রোল?

শর্মা। আমি তোমাকে ...। থাক্, ও ঘরে গিয়ে পেসেন্ট-কে দেখে এসো। [মুখার্জী উঠে দাঁড়ান] কোন কথা বোলনা যেনো।

[মুখার্জী ও হরিলাল ভেতরে যায়।]

নেপথ্যে পঞ্চাননের প্রবল কাশি।

[প্রবেশ করে নার্স, অংশুমান ও রমা প্রসাদ]

নার্স। রোগীর প্রবল কাশি আরম্ভ হোয়েছে।

শর্মা। এরপর সাডেন্‌লী টেমপারেচার ফল কোরবে। অক্সিজেন, লিকুইড-কোরামিন এবং স্যালাইন রেডী রাখো। আমি আসছি। [নার্সের প্রস্থান। প্রবেশ করে মুখার্জী ও কাকা]

মুখা। ডক্‌টর!

শর্মা। হ্যাভ্‌ পেসেন্‌স্‌ মাই ফ্রেণ্ড।

মুখা। পুলিন কোথায়? আই মীন ডঃ পুলিন চ্যাটার্জী।

শর্মা। হি ইজ কামিং— (প্রবেশ করে হরিলাল)

হরি। ডাঃ বাবু, পুলিন দাদাবাবু কোথায়?

(প্রবেশ করে ডঃ নাগ।)

নাগ। টেমপারেচার এ্যাবনরমালী ফল কোরেছে।

শর্মা। কি দিচ্ছো?

নাগ। স্যালাইন।

শর্মা। তুমি যাও, আমি আস্‌ছি। [নাগের প্রস্থান] শর্মা ফোন ডায়েল করেন।] হ্যালো! 196017? ডঃ চ্যাটার্জী আছেন? ... ... এ্যাঁ, একটু আগে বাইরে গেছেন? আচ্ছা, রেখে দিন। ... ... নমস্কার। [ফোন রেখে পায়চারী করেন]

(প্রবেশ করে নার্স ও মঞ্জু)

নার্স। স্যার, পেসেণ্ট তো ... ...

মঞ্জু। কাকাবাবু! ... ... (প্রবেশ করে পুলিন)

পুলিন। স্যার।

শর্মা। স্যরি, মাই বয়। ইউ আর লেট্। চলো ভেতরে। [অন্যান্যদেরকে] ইউ অল প্লিজ ওয়েট হিয়ার।

[শর্মা, পুলিন ও নার্স ভেতরে যায়]

মঞ্জু। [একটু পরে] বাবা, বিয়ের পর আমার মাথায় হাত রেখে তুমি আশীর্ব্বাদ কোরেছিলে— আমি যেন সতী সীমন্তিনী হই; আমি যেন সাবিত্রীর মত সতী হই। কিন্তু যম কি সে কথা শুনবে? [কান্নায় ভেংগে পরে]

হরি। বাবু!

অংশু। তুমি কি কোরেছো, বাবা? একটি নিষ্পাপ শিশুকে এভাবে—

কাকা। আপনারা মুখার্জীবাবুকে বৃথাই দোষ দিচ্ছেন। কর্ম্ম-ফল তো সবাইকে ভোগ কোরতে হবে। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।

(প্রবেশ করেন ডঃ শর্মা ও পুলিন।)

হরি। ডাক্তার বাবু!

মঞ্জু। কাকাবাবু-!

মুখা। ডক্টর!!

কাকা। কি হোল ডাঃ বাবু?

শর্মা। একটি নিষ্পাপ বালিকা বিধবা হোল।

হরি। ভগবান, ভগবান! এ-কি কৈরলে? [হাউ-মাউ কোরে কাঁদে] আমার দিদিমণিকে——।

মঞ্জু। কাকাবাবু, পুলিনদা! আজ আমি বিধবা?

পুলিন। এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন কৌলিন্যের গর্বে গর্বিত তোমার বাবা; কুলীন চূড়ামণি তোমার কাকাশ্বশুর, আর সনাতন হিন্দু সমাজ।

(পর্দা নামে)

নেপথ্যে সংগীত: আমি জেনে শুনে বিষ কোরেছি পান।

তৃতীয় অংক : প্রথম দৃশ্য

মিঃ মুখার্জীর শয়ন কক্ষ। সময় : রাত্রি

[ঘরে কয়েকটি সোফা ও চৌকি। একটা নীচু টেবিল। পর্দা উঠতেই দেখা গেল হরিলাল কারও জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। নেপথ্যে বেতারে খেয়াল শোনা যাচ্ছে। প্রবেশ করে মিঃ মুখার্জী। হরিলাল গিয়ে হাতের ছড়ি রেখে দেয়। 'চটি' পালটে দেয়। মিঃ মুখার্জীকে দেখে মোনে হোচ্ছে যে, তিনি বাইরে থেকে মদ খেয়ে এসেছেন। কিন্তু কথা-বার্তা খুবই পরিপাটি। মুখার্জী সোফায় বসেন। শ্যামলাল তামুক নিয়ে আসে। হরিলাল গড়গড়া এগিয়ে দেয়।]

মুখা। (গড়গড়ায় টান দিতে দিতে) চিন্তাহরণ কোথায় রে হরিলাল ?

হরি। আজ্ঞে, নায়েব বাবু নীচের ঘরে বইসে আছেন।

মুখা। শ্যামা চিন্তাহরণকে এখানে আসতে বল্। (শ্যামলালের প্রস্থান) তোর মা-ঠাকরুন আজ কেমন ?

হরি। ভালো নেই বাবু।

মুখা। মঞ্জু কোথায় ?

হরি। তাঁর শোয়ার ঘরে। (সেলফ্ থেকে ইংরেজী উপন্যাস এনে দেয়।)

মুখা। তোরা তা'হোলে কাল কোলকাতা যাচ্ছিস্ তো ?

[হরিলাল নীরব] বোলছি, তোর মা-ঠাকরুণকে নিয়ে কাল কোলকাতা যাচ্ছিস তো ?

হরি। আজ্ঞে, না।

মুখা। কেন ?

হরি। মা-ঠাকরুণ যেতে চাইছেন না।

মুখা। যেতে চান না ! কেন ?

হরি। তিনি বৈললেন যে, তিনি আর ঔষধ খাবেন না।

(ফাইল হাতে নায়েব ও কল্কিসহ শ্যামলালের প্রবেশ)

নায়েব। [নমস্কার জানিয়ে] নমস্কার বাবু।

মুখা। বোস। [নায়েব বসে। হরিলাল ক কল্কি দেয়। শ্যামলাল পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকে।]

জানো চিন্তাহরণ, পঞ্চানন বাবাজীর মৃত্যুর পর আমি যেন কেমন হোয়ে গেছি।

নায়েব। খুবই স্বাভাবিক। ঘরে যুবতী বিধবা নিয়ে কারও সুখ থাকতে পারে না। কিন্তু করার তো কিছু নেই।

হরি। কিছুই কি করার নেই ? তিন-তিনটি বছর দিদিমণি সাদা থান কাপড় পইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি যে তার দিকে চাইতে পারিনা বাবু।

মুখা। শুধু তুমি কেন, ষোড়শী বিধবা মেয়ের দিকে কোন বাবাই তাকাতে পারেনা। কিন্তু তা'বোলে কি কোরতে পারি আমরা ?

নায়েব। ভগবানকে ডাকা আর নীরবে সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

মুখা। আত্মীয়-স্বজন সবাই যেনো আমাকে [illegible] আজ ৩ বৎসর পর্যন্ত নিজের ছেলে-মেয়েরাও আমার কাছে চিঠি

লিখ্ছেনা। [গড়গড়ায় টান দিয়ে] যে যা' বলার বলুক, যা' করার করুক, তবু অধর্ম আমি কোরতে পারবো না।

হরি। কি জানি ছাই, ধম্মের কথা তো বুঝিনা। কিন্তু মানুষের কথা কিছু কিছু বুঝি। যারা ঐ বড় বড় শাস্তর - টাস্তর পইড়েছে, তারা তা' বুঝবেনা।

মুখা। ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে স্নেহ, মায়া-মমতার কোন আপোষ হয় না হরিলাল! আমি নিজে কাশী গিয়ে অনেক পণ্ডিতের সংগে পরামর্শ কোরেছি। কিন্তু কোন সমাধান পাইনি। কারণ, হিন্দু ধর্ম বড় কঠিন ধর্ম।

নায়েব। তা'তো অবশ্যই।

মুখা। সমস্যা তুলে ধরা যত সহজ, তার সমাধান তত সহজ নয়। দুর্ঘটনার দিন ডঃ শর্মা এবং পুলিন— দু'জনেই আমাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। ওঁরা কিছুতেই বুঝতে চাননা যে, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।

হরি। ও সব বড় বড় কথা আমি বুঝিনা। আমি দিদিমণির দুঃখের কথা বলিছি।

মুখা। শাস্ত্র মতে মঞ্জু বিধবা। হিন্দুর বিধবা আজীবন বৈধব্য যন্ত্রনা ভোগ কোরবে এটাই নিয়ম।

নায়েব। অন্ততঃ হিন্দুশাস্ত্র তাই বলে।

হরি। আমি মুখ্যু মানুষ, নেকা-পড়া জানিনা। তবু জিজ্ঞেস কোরছি নায়েব বাবু, হিন্দু ধম্মের সব শাস্তর কি পইড়েছ? হিন্দুদের ৩৩ কোটি দেবতা। তানারা কোথাও কি আমার দিদিমণির জন্য কোন বিধান নেকেননি? তাঁরা কি তোমাদের মত এতই দয়ামায়া হীন? এমন সোনার পিরতিমে ছাই হোয়ে যাবে?

মুখা। সব বুঝি হরিলাল, সব বুঝি। তুমি বয়সে আমার চেয়েও বড়, আমাকেও কোলে পিঠে কোরে মানুষ কোরেছ। তাই তোমার স্নেহ মমতা অনেক বেশী। কিন্তু, রাজনারায়ণ মুখার্জীকে যে সমাজে বাস কোরতে হোচ্ছে, ধর্ম মেনে চোলতে হোচ্ছে।

নায়েব। ধর্মের পথে চলা তো সহজ কথা নয়, হরিলাল।

মুখা। যাক্, রাত অনেক হোল। আজকের চিঠিগুলোর কথা বলো চিন্তাহরণ।

নায়েব। আজ্ঞে, এত দিন পরে দাদাবাবু এবং দিদিমণিদের চিঠি পেয়েছি।

মুখা। পড়ো, কে কি লিখেছে শুনি।

নায়েব। [চিঠি খুলে] মেঝবাবু লিখেছেন— পরম পুজনীয় বাবা, প্রণাম নিন্। অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের কোন প্রকার সংবাদ না জানাইয়া মঞ্জুকে বিবাহ দিতে গিয়া যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী আপনি।

মুখা। রেখে দাও ঐ চিঠি। আর কোন চিঠি আছে?

নায়েব। সেজবাবু লিখেছেন— বাবা, সভক্তি প্রণাম নিন্। আধুনিক জগতের একজন শিক্ষিত পিতা হইয়া একটি যুবতীর অকাল বৈধব্যের জন্য দায়ী হইলেন আপনি নিজে।

মুখা। ছিঁড়ে ফেল ঐ চিঠি। আর কেউ কিছু লিখেছে?

নায়েব। আজ্ঞে, ছোট বাবু, বড়দি, মেঝদি, ছোড়দি ··· সবাই প্রায় একই কথা লিখেছেন।

মুখা। সব চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দাও। এরা সবাই মিলে আমাকে পাগল বানাবে। তোমরা বলো, আমি কি কোরতে পারি?

নায়েব। কি কোরতে চান বাবু?

মুখা। লেট মী থিংক এ্যালোন। আমাকে ভাবতে দাও, আমাকে একা থাকতে দাও। যাও, তোমরা ঘুমুতে যাও।

[প্রস্থান করে নায়েব ও শ্যামলাল]

(হরিকে) তুই আবার দাঁড়িয়ে কেন?

হরি। বোলছিলাম, ভাতটা কি একানেই নে' আসব?

মুখা। আজ আর ভাত খাব না।

হরি। লুচি কিংবা রুটি,—

মুখা। কিছুই খাবো না।

হরি। শরীর কি ভালো নেই, বাবু?

মুখা। (উত্তেজিত হোয়ে) আউট, আউট ইমেডিয়েটলি। (হরি প্রস্থান করে। মুখার্জী পায়চারী করেন) আই ওয়াণ্ট এ ছলিউশন— সমাধান আমাকে খুঁজে বের কোরতেই হবে। কিন্তু কে দেবে সমাধান? ... হ্যাঁ, মদ— একমাত্র মদই দিতে পারে সমাধান। হরি! ...হরি!

(হরিলালের পুনঃ প্রবেশ)

তোর মা-ঠাকরুণ ঘুমিয়েছেন?

হরি। আজ্ঞে, তাই তো মোনে হোল।

মুখা। মঞ্জু কি কোরছে?

হরি। এত রাতে কি আর জেগে আছেন? হয়ত ঘুমিয়েছেন।

মুখা। তা'হোলে এখানেই নিয়ে আয়। (ইংগিত)

হরি। বাবু!

মুখা। আরে বোকা, ওগুলো খেয়েই তো বেঁচে আছি। যা, নিয়ে আয়। [হরি মদ এনে দিয়ে প্রস্থান করে। মুখার্জী মদ খান। যেভাবে খেয়াল চলছে। একটু

পরে বিধবার বেশে মঞ্জু প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে চোলে যায়। মদ্যপান শেষে সোফায় গা এলিয়ে দেন মুখার্জী। ধীরপদে প্রবেশ করেন সারদা দেবী। পাখা দিয়ে বাতাস করেন। ধীরে ধীরে পা টিপে দেন।]

মুখা। [একটু পরে] কে ?

সারদা। আমি।

মুখা। আমি কে ?

সারদা। ওঠ, দেখ আমি কে ?

মুখা। (উঠে) ওঃ, তুমি ? তুমি এত রাতে ! ঘুমুতে যাওনি ?

সারদা। ঘুম যে আসেনা। তুমি কেন এভাবে পড়ে আছ ? কতদিন বোলেছি যে ঐ ছাইপাশগুলো খেয়োনা। একপাল ছেলে-পুলে, নাতি-নাতনী তোমার। এদের মুখের দিকে চেয়েও কি এগুলো বন্ধ করা যায় না ?

মুখা। না। এটা এ মুখার্জী বংশের ইতিহাস। সমস্ত ভারত-বর্ষে কোন্ কোন্ জমিদার মদ খায়না, শুনি ?

সারদা। একদিকে মদ আর একদিকে ধর্ম।

মুখা। হ্যাঁ, একদিকে মদ আর একদিকে ধর্ম। কারণ, ভোলানাথ মহেশ্বর, যিনি আমাদের দেবতা— শিব, তিনিও নেশা করেন।

সারদা। বেশ, ভোলানাথের সংগে সংগে তুমিও নেশা কর। আমার কোন আপত্তি নেই।

মুখা। আপত্তি থাকলেই বা শুনছে কে ?

সারদা। এত রাতে কেন এলাম জানো ?

মুখা। না বোললে কেমন কোরে জানবো।

সারদা। আমার মন বোল্‌ছে —আমি আর বাঁচব না।

মুখা। কেন—কেন? পুলিন ডাক্তারে ঔষধ তো সাঞ্জীবনী সুধা, বাঁচবেনা কেন?

সারদা। আর তিরস্কার কোরনা। শেষবারের মত তোমাকে যা' বোল্‌ছি, একটিবার শোনো।

মুখা। বেশ, বল।

সারদা। মঞ্জুর কথা কিছু ভেবেছো?

মুখা। হ্যাঁ, ভেবেছি।

সারদা। কি?

মুখা। ওর দুঃখের কথা। কিন্‌তু, হোয়াট ইজ লটেড ক্যাননট বি ব্লটেড। বিধিলিপি কেউ খণ্ডাতে পারে না। বিধির বিধান তো মেনে নিতেই হবে, তাতে যত কষ্টই হোক। জীবনের চলার পথে বিপদ তো আসবেই। সেখ্‌স্‌পীয়র্‌ বোলেছেন—লাইফ ইজ নট এ বেড অব রোজেজ।

সারদা। তারপর?

মুখা। তারপরেও আমাদের পথ চলতে হবে। যে কষ্ট স্বীকার কোরে এ পথে চলতে না পারে, সে কেন আসে এ পৃথিবীতে?

সারদা। উঃ, কি পাষাণে গড়া তোমার হৃদয়! তোমার সামনে ষোল বছরের এক যুবতী চরম বৈধব্যের যন্ত্রণা নিয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরবে, আর তুমি—

মুখা। আমি মুখার্জী পরিবারের ছেলে। বাপ-দাদা থেকে যে ঐতিহ্য চোলে এসেছে, তার একচুল একদি ওদিক হবেনা। ... তুমি এখন যেতে পার।

সারদা। হ্যাঁ, যাবো। তবে তোমার সংগে সব কথা শেষ করেই যাব।

মুখা। শোনো সারদা। আমিও মানুষ আমারও প্রাণ আছে। তা'বোলে তোমাদের ঐ মেয়েদের মত কথায় কথায় কাঁদতে পারিনা। [মঞ্জু দরজার পার্শে এসে দাঁড়ায়] তোমরা অল্পে হাস, অল্পে কাঁদ। যাও, ঘুমুতে যাও।

সারদা। এ পোড়া চোখে ঘুম যে আসেনা। আজ তিন বছর পর্যন্ত কটা রাত আমি ঘুমিয়েছি, সে খবর কি তুমি রাখো? সমস্ত রাত যে তুমি বাগান বাড়ীতেই কাটিয়ে দাও।

মুখা। কথা বাড়াতে আমি রাজী নই, সারদা। পরিস্কার কোরে বল, কি বোলতে চাও।

সারদা। মানে ··· বোলছিলাম কি, আমি যতদুর জানি, পুলিন এখনও রাজী আছে।

মুখা। পু ··· লি ··· ন রা ··· জী! কিসের জন্য?

সারদা। আমি ওদের বিয়ের কথাই বোল্‌ছি।

মুখা। আই সি। তারপর?

সারদা। যাকে বিয়ে বলে, তা'তো আদৌ হয়নি। তখন শুধু মাত্র মন্ত্র পড়া হোয়েছে। মেয়ে একদিনও স্বামীর ঘর করেনি। এটাতো একটা—

মুখা। পুলিন একথা বিশ্বাস করে?

সারদা। হ্যাঁ।

মুখা। তার প্রমাণ?

সারদা। সে আমাকে কথা দিয়েছে!

মুখা। ও—তোমার চিকিৎসা করার কাঁকে কাঁকে এসব

কথাও ঠিক হোয়ে গেছে তা হোলে? বেশ, ভাল কথা।

সারদা। তা হোলে তুমি রাজী?

মুখা। হ্যাঁ, রাজী।

সারদা। ওগো এই তো বড় সুন্দর কথা বোলেছ। আমি ভাল হব; সুস্থ হব। আমার আরও বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হোচ্ছে। অল্প দিনের মধ্যেই কাজটা সেরে ফেল।

মুখা। হুঁ।

সারদা। আমরা আর ক'দিন আছি? ছেলেরা হয়ত আর দেশেই আসবে না, সমাজ যা' বলে বলুক, মেয়ে-জামাই যদি সুখে থাকে, তাতেই তো আমাদের সুখ।

মুখ। দার্শনিক তথ্য বটে।

সারদা। আমি আজই পুলিনকে খবর দিয়েছিলাম। পুলিন এসেছে। নীচের ঘরে আছে। বলো, আমি আজকেই তোমার মতামত ওকে জানিয়ে দেই।

মুখা। হ্যাঁ, ওকে জানিয়ে দাও যে, মঞ্জুর বিয়ে হবে।

সারদা। [চোখে আনন্দাশ্রু] আমার আর কোন দুঃখ-জ্বালা নেই। আমি সকলকে খবরটা দেই। পুরুত-মশাইকে কালই ডাকার ব্যবস্থা করি। [প্রস্থানোদ্যত]

মুখা। [দাঁড়িয়ে] এই, শোনো।

সারদা। [ফিরে] বলো।

মুখা। ওকে জানিয়ে দাও যে, বিয়ে মঞ্জুর একার হবে না।

সারদা। সে-কি!!

মুখা। এর সংগে বিয়ে আরও একটা হবে?

সারদা। [বিস্ময়] মানে?

মুখা। মানেটা খুব কঠিন নয়, বরং অনেকটা সহজ। [সারদা হতবাক। গভীর রাতে কাক ডাকে, মঞ্জু সামান্য আড়ালে যায়]

সারদা। তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

মুখা। বুঝতে কষ্ট হোচ্ছে কি? তাহোলে সহজ কোরেই বলি। মঞ্জুর বিয়ের সংগে সংগে তোমারও বিয়ে হোতে পারে।

সারদা। কি—কি বোললে?

মুখা। হ্যাঁ, ঠিকই বোলেছি। তোমরা দুই মায়ে-ঝিয়ে একসংগে বিয়ে কোরতে পারো—তবে সেটা আমার মৃত্যুর পর। [প্রস্থান]

সারদা। উঃ ··· ··· [পড়ে যায়] স্বামী - স্বামী ···

মঞ্জু প্রবেশ করে সারদা দেবীকে ধরে।

মঞ্জু। মা, মা,। কথা বল মা। [সারদা দেবী কথা বলার ব্যর্থ চেষ্টা করেন] হরিদা, মণিদা, ফণিদা—তোমরা কে কোথায় আছো—তাড়াতাড়ি এসো। বাবা—বাবা—

[ঘুমজড়িত চোখে হরিলালের প্রবেশ]

হরি। মা-ঠাকরুণ, মা-ঠাকরুণ! [ক্রন্দন] কথা বলুন, মা-ঠাকরুণ, কথা বলুন। মণি—ফনি— [মণি ও ফণির প্রবেশ]

মণি ও ফণি। কি হোল হরিদা—কি হোল?

মঞ্জু। তোমরা দেখো—মা কথা বোলছেনা।

হরি। আমি যাই—পুলিন দাদাবাবু নীচের ঘরে আছেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি। [দ্রুত প্রস্থান]

মঞ্জু। তোমরা বাবাকে একবার ডাকো। মা বোধ হয়—

(মুখার্জী প্রবেশ করে সারদা দেবীর নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করেন)

মুখা। তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কেন? জল নিয়ে আয়।

[ওরা প্রস্থান করে। মুখার্জী ঘড়ি দেখে নাড়ীর স্পন্দন

গুণছেন। ব্যাগ হাতে হরি, জলসহ মণি ও পুলিন প্রবেশ করে)

পুলিন। দেখি কাকাবাবু [পরীক্ষা করে]। না, ভয়ের তেমন কিছু নেই। [ইনজেক্‌সন দেয়]

মঞ্জু। পুলিন দা!

পুলিন। ভয় নেই। তুমি প্রতি মিনিটের 'পাল্‌স্‌-বিট' গুণে দেখ। [মঞ্জুর তথাকরণ] কাকাবাবু, কেসটা খুব সহজ নয়। আপনি ডঃ শর্মাকে আনার ব্যবস্থা করুন। [ঘড়ি দেখে] এখন রাত দেড়টা। দু'টার ট্রেনে চলে গেলে ভোর ৬-টা নাগাদ ফিরে আসা যাবে। আমি কাকিমার প্রেজেনট কন্‌ডিশন লিখে দিচ্ছি। [কাগজ বের করে লেখে]

মুখা। মণি, তুই যাবি ডঃ শর্মার কাছে। আমার কথা বলবি। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে'। [মণির প্রস্থান] হরিলাল, তুই ওকে ষ্টেশনে এগিয়ে দিয়ে আয়। [কাগজ নিয়ে হরির প্রস্থান] বাবা পুলিন, তুমি এখন—

পুলিন। ডঃ শর্মা না আসা পর্যন্ত আমাকে বোসে থাকতে হবে।

[পুলিন সারদা দেবীর মুখে ফোটা কেটে ঔষধ দেয়। ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হোয়ে আসে। পর্দা নামে। সামান্য পরে পর্দা ওঠে। ভোরের কল-কাকলী শোনা যায়। দেখা গেল ডঃ শর্মা সারদা দেবীকে পরীক্ষা কোরছেন।]

শর্মা। [সামনে এগিয়ে আসেন] শোনো মুখার্জী, আমরা ডাক্তার, তাই আশাবাদী। কিন্তু কেসটা সহজ নয়।

মঞ্জু। কাকাবাবু! [ক্রন্দন]

শর্মা। না মা, কান্নার সময় এখন নয়। সমস্ত রাত ঘুমুতে পারনি। তুমি ভেতরে যাও মা। হাত মুখ ধুয়ে নাও, আর হরিকে দিয়ে একটু চা পাঠিয়ে দাও। [মঞ্জু নীরব] যাও মা, যাও, আমরা তো আছি। [মঞ্জু অনিচ্ছাসত্বেও হরির সংগে প্রস্থান করে।] পুলিন, হোয়াট স্যুড উই ডু?

পুলিন। স্যার, আমার মোনে হয়, আমাদের লাস্ট অ্যাটেমপট এখনই নেয়া উচিত।

শর্মা। অলরাইট, গো অন। (পুলিন ইনজেকশন দেয়। শর্মা ও মুখার্জী সামনে এগিয়ে আসেন) শোনো মুখার্জী, মানুষ তাঁর জীবনের কোন একটা মুহূর্ত্তে একটাই ভুল করে। আর তার মাশুল দিতে হয় সমস্ত জীবন ধরে। বৌদিকে প্রথম দিন দেখেই বার-বার বোলেছিলাম যে বড় ধরণের কোন আঘাত তিনি সহ্য কোরতে পারবেন না। তুমি আমার কথার কোন মূল্যই দাওনি। যাক, দু'জনেই আমরা জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। হিসেব কোরে বলতো ভাই, ধর্মের তথাকথিত নিয়ম মেনে চোলে কি কোরতে পেরেছ?

মুখা। (নিঃশ্বাস ছেড়ে) ছোটবেলা থেকে তোমার আর আমার মধ্যে পার্থক্য তো এখানেই ডঃ। তুমি বৈজ্ঞানিক সত্যের মূল্য দিয়েছ, আর আমি ধর্মের অনুশাসনকে মেনে চোলেছি।

শর্মা। কিন্তু সমাজের কতটুকু উপকার কোরতে পেরেছ, মুখার্জী? ধর্মের তথাকথিত অনুশাসন কি পৃথিবীর কোন দেশে কোন সমাজের মংগল আনতে পেরেছে? সমাজের মংগল আনতে হোলে মানবতার পূজারী হোতে হবে; বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোকে পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য পালনের

দোহাই দিয়ে ষোল বছরের বিধবা যুবতী সাদা থান পরে ঘুরে বেড়াবে, জীবনের সাধ আহ্লাদ ভুলে যাবে—একথা তোমার ধর্ম মেনে নিলেও আমার বিজ্ঞান মানবে না।

মুখা। হিন্দু ধর্ম তো ব্রহ্মচর্য্য ব্রতকে…

শর্মা। ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট মিসটেক, মুখার্জী। ভুল কোরেছ। মানবতা বিরোধী কোন কাজ ধর্মের অংগ হোতে পারে না। তাছাড়া আমরা পরমহংসদেব কিংবা বিবেকানন্দ হোতে পারিনি যে, সমস্ত জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করব। অবশ্য তাঁরা ব্রহ্মচর্য্য পালন কোরে মানবতার পূজাই কোরেছেন। অথচ, তোমার মত সমাজপতিরা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানবতা-বিরোধী কাজ কোরে যাচ্ছেন।

পুলিন। (আশাহত ভাবে) স্যার, এদিকে একবার আসুন।

শর্মা। এসো মুখার্জী (শর্মা এগিয়ে গিয়ে সারদা দেবীর জ্ঞান ফিরে এসেছে কিনা, তা' পরীক্ষা করার সকল উপায় অবলম্বন করেন। সময় উত্তীর্ণ হোয়ে যায়। সারদা দেবী মৃত।)

মুখা। ডঃ শর্মা…

শর্মা। (ফিরে) স্যরি, মিঃ মুখার্জী। উই হ্যাড ফেইল্ড্। ইন ইওর এস্টিমেশন, দি কজ্ অব আওয়ার ফেইলিওর্ ইজ গড অর উই, দি ফিজিসিয়ান্স্। বাট, রিমেমবার মাই ফ্রেণ্ড ত্যাট দি কজ্ অব আওয়ার ফেইলিওর টু এ গ্রেট এক্সটেণ্ট ইজ ইউ, ইওর সুপারষ্টিশন। ধর্মের নামে তোমাদের কুসংস্কার তোমার স্ত্রীকে আজ মৃত্যুর পরপারে নিয়ে গেল।

(চা নিয়ে আসতে আসতে মঞ্জু শেষের কথাগুলো শোনে)

মঞ্জু। মা! (আর্ত চীৎকার। মাটিতে পড়ে গিয়ে চায়ের কাপগুলো ভেংগে চুরমার হোয়ে যায়।) [পর্দা নেমে আসে]

তৃতীয় অংক : দ্বিতীয় দৃশ্য

[রমা প্রসাদের লাইব্রেরী ঘর। সবদিকে দৈন্যের ছাপ। একটি টেবিল ও কয়েকখানা চেয়ার আছে। পেছনে আছে বই-এর সেলফ্। সেলফের উপরে রবি ঠাকুর, গান্ধিজী ও লেনিনের ছবি দেখা যাচ্ছে। রমা প্রসাদের এক-তৃতীয়াংশ চুল পাকা। পর্দা ওঠে।]

রমা। [পায়চারী কোরতে কোরতে কবিতা পড়ছে]

আমারই চেতনার রং-এ পান্না হোল সবুজ,
চুনি উঠ্‌ল রাঙা হ'য়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে ··· ···
জ্বলে উঠলো আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'···
সুন্দর হ'ল সে।"

— তোমার কথা বড্ড কঠিন লাগছে ঠাকুর! জীবন যুদ্ধে পর্যুদস্ত আমার মত লোকের কোন কাজেই আসছে না তোমার এ কবিতা। না, না ঠাকুর, তোমার ভাবধারা নিয়ে আমি সাহিত্য লিখবো না। আমার লেখার মধ্যে চরম বাস্তবতাকে তুলে ধরতে হবে। কল্পনার সাহিত্য আমার কাছে অচল!

[চেয়ারে বোসে লিখতে আরম্ভ করে। প্রবেশ করে মিঠু।]

মিঠু। বাবা, ও বাবা! [রমা নীরব] বাবা!

রমা। (লিখতে লিখতে) উঁ:...কে?

মিঠু। আমি মিঠু।

রমা। ও... মিঠু! আমি যে এখন কিছু লিখছি, বাবা!

মিঠু। বা:! তুমি লিখবে, আর আমরা স্কুলে যাব না?

রমা। কেন যাবে না? অবশ্যই যাবে।

মিঠু। কি কোরে যাবো? স্কুলে যে আমাদের সকলের নাম কেটে দিয়েছে।

রমা। নাম কেটে দিয়েছে? কেন — কেন?

মিঠু। আজ তিন মাস পর্য্যন্ত বেতন দেইনি যে।

রমা। তাই নাকি? আচ্ছা — আমি দেখছি। [আবার লিখতে আরম্ভ করে]

মিঠু। [কিঞ্চিৎ পরে] কি দেখছো?

রমা। মানে, এক কাজ কর বাবা, তোরা না হয় নিতুদিন স্কুলে যাসনে।

[প্রবেশ করে সাবিত্রী]

সাবিত্রী। তা স্কুলে যাবে কেন, গরু-বাছুর নিয়ে মাঠে নামুক।

রমা। তা মন্দ নয়। তবে জমির অভাব ... এই যা।

সাবিত্রী। এই মিঠু, পড়তে যা। (মিঠুর প্রস্থান) মেয়েদের কথা বাসি হোলেই ফলে। তোমাকে কতদিন বোলেছি যে অত সত্য কথা বোলতে যেওনা। চাকরীটা গেল তো! সাত-পুরুষের ভাগ্যে পেয়েছিলে প্রফেসরের এক চাকরী। তাও তোমার বোকামীর জন্য গেল।

সাবিত্রী। বিদ্যা আর বুদ্ধি দুই জিনিস। তোমার বিদ্যা থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি একটু কম আছে।

রমা। অনেকেই তাই বলে। (আবার লেখে)

সাবিত্রী। এই বয়সে দুনিয়ার সব কাজ তো করলে। কোনটা ১ বছর, কোনটা আধ বছর, কোনটা ২ মাস, কোনটা ১ মাস। ঘরের চালে আর বাসি পড়ল না।

রমা। তাইতো মোনে হোচ্ছে।

সাবিত্রী। যেখানে যাও, একটা না একটা গণ্ডগোল! দু'-দু'বার সেট্লমেন্ট কানুনগোর চাকুরী হোল— রাখতে পারলে না। বলো, এবারে প্রফেসরী গেল কেন?

রমা। আমি ছেড়ে দিয়েছি।

সাবিত্রী। কেন?

রমা। ছেলেপুলেরা আজকাল 'ইজম' নিয়ে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি শুরু কোরেছে। আমি একদিন ক্লাশে বোললাম যে, তোমরা গান্ধীবাদই বলো আর মার্কসবাদই বলো, আসল জিনিষটা সকলের সামনে তুলে ধরো। গান্ধীবাদ বা মার্কসবাদের মুখোশ লাগিয়ে যদি দুনিয়ার সব অপকর্ম করো, তবে তাঁদেরকে অপমান করা হবে। সাধারণ লোকে গান্ধীবাদ কিংবা মার্কসবাদকে অন্য চোখে দেখবে।

সাবিত্রী। তারপর?

রমা। তারপর ছেলেরা আমার মুর্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে বেড়িয়ে গেল। পরে ষ্টাফ-এর মিটিং-এ প্রিন্সিপাল কৈফিয়ৎ চাইলেন। আমি সব বোললাম। উনি বোললেন যে ছাত্রদের কাছে মানে [illegible]

পারিনি। পরিণতি চাকরী ছেড়ে দেয়া। এখানে আমার চাকরী বড়, না আমার বিবেক বড়—আমার ব্যক্তিত্ব বড়?

সাবিত্রী। এখানে আমার দুটো প্রশ্ন ··· প্রথমতঃ ছেলেরা উচ্ছন্নে গেলে তোমার কি? দ্বিতীয়তঃ, রাজনীতির কথা ক্লাশে কেন বোল্‌তে যাও?

রমা। ছেলেরা উচ্ছন্নে যাবে আর শিক্ষক বোসে বোসে দেখ্‌বে? ইজ ইট এড্‌কেশন? ··· সারটেন্‌লী নট। ছাত্ররা জাতির ভবিষ্যত এবং শিক্ষকগণ সে জাতি গড়ার কারিগর। আর রাজনীতির কথা বোলছ? আমি যা' বোলেছি, তা' রাজনীতি নয়। কারণ, 'সত্যকে' সত্য বলা, কিংবা 'মিথ্যাকে' মিথ্যা বলার নাম রাজনীতি নয়। বরং আমি যদি অন্যায়কে ন্যায় বোল্‌তাম অথবা দিনকে রাত বল্‌তাম, সেটাকে না হয় তুমি রাজনীতি বোলতে।

সাবিত্রী। এ সব যা' আরম্ভ কোরেছ তা'তে এরপর লাল-দালানে যেতে হবে।

রমা। তা'হোলে আমার পরিশ্রম সার্থক মোনে কোরব। জানো মিঠুর মা, আমি ঐ দিনগুলির অপেক্ষায় আছি। লাল-দালানে গেলে তুমি যদি আমাকে কাগজ আর কলম দাও, তবে কিছুদিন হয়ত নিশ্চিন্তে লিখ্‌তে পারবো।

সাবিত্রী। লেখা, লেখা আর লেখা? লিখে-পড়ে কি হবে? ছোটবেলা থেকেই তো লিখ্‌ছো আর ঐ নেতাদের পিছনে ঘুরছো। কিন্তু কি কোর্‌তে পেরেছ শুনি?

রমা। কিছুই না।

সাবিত্রী। বোলতে লজ্জা হচ্ছে না।

রমা। কই, নাতো!

সাবিত্রী। মাষ্টারী কোরে আমার কাকা ৫০ বিঘা জমি কোরেছেন।

রমা। মাষ্টারী কোরে নয়। বলো, ঠগের ব্যবসা কোরে।

সাবিত্রী। হারাধন চাটুজ্যে তোমার সংগেই তো সেট্‌ল্‌মেণ্ট কানুনগোর চাকরী পেয়েছিলো?

রমা। হাঁ।

সাবিত্রী। আজ তার পাকা বাড়ী। গিন্নীর সংগে কমপক্ষে দশ হাজার টাকার গহনা। আর আমার ছেঁড়া কাপড় পরে পরে দিন কেটে গেলো। বেড়াতে যাওয়ার মত ছেলেমেয়েদের জামা নেই। স্কুলে বেতন দিতে না পারার জন্য ওদের নাম কাটা গেছে। এসব দিকে কোন খেয়াল আছে?

রমা। খেয়াল ঠিকই আছে, কিন্তু করার কিছু নেই।

সাবিত্রী। খেয়াল আছে, না ছাই আছে। যে ভুলো মন।

রমা। আমার ভুলো মন বটে। কিন্তু ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা আমার চেয়ে তোমার অনেক বেশী।

সাবিত্রী। তাই নাকি?... বলো, কি কি ভুলে গেছি?

রমা। মোনে কোরে দেখতো, বিয়ের আগে তোমার কাছে বোলেছিলাম কিনা যে আমার কিছু নেই। সেদিন যে সত্য-কথা বোলেছিলুম, সেটাই তো বেমালুম ভুলে গেছো।

সাবিত্রী। ঐ 'সত্য-কথা' বোলেই তো আমার কপাল পুড়েছো। সেদিন তোমার চেহারা দেখে মোনে কোরেছিলুম যে, অত গরীব তুমি নও। ঘর পুড়লে যার এক-কুলো ছাই বেরোয় না, তার অমন চেহারা হোল কি কোরে?

রমা। তোমার দাদার কাছে কিন্তু আমি ঠিক এই কথাটাই

বোলেছিলুম যে আমার চেহারার সংগে এবং আর্থিক অবস্থার সংগে কোন মিল নেই। যাক্, তোমার কথা যদি শেষ হোয়ে থাকে, তবে এবার এসো—

সাবিত্রী। কেন?

রমা। মানে, নাটকের যে দৃশ্যটা এখন লিখছি, সেটা খুবই সিরিয়াস। মুড হারিয়ে গেলে—

সাবিত্রী। উঃ, কি নাট্যকার-রে বাবা! গিরিশ চন্দ্রের শালার পিসতুত ভাই-এর জ্ঞাতি আর কি!

রমা। (ক্ষোভে) মিঠুর মা!

সাবিত্রী। শাড়ী কবে আনছো?

রমা। হাতে টাকা নেই।

সাবিত্রী। যার হাতে টাকা নেই, তার আবার নাটক লেখা কেন, বাপু? লিখে লিখে কি কোরেছ, শুনি? কোন বছর পূজোয় একটা শাড়ী দিয়েছো?

রমা। না।

সাবিত্রী। অথচ ও ঘরের ঠাকুরপো প্রতিবছর পূজোর সময় ১ হাজার টাকার কাপড় কেনেন। তোমার সংগেই তো পড়াশুনা কোরেছেন। ম্যাট্রিক পাশ কোরতে পারেননি।

রমা। হুঁ।

সাবিত্রী। তোমার বাবা-মা কি বোলেছেন শুনেছো? তাঁরা রুটি খাওয়ার কষ্ট সহ্য কোরতে পারবেন না।

রমা। শুধু তাই নয়। আমাকেই কেউ সহ্য কোরতে পারে না। আমি যেন তোমাদের কাছে আবর্জনা। আমি যদি গোপনে হাজার দশেক টাকা প্রতি মাসে আয় কোরতে পারতুম,

তবে তোমাদের সন্তুষ্ট করা যেত। [আবার লিখতে আরম্ভ করে]

সাবিত্রী। খুব হোয়েছে। [খাতা টেনে নেয়] লেখা-টেখা এখন হবেনা। বলো, তোমার চেইন কোথায়?

রমা। চেইন!

সাবিত্রী। হাঁ, চেইন। বিয়ের সময় যেটা আমার বাবা দিয়েছিলেন।

রমা। ও··· হাঁ। তোমাকে বলাই হয়নি। ঐ যে, ও বছর বাবার অসুখ হোল, ঝড়ে ঘর উড়ে গেল। তখন—

সাবিত্রী। বিক্রি কোরেছ?

রমা। হাঁ। ভেবেছিলাম ২/১ মাসের মধ্যে তৈরী করিয়ে নেবো।

সাবিত্রী। কিন্তু পারনি আজও।··· আমার গলার হার তৈরী করিয়ে দিচ্ছনা কেন?

রমা। ওটার জন্য কেন আমাকে দায়ী কোরছ? তোমার সম্মতি নিয়েই তো ওটা বিক্রি কোরে কিছু জমি কিনেছিলাম।

সাবিত্রী। খুব তাড়াতাড়ি আবার তৈরী করিয়ে দেওয়ার কথা ছিলনা?

রমা। ছিল। কিন্তু কেন যে পারিনি, সে কথাও তুমি জানো।

সাবিত্রী। জানি। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস কোরছি যাঁদের জন্য এত সব কোরলে, সেই তোমার মা-বাবাকে সন্তুষ্ট কোরতে পেরেছো?

রমা। শুধু মা-বাবাকে কেন — আমি কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। আই হ্যাভ ফেইলড ইন্ এভরি স্ফিয়ার অব মাই লাইফ। জীবনে অনেক লিখলাম। ২/১ টা প্রবন্ধ ছাড়া কিছুই

ছাপা হয়নি। শেষ পর্যন্ত টাকা ধার কোরে একটা বই ছাপতে দিলাম; কিন্তু আজও বই বের হয়নি। ... ... আজ হাজারো কথা তুমি বোল্‌লে— কিন্তু ভুলেও একদিন তোমরা কেউ জিজ্ঞেস করলেনা যে ঐ বইটা কেন বের হোচ্ছেনা।

সাবিত্রী। তারপর ?

রমা। জীবনে মিথ্যা কথা বলিনি, বিলাসিতা করিনি, নেশা করিনি, চুরি-ডাকাতি করিনি, কিন্তু কাউকে সন্তুষ্ট কোরতে পারলুমনা। যৌবন পেরিয়ে আজ পৌঢ়ত্বে এসেছি। দেখলাম সত্যের কোন দাম নেই। মিথ্যা, অন্যায়-অবিচারের জয় সর্বত্র।

সাবিত্রী। হুঁ।

রমা। কিন্তু আমি ঠিক কোরেছি, যত কষ্টই হোক, বড় বড় লেখককে দেখিয়ে দেবো যে তোমরা যা' লিখেছো, তা' সত্য নয়। তোমরা বোলেছ— 'সত্যমেব জয়তে'। আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো যে তোমাদের কথা সত্য নয়।

সাবিত্রী। তোমার ঐ সাহিত্য-টাহিত্য শোনার অবসর এখন আমার নেই। শোনো, তোমার ঐ অপয়া বোনটির কথা কিছু ভেবেছো ?

রমা। (আশ্চর্য্য) অ-প-য়া বোনটি !

সাবিত্রী। হ্যাঁ, তোমার ঐ বিধবা বোনটির কথাই বোল্‌ছি। বিয়ে হোতে না হোতেই স্বামীকে খেয়েছে।

রমা। এ সব কি বোলছ, মিঠুর মা ?

সাবিত্রী। তর্ক কোরনা। কাজের কথা শোনো। কয়েকদিন আগে ঘটক এসেছিলো। বাবা-মার সংগে কথা-বার্তা শেষ। অবশ্য আমিও জানি। তুমি নিতান্ত অপগণ্ড বোলে তোমাকে এতদিন জানাইনি।

রমা। ঘ—ট—ক! কি ব্যাপার?

সাবিত্রী। তোমার বোনের বিয়ে।

রমা। বেশ ভাল কথা। কিন্তু, শিখা যে বাল্য-বিধবা সকথা ওদের জানিয়েছো তো?

সাবিত্রী। এই তো এজন্যই তোমাকে এতদিন এ সব জানানো হয়নি। শোনো, ঘটকের সংগে আমরা সব বন্দোবস্ত কোরেছি। আজ পাকা কথা হবে। দোহাই তোমার, বর পক্ষের লোক এলে আবার যেন সত্য কথা বোলে না দাও। সত্য কথায় সব কাজ হয় না। পাত্র বিরাট জমিদার, অঢেল টাকা, উঁচু বংশ—

রমা। তবে শুনেছি তাঁর মাথার সব চুলই পেকে গেছে।

সাবিত্রী। তুমি কি তাহোলে তাঁকে—

[প্রবেশ করে রামকানাই ও কল্পতরু]

রাম। কোন কথা নয়। [কল্পতরু কানে যন্ত্র লাগায়।] বুঝতেই তো পাচ্ছেন যে, এগুলো শত্রুদের রটনা। আর দেখতেই পাবেন যে, জমিদার বাবুর সব চুলই কালো। কি বলেন ঠাকুর মশাই?

কল্প। বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। অদ্য আমি জমিদার বাবুর ঘন কালো-কেশ পরিদর্শন করিয়াছি। জয়-গোবিন্দ।

রমা। তা' আপনারা—

রাম ও কল্প। নমস্কার, নমস্কার। [সাবিত্রী প্রস্থান করে]

রাম। আমি ঘটক। নাম — শ্রী রামকানাই বাচস্পতি। পিতার নাম শ্রী যুত হরে কৃষ্ণ বাচস্পতি, দাদার নাম স্বর্গত শ্রীযুত রাধে কৃষ্ণ বাচস্পতি। জাতি ঃ ব্রাহ্মণ, পেশা ঃ ঘটকালি। এটা আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ব্যবসা। আর ইনি হোলেন—

কল্প। শ্রী কল্পক আচার্য, আয় বধ- কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

রাম। এবং গীতাশাস্ত্রী।

রমা। বসুন, বসুন। [রাম ও কল্প বসে।]

রাম। আচার্য্যি মশাই হোলেন—

কল্প। জমিদার বাবুর রাজপুরোহিত —। জয় - গোবিন্দ।

রমা। পাকা কথার ব্যাপারে ···

কল্প। আমাদের সংগে আসিতেছেন জমিদার বাবুর জ্ঞাতি পিতৃব্য।

রমা। [বিস্ময়] জ্ঞাতি পিতৃব্য — মানে?

কল্প। মানে, শ্রী মণীন্দ্রনাথ মুখার্জী ও শ্রী রণীন্দ্রনাথ মুখার্জী।

রাম। বুঝতেই তো পাচ্ছেন যে জমিদার বোনে কথা। আর দেখতেই পাবেন যে সব কাজ হবে রাজযিক ভাবে।

[মিঠু চা নিয়ে এসে সকলকে দেয়]

কল্প। জয় - গোবিন্দ। আমরা অগ্রেই শ্রুত হইয়াছি যে, আপনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং ···

রাম। এবং নাট্যকার।

রমা। ভাল কথা। বছর চারেক আগে জমিদার বাবুর যে মেয়েটি বিধবা হোয়েছে, তাঁর বিয়ের কোন ব্যবস্থা··· ···

রাম। রাধা মাধব, রাধা মাধব।

কল্প। জয় গোবিন্দ; জয় গোবিন্দ। কি কথা কহিলেন সাহিত্যক বাবু। সনাতন হিন্দু ধর্ম বিধবা বিবাহ সমর্থন করেনা।

রমা। অথচ জমিদার বাবু এ বয়সে আবার বিয়ে কোরবেন!

কল্প। খুবই অনিচ্ছাস্বত্বে রাজী হইয়াছেন। শাস্ত্রের বিধান না মানিলে যে পাপ হইবে।

রাম। স্ত্রী রত্ন ব্যাতিরেকে সংসার যে কোনক্রমে পূর্ণ হয় না এ কথা মনু থেকে আরম্ভ কোরে সকল মুনি ঋষি এমনকি সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ মায় মহাভারত পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন।

কল্প। অপরদিকে জমিদার বাবু অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি ঋষির সমতুল্য ব্যক্তি।

রাম। এই মহান ঋষি শাস্ত্রকে কি অস্বীকার কোরতে পারেন?

কল্প। জয়-গোবিন্দ।

[মণি ও ফণির প্রবেশ]

মণি ও ফণি। নমস্কার ⋯ নমস্কার ⋯

রমা। নমস্কার। বসুন। আপনারা ⋯

রাম। ইহারাই হইতেছেন জমিদার বাবুর জ্ঞাতি পিতৃব্য।

মণি। আমার নাম শ্রী মণীন্দ্র নাথ মুখার্জী।

ফণি। আমার নাম শ্রী ফণীন্দ্র নাথ মুখার্জী।

কল্প। জয়-গোবিন্দ।

পর্দা নেমে আসে

তৃতীয় অংক : তৃতীয় দৃশ্য

স্থান :— মিঃ মুখার্জীর ড্রইং রুম। সময় : সকাল

[মিঃ মুখার্জী ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলে ব্রাশ দিচ্ছেন। কলপ দেয়া কালো চুল। ক্লিন সেফ্‌। গায়ে ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী। ড্রেসিং টেবিলের ঠিক উপরেই সারদা দেবীর অয়েল পেণ্টিং দেখা যাচ্ছে।]

মুখা। হরি, হরিলাল—

নেপথ্যে হরি। আজ্ঞে, যাচ্ছি বাবু।

মুখা। নায়েবকে এদিকে পাঠিয়ে দে। আর আমার সময় কম, এক্ষুনি বাইরে যাব। তাই খাবারটা এখানে নিয়ে আয়।

[প্রবেশ করে হরিলাল]

হরি। কি বোললেন বাবু? আপনার বসার ঘরেই ভাত নে' আসব?

মুখা। আরে বাবা, বললাম তো আমার সময় কম। যা, তাড়াতাড়ি কর। [হরি ভেতরে যায়। মুখার্জী মুখে প্রসাধনী মাখেন। নায়েব প্রবেশ করে।]

নায়েব। বাবু — [নমস্কার জানায়]

মুখা। কে, নায়েব? বোস।

নায়েব। আজ আপনার শরীর কেমন, বাবু?

মুখা। কোয়াইট ও-কে। কোন অসুবিধে নেই। ডাক্তার বটে পুলিন। এত অল্প বয়সে এমন বিচক্ষণ ডাক্তার আমার জীবনে দেখিনি। পুলিনের আপ্রাণ চেষ্টা ও মা-মঞ্জুলিকার যত্ন

আমাকে মগ্ন কোরেছে। এখন আমার মোনেই হয়না যে দু'দিন আগে আমি একজন পেসেণ্ট ছিলাম।

নায়েব। খুবই সুখবর।

মুখা। শোনো চিন্তাহরণ, নতুন ফার্নিচার এবং অন্যান্য আসবাবপত্র কেনার ব্যাপারে কি কোরেছো?

নায়েব। আজ্ঞে, কোলকাতায় হ্যারিসন রোডের মডার্ন ফার্নিচার মার্ট'-এর সংগে কথা-বার্তা বোলেছি। ওরা সব কিছুই সাপ্লাই দিতে পারবে। এই তো কিছুক্ষণ আগে ওখানকার ম্যানেজার বাবু এসেছেন। যদি বলেন তো—

মুখা। [ঘড়ি দেখে] আমার হাতে অবশ্য সময় খুবই কম। তবু ওকে একবার এখানেই ডাকো।

নায়েব। হরি, হরি। [নেপথ্যে হরি— যাচ্ছি বাবু—] ম্যানেজার বাবুকে এখানেই নিয়ে এসো।

মুখা। ওদেরকে সব সময় বিশ্বেস করা উচিত নয়। জিনিসপত্তর সব দেখে শুনে নিও।

(প্রবেশ করে হরিলাল ও গোবর্দ্ধন)

গোবর্দ্ধন। নমস্কার বাবু।

মুখা। নমস্কার··· বসুন। [গোবর্দ্ধন বসে] আপনি—

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রী গোবর্দ্ধন সরকার। মডার্ন ফার্নিচার মার্টে'র ম্যানেজার আমি।

মুখা। শুনুন গোবর্দ্ধন বাবু, এর আগে ফার্নিচার সাপ্লাই কোরেছিলো মজুমদার ফার্নিচার মার্ট। একেবারে বাজে। সেই দাদা-কেলে সব প্যাটার্ন। সব ফেরত দিয়েছি।

গোবর্দ্ধন। কিন্তু আমরা অর্ডার সাপ্লাই কোরবো আপনার

সামনে নিয়ে এসে। পছন্দ না হোলে নেবেন না। এই দেখুন আমাদের ক্যাটালগ। (ক্যাটালগ বের করে)

মুখা। ধন্যবাদ। আমার সময় নেই। আপনি নায়েবের সংগে কথা বলুন। ডোণ্ট মাইণ্ড, আমি একটু বাইরে যাব। শুনুন, ফার্নিচার ছাড়া অন্যান্য আসবাবপত্র যা দেবেন, তা সব বিলেতী হোতে হবে। টাকার জন্য কোন চিন্তা কোরবেন না।

নায়েব। আজ্ঞে, আমরা তা'হোলে নীচের ঘরে যাই।

মুখা। আচ্ছা ··· [নমস্কার জানিয়ে প্রস্থান করে নায়েব ও গোবর্দ্ধন] হরিকে] তুই দাঁড়িয়ে কেন? খাবারটা নিয়ে আয়।

[হরি প্রস্থান করে। মুখার্জী মুখে প্রসাধনী মাখেন। সেণ্ট মেখে রুমাল পকেটে রাখেন। বিভিন্ন খাবার নিয়ে প্রবেশ করে শ্যামলাল]

ওখানেই রেখে দে। [শ্যামলাল ভাত রাখে। মুখার্জী খেতে বসেন। কোনটাই তাঁর মুখে ভাল লাগে না।] (হরিলালের প্রবেশ) এগুলো কে রেঁধেছে রে হরি? ঐ উড়ে বামুনটা?

হরি। আজ্ঞে না, বাবু।

মুখা। তবে— কে?

হরি। আজ্ঞে দিদিমণিই তো রেঁধেছেন। কেন বাবু···

মুখা। একেবারে বাজে।

হরি। বাজে!

মুখা। আশ্চর্য্য! মেয়েটা আজতো আর ছোট নয়। বড় হোয়েছে, অথচ রাঁধতে শিখল না। এর কোনটাই খাওয়ার মত নয়। কতদিন বোলেছি যে কাসুন্দিটা অন্ততঃ একটু ভালো কোরে তৈরী করিস্। (সদ্যস্নাত মজলচুলে মধুর প্রবেশ)

এই যে মা মঞ্জু, এগুলো কি রেঁধেছিস্?

মঞ্জু। কেন বাবা, কি হোয়েছে?

মুখা। এর কোনটাই খাওয়ার মত নয়। তোকে তো কত দিন বোলেছি যে, একটু ভাল কোরে রাঁধবি। অন্ততঃ কাসুন্দিটা তোর মা যেমন কোরে তৈরী কোরতেন, তেমনি কোরে তৈরী কোরবি।

মঞ্জু। তোমার যাওয়ার জন্য খুব তাড়াতাড়ি কোরেছি। তা-ছাড়া মায়ের মত আমি কি কোরে রাধবো বাবা? আমার মা ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। অপূর্ব্ব রাঁধতেন তিনি। তাঁর হাতের তৈরী খাবার যিনি একবার খেয়েছেন, তিনি জীবনে ভুলতে পারবেন না। একি বাবা, কিছুই তো খেলে না!

মুখা। কি কোরে খাবো এগুলো? যত সব বাজে—

মঞ্জু। মাংস কিংবা আর একটু মুড়িঘণ্ট এনে দেই।

মুখা। দরকার নেই। [হাত-মুখ ধুয়ে উঠ্তে উঠ্তে] দিন দিন তুই যেন কেমন হোয়ে যাচ্ছিস্। কোন কাজে তোর মোন নেই। একটু ভালো কোরে পান সাজাতেও পারিস না। [পাইপে আগুণ দেন] ও হাঁ, পুলিনকে আস্তে বোলেছিলুম। এলে বোস্তে বোল্বি। আমি এক্ষুনি ফিরে আসবো। হরি—

হরি। বাবু— [পান এগিয়ে দেয়।]

মুখা। [মুখে পান দিতে দিতে] ঐ — মানে তোর গিন্নি-মার ছবিটা নামিয়ে রাখিস্। [মুখার্জীর প্রস্থান। ভাতের থালা নিয়ে প্রস্থান করে হরি ও শ্যামলাল। নেপথ্যে একটি করুণ সুর বাজে। মঞ্জু ধীরে ধীরে সারদা দেবীর ফটোর দিকে এগিয়ে যায়।]

মঞ্জু। [উপরে তাকিয়ে] মা, তোমার ছবিও এ ঘরে রাখা যাবে না। [ছবি নামায়] এই কি হিন্দু ধর্মের আসল রূপ ?

[ধীরে ধীরে জানালার কাছে এগিয়ে যায়। উদাস নয়নে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। পেছন থেকে সজল চুল দেখা যায়।]

নেপথ্যে পুলিন। "আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের পর।
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখীর গান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠিছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বেদনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
*　　*　　*　　*
ওরে চারিদিকে মোর,
এ কী কারাগার ঘোর।
ভাঙ, ভাঙ, ভাঙরে কারা, আঘাতে আঘাত কর।"

[অতি উৎসাহিত পুলিনের প্রবেশ। হাতে সিগারেট]

পুলিন। ওকি মঞ্জু, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কি কোরছ ?

মঞ্জু। [নিজকে সামলে নিয়ে] কিছু না। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার কবিতা শুনছিলাম।

পুলিন। ও-মাই গড.। তা কাকাবাবু কোথায় ?

মঞ্জু। বাবা যে বাড়ীতে নেই, তা'তো জেনেই এসেছো। তা' নাহোলে এমন উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি কোরতে পারতে।

পুলিন। ধরা পড়ে গেছি। সে যাক্, তোমার চেহারা দেখে

কি মোনে হোচ্ছে জানো ?

মঞ্জু। কি ?

পুলিন। সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে।
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।

*   *   *   *

নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা লিখন ঊষা আঁকিয়া দিলা স্নেহে
মকর চূড় মুকুট খানি পরি ললাট পরে
ধনুকবান ধরি দখিণ করে—
দাঁড়ানু রাজ-বেশী—
কহিনু — আমি এসেছি পরদেশী।"

[মঞ্জু নিঃশ্বাস ছাড়ে]

পুলিন। কি হোল মঞ্জু, তোমাকে এত নিস্তেজ মোনে হোচ্ছে কেন ?

মনুজু। আমার মোনে তোমার মত অত আনন্দ নেই বোধহ।

পুলিন। আনন্দ নেই !! কেন — কেন ?

মনুজু। তুমি কোলকাতা যাচ্ছো কবে ?

পুলিন। কাকাবাবু যতদিন ভালো না হোচ্ছেন, ততদিনে যাই কি কোরে ?

মনুজু। বাবাতো এখন প্রায় ভালো। তুমি কোলকাতা যেতে পারো।

পুলিন। আমি কোলকাতা গেলে তুমি খুশী হবে ?

মনুজু। হয়ত হবো।

পুলিন। তাই নাকি ?

মনজু। হাঁ। এমন খুশী হ'বো যা' তুমি বলনা কোরতে পারছ না।

পুলিন। কিন্তু কথাটা যে খুশী মোনে বোলতে পারছ না। পরিষ্কার কোরে বল, কি বোলতে চাও।

মনজু। আমি আত্মহত্যা কোরবো।

পুলিন। মানে?

মনজু। মানে — সুইসাইড। কিন্তু তুমি আমার সামনে এ ভাবে ঘুরে বেরালে তা' সম্ভব নয়।

পুলিন। মঞ্জু!

মনজু। তোমাকে আমি তাড়িয়ে দেবো, পুলিনদা? তারপর মায়ের ছবিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো কোরে ফেলে দেবো; ঘরের সব ছবিগুলো ফেলে দিয়ে আমি আত্মহত্যা কোরবো।

পুলিন। বৃথা এ ক্ষোভ মনজু। আত্মহত্যা মহাপাপ।

মনজু। আত্মহত্যা মহাপাপ! তুমিও নীতি কথা বোলছো পুলিনদা? নীতি-পুস্তকের সাদা পাতার উপর কালো অক্ষরগুলোর জন্য তোমারও এত মমতা?

পুলিন। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।

মনজু। কেমন কোরে বুঝবে ...... এই দেখ মায়ের ছবি। বাবা নামিয়ে রাখতে বোলেছেন।

পুলিন। কেন?

মনজু। বাবা আবার বিয়ে কোরবেন। পাকা চুলে কলপ দিচ্ছেন। এটাই নাকি সনাতন হিন্দু ধর্মের নিয়ম।

পুলিন। সে কি কথা!

মনজু। হাঁ। বিলেতী আসবাবপত্রে, নিত্য নতুন কার্পিচারে

ঘর ভরে ফেলেছেন। যখন-তখন সেন্ট মাখেন। কলপ দেয়া চুলে বার বার ব্রাশ দেন। আয়না সব কাজে খুঁত ধরেন। আমি কোন কাজ শিখিনি ; ভাল রাঁধতে জানিনে, এমন কি পান সাজাতেও জানিনা।

পুলিন। তারপর ?

মনজু। সনাতন হিন্দুশাস্ত্র নাকি লিখে গিয়েছে যে বিধবার আর বিয়ে হবে না। অথচ শাস্ত্র নাকি বিধান দিয়েছে যে, স্ত্রী ছাড়া সংসার অপূর্ণ থাকে। তাই ষাট বছরের বৃদ্ধ ষোড়শী যুবতী বিধবার যন্ত্রণাকে উপেক্ষা কোরে নীতির দোহাই দিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে কোরছেন।

পুলিন। আমি এর কিছুই জানতাম না, মনজু।

মনজু। বাবা অসুস্থ হবার আগে থেকেই ঘটক আসা-যাওয়া কোরছে। নায়েব কাকাই নাটের গুরু। বরিশালের বাঁধরগঞ্জে মেয়ে দেখা হোয়েছে। সামনের মাসেই বিয়ে। এখন বলো, আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার মত বিধবার আর করার কি আছে ? অথচ তুমি নীতি বাক্য দিয়ে—

পুলিন। পুলিন চ্যাটার্জী সব নীতি বাক্যের মূল্য দেয়না মনজু। আর যে যা' বলে বলুক, আমি তোমাকে বিধবা বোলে মানতে রাজী নই।

মনজু। কিন্তু সমাজ ?

পুলিন। সমাজ ?... কিসের সমাজকে। আর সমাজ বোলতে কি বুঝায় জানো ? সমাজ হোল শোষক দলের খাম খেয়ালীর এক' জগা খিচুড়ি। আমি মানিনা সে সমাজের বিধি-বিধান ... শোনো মনজু, তোমার বাবার চিকিৎসার জন্য কোলকাতায়

যার তোমার কাছে কেন আসি, তা' জানো ?

মন্‌জু। হ্যাঁ, জানি। তুমি আমাকে ভালবাস।

পুলিন। এর মধ্যে কোন কৃত্রিমতা আছে ?

মন্‌জু। না।

পুলিন। তাহোলে তোমার কথা আজ পরিস্কার কোরে বলো।

মন্‌জু। আমিও তোমাকে ভালবাসি, পুলিন দা।

পুলিন। তা হোলে আর দেরী করা উচিত হবেনা।

মন্‌জু। কিসের কথা বলছ ?

পুলিন। আমাদের বিয়ের কথা বল্‌ছি।

মন্‌জু। পুলিনদা ! (চোখে জল ; মনে অব্যক্ত বেদনা)

পুলিন। মন্‌জু !

মন্‌জু। যেদিন বাবা আমাকে জোড় কোরে একটা বুড়োর সংগে বিয়ে দেন, সেদিন ছিলাম আমি কচি খুকি।

পুলিন। তারপর ?

মন্‌জু। আর আজ আমি অনেক বড় হোয়েছি। তোমাদের বিজ্ঞানের হিসেব অনুসারে আমার যা' বয়স, আমি তার চেয়ে অনেক বড় হোয়ে গেছি। চার বছরের বৈধব্যবরণ। আমার বয়স আরও বিশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন কোন সিদ্ধান্ত নিতে হোলে আমাকে অনেক ভাবতে হবে।

পুলিন। তুমি কি বোলছ, মন্‌জু ?

মন্‌জু। ছোটবেলা থেকে আমরা একসাথে খেলেছি। প্রকৃতির কোলে মানুষ হোয়েছি। আমাদের মন দেয়া-নেয়া হোয়েছে। তোমাকে আমার স্বামীরূপে পাবো— এটাই একদিন ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। আজও তোমাকে ভালবাসি— ঠিক

আগের মত। কিন্তু —

পুলিন। এরমধ্যে আবার কিন্তু —

মনজু। (স্থবিরের মত) হ্যাঁ, এর মধ্যে কথা আছে। সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়। তাই আজ তুমি আমাকে তোমার স্ত্রী রূপে পাবে কিনা— তা' ভেবে দেখতে হবে ; তোমাকে অপেক্ষা কোরতে হবে। [প্রস্থানোদ্যত]

পুলিন। মনজু… [মনজু ফিরে তাকিয়ে প্রস্থান করে]

নেপথ্যে মুখার্জী। হরি, হরি—] এই যে বাবা, পুলিন, কখন এসেছো ?

পুলিন। এই কিছুক্ষণ হোলো।

মুখা। [নেপথ্যের উদ্দেশ্যে] হরি, কাফি নিয়ে আয়। [পাইপে আগুন দিয়ে চেয়ারে বসেন।] শোনো পুলিন, তোমার চিকিৎসায় আমি খুবই উপকৃত হোয়েছি। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তুমি কি চাও, বল।

পুলিন। [হেসে] শুধু আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ করুন কাকাবাবু যেন শত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও মেডিক্যাল ইথিকস্ মেনে চোলতে পারি, মানবতার সেবা কোরতে পারি।

মুখা। পারবে বাবা, পারবে। তোমার মত ছেলেরাই তো দেশের, দশের ও জাতির মংগল কোরবে।

পুলিন। আজ তা'হোলে উঠি কাকাবাবু।

মুখা। সেকি ! একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও। হরি— হরি,

নেপথ্যে হরি। যাচ্ছি বাবু। [কফিসহ প্রবেশ ও প্রদান। পুলিন কাপে চুমুক দিয়ে কাগজ বের কোরে লেখে।]

পুলিন। এই কাগজটা রেখে দিন কাকাবাবু। যদি কোনদিন

আবার ব্যথা অনুভব করেন, তবে এই ঔষধগুলো খাবেন। আজকের মত উঠি তা'হোলে। [প্রণাম]

মুখা। [একটি আংটি বের কোরে] প্রণাম কোরলে আশী-র্ব্বাদ কোরতে হয়। খালি হাতে আশীর্ব্বাদ করা যায় না। নাও ধর বাবা।

পুলিন। কি ?

মুখা। ধর। [হাতে আংটি গুজে দেয়] কোলকাতা গিয়ে চিঠি দিও।

পুলিন। আসি, হরি দা। [প্রস্থান]

মুখা। তা'হরিলাল, এদিকের খবর কি?

হরি। ঘটক মশাই বাইরে দাঁড়িয়ে—

মুখা। যা, এখানেই নিয়ে আয়। [হরির প্রস্থান। মুখার্জী পাইপ ধরিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চেহারা দেখেন।]

প্রবেশ করে রাম কানাই

রাম। পেন্নাম কত্তা বাবু। আপনার শরীর কেমন ?

মুখা। ভাল। বোস [রাম বসে]

রাম। রাধা মাধব, রাধা মাধব। দেখতেই তো পাচ্ছেন বাবু, সবই ঐ লীলাময়ীর (প্রণাম) লীলা। আমার বাবা বলেন, বুঝতে পারছেন কিনা, আমার বাবা বলেন যে টাকা আছে যাঁর মান আছে তার। আর শ্রী শ্রী ভগবান তাঁকেই ভাল বাসেন।

মুখা। তাই নাকি ?

রাম। অবশ্য, অবশ্য। শুনুন—আমার এক ভাইর পুত্তুর আছে। লেখাপড়ায় ভাল, কিন্তু টাকা চিনল না; তাই শ্রী শ্রী ভগবানও তাকে ভালবাসেন না।

মুখা। তা' বাথরগঞ্জের খবর কি?

রাম। সর্বাঙ্গীণ কুশল। বিবাহের দিন পর্যন্ত ধার্য্য হয়ে গেছে। [পঞ্জিকা বের কোরে] বিয়ের তারিখ আসছে ২০শে অগ্রহায়ণ। বুঝতে পাচ্ছো। কিনা ··· শুক্লপক্ষ, পঞ্চমী তিথি, রোহিণী নক্ষত্র। মহেন্দ্র যোগ অন্তে অমৃত যোগ আগমনে শুভ লগ্ন। বুঝতে পাচ্ছেন বাবু, আমার বাবা বলেন—

মুখা। তোমার বাবার কথা থাক, রমাপ্রসাদ বাবু কি বোললেন?

রাম। কি আর বোলবেন? আনন্দে আটখানা। কেন—মনি বাবু ফণি বাবু—এঁরা আপনাকে সব বলেননি? [মণি ও ফণির প্রবেশ] আসুন, আসুন মনি বাবু, ফণি বাবু।

মণি। এই যে ঘটক মশাইও এসেছেন। কাকাবাবু, সপ্তাহ খানেক আগেইতো আমাদের বাথরগঞ্জ পৌঁছুতে হয়।

রাম। তাতো অবশ্যি, আমার বাবা বলেন যে সর্ব ক্ষেত্রে একটু অগ্রে যাও।

মুখা। তা হোলে তোমরা কবে যেতে চাও?

ফণি। আগামী বুধবারে যাওয়াই ভাল।

রাম। মঙ্গলে উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা'।

মুখা। কত টাকা চাই তোমাদের? আপাততঃ হাজার দশেক নিয়ে যাও। [চেক লিখে দেন] দরকার হোলে পরে আবার—

মণি। [চেক গ্রহণ] এদিকের কাজের জন্য ভাববেন না। নায়েব-বাবু, কেদারদা, জীবনদা, হরিলাল সবাই থাকলো। ওরা সব ব্যবস্থা কোরবে। আমরা তা'হোলে আপাততঃ আসি।

মুখা। এসো। [মণি ও ফণি প্রস্থান করে।]

রাম। কর্তাবাবু, বুঝতেই তো পাচ্ছেন, মানে বোলছিলুম কি-

মুখা। বুঝেছি। এই নাও। [১০০ টাকার চেক প্রদান]

রাম। রাধা মাধব, রাধা মাধব। পেন্নাম কর্তা বাবু। আবার আসব। [রাম প্রস্থান করে। মিঃ মুখার্জী পাইপে আগুন দিয়ে জার্ণালে মন দেন। একটু পরে মঞ্জুর প্রবেশ। দরজার আড়ালে হরিলালকে দেখা যায়।]

মঞ্জু। বাবা--

মুখা। কে, মঞ্জু? কিছু বলবি মা?

মঞ্জু। তোমার কথমত মায়ের ছবিটা নামিয়ে রেখেছি।

মুখা। দুঃখ করিসনে মা। ও সব ছবি দেখলে শুধু মায়াই বাড়ে।

মনজু। ছবি সরিয়ে নিলেই মা-কে তুমি ভুলতে পারো, বাবা? একটা লোক চোখের সামনে না থাকলেই কি তার অস্তিত্ব লোপ পায়? [মুখার্জী নীরব] যদি তাই হয়, তবে আমিও তোমার সামনে থেকে সরে দাঁড়াবো। কোনদিন আর খুঁজে পাবে না। নিশ্চিন্ত মনে তুমি তোমার কাজ কোরবে। [মুখার্জী নীরব] কাথা বলছ না কেন? .. উত্তর দাও। ... চুপ কোরে আছ কেন, বাবা? সমস্ত জীবনটা ধরে যিনি এই সংসারটা গড়ে তুলেছেন, তাঁর মৃত্যুর একটা বছর যেতে না যেতেই তুমি তাঁকে ভুলে যেতে চাও?

মুখা। মনজু! (নিঃশ্বাস ছাড়ে)

মনজু। জানি তোমার মুখে ভাষা নেই। কি উত্তর দেবে তা খুঁজে পাচ্ছো না -- এই তো? কেন বাবা, তোমার সনাতন ধর্মের নীতিশাস্ত্রে কি এর কোন উত্তর লেখা নেই?

মুখা। তুই আমাকে শাসন কোরতে চাস মঞ্জু ?

মঞ্জু। শাসন ? তোমাকে শাসন কোরবো আমি ? কিসের অধিকারে ? শাসন কোরতে হোলে যে অধিকার থাকতে হয়। মায়ের ছবিটা ওখান থেকে নামাবার সংগে সংগে তোমার উপর আমার সব অধিকার ধুয়ে মুছে সাফ হোয়ে গেছে।

মুখা। তুই, মানে –

মঞ্জু। আজ লজ্জা, ঘৃনা ত্যাগ কোরে তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞেস কোরবো। তুমি নাকি বিয়ে কোরবে ? [মুখার্জী নীরব) কথা বল; উত্তর দাও বাবা, উত্তর দাও, (উত্তেজিত)।

মুখা। [নিষ্প্রভ ভাবে] হ্যাঁ।

[প্রবেশ করে নায়েব। শ্যামলাল তামুক নিয়ে আসে।]

মঞ্জু। তোমার সামনে এতগুলো ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনী ! এদের মুখ হাসিয়ে তুমি বিয়ে কোরতে পারবে, বাবা ?

নায়েব। বড় কঠিন কাজ মা, বড় কঠিন কাজ। কত কষ্ট বুকে নিয়ে বাবুকে আজ এ কাজ কোরতে হবে, তা কাউকে বোঝানো যাবে না। ধর্মের পথে চলা খুব সহজ কথা নয়, স্ত্রী ছাড়া সংসার অপূর্ণ থাকে মা ! মনু হ'তে মহাভারত—

মঞ্জু। আবার নীতি কথা নায়েব কাকা ?

মুখা। জানি জানি, তুই ব্যথা পাবি। তোর মা হয়ত স্বর্গ থেকে অভিশাপ দেবেন।

হরি। 'হয়ত' নয় কর্তাবাবু, মা-ঠাকরুণ নির্ঘাত অভিশাপ দেবেন।

মঞ্জু। থাক, এসো হরিদা ! [মঞ্জু ও হরির প্রস্থান]

নায়েব। ওরা তাহোলে বুধবারই বাখরগঞ্জ যাচ্ছে ?

মুখা। [চিন্তিত] তা যাচ্ছে, কিন্তু কাজটা কি ভাল হোচ্ছে, নায়েব? এই বড়ো বয়সে—

নায়েব। ও কোন কথাই নয়, বাবু। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তাছাড়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সংগে আলোচনা কোরে দেখেছি যে এটাই ধর্ম।

মুখা। মঞ্জুর কথাটা একবার—

নায়েব। মঞ্জুমা-র কথা অনেক ভেবেছি, কাশী গিয়ে অনেক পণ্ডিতের পরামর্শ নিয়েছি। কিন্তু করার কিছু নেই। হিন্দুধর্ম বিধবা বিবাহ সমর্থন করে না!

মুখা। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—

নায়েব। তাঁরা ভুল কোরেছেন। আপনি মন খারাপ কোরবেন না। তাছাড়া মঞ্জুমা আপনার কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা পেয়েছেন। তা না হোলে অন্য রকমই হোত।

নেপথ্যে কল্প। জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ।

[ঘর্মাক্ত কল্পতরু প্রবেশ করে]

কল্প। নমস্কার, নমস্কার। বাবুর শরীর খারাপ বোধ হইতেছে। [কানে যন্ত্র লাগায়]

নায়েব। না, তেমন কিছু নয়। তা আপনি এই ভর দুপুর বেলায় কোত্থেকে এলেন? সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত।

কল্প। বলিতে পারেন বাবুকে দেখিতে আসিয়াছি। ঘটক মশাই যখন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বাটিতে গমন করিতেছিল, তখন পথিমধ্যে আমার সংগে সাক্ষাত ঘটায় তড়িঘড়ি এখানে চলিয়া আসিয়াছি। একটু ব্যস্ততার জন্য সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া গিয়াছে। [ঘাম মোছে] দিন যে আর বেশী বাকী নাই। সব জিনিস পত্তর—

মুখা। নায়েব, ওকে দু'শ টাকা দিয়ে দাও। যাও, তোমরা নীচের ঘরে যাও। আমাকে একলা থাকতে দাও।

নায়েব। আসুন ঠাকুরমশাই। (মুখার্জীকে) নমস্কার।

[ওরা চলে যায়। গড়গড়া রেখে মুখার্জী পাইপ ধরিয়ে পায়চারী করেন। দূর থেকে মঞ্জুর কণ্ঠ ভেসে আসে: আর লজ্জা, ঘৃণা ত্যাগ কোরে তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস কোরব। তুমি নাকি বিয়ে কোরবে? তুমি নাকি বিয়ে কোরবে?]

পর্দা নেমে আসে।

চতুর্থ অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

[মঞ্জুর পড়ার ঘর। সময়: বিকেল। নেপথ্যে রবীন্দ্র সংগীত চোলছিল— 'তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে' গান শেষ হওয়ার কিছু আগে পর্দা উঠে। দেখা গেল টেবিলের উপর মাথা রেখে মঞ্জু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গান শেষে প্রবেশ করে হরিলাল। হরিলাল ক্রন্দণপ্রায়।]

হরি। দিদিমণি! ...... দিদিমণি!

মঞ্জু। কে হরিদা? পুলিনদাকে চিঠি দিয়েছো?

হরি। না, দিদিমণি। [চিঠি বের করে।]

মনজু। কেন—কেন?

হরি। দাদাবাবুকে বাড়ী পেলাম না। [চিঠি প্রদান]

মনজু: কোথায় গেছেন তা' জানো?

হরি। মা-ঠাকরুণ জানালেন যে, কোথায় নাকি তান চাকরী হইয়েছে। তাই, সেখানে চইলে গেছেন।

মনজু। চাকরী! পুলিনদা তাহোলে চাকরী কোরতে গেলেন

হরি। জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে চইলে গেলেন।

মনজু। আচ্ছা, আমি আসছি। [প্রস্থান]

হরি। মনজুর গমন পথের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে পরে টেবিলের উপর থেকে সারদা দেবীর ছবি তুলে নেয়।] ঠাকরুণ, আপনি অভিশাপ দেন, আমাদের অভিশাপ দেন, আমরা যেন সবাই মইরে যাই। আর যে সহ্য হয়না। আপনি স্ব— যাওয়ার মাত্র ১১ মাস পরে বাবু আপনাকে ভুলে আবার বইরতে গেলেন। ...... ভগবান, তুমি কি আছো, না আমার বুড়ো হোয়ে অকর্মণ্য হোয়ে গ্যাছো?

নেপথ্যে নায়েব। হরি, হরি! ও হরিলাল—

হরি। কে— নায়েব? না, তোমার সংগে কোন কথা নেই তুমিই তো নাই দিয়ে দিয়ে কর্তাবাবুর মাথাটি খেইয়েছো।

(ব্যস্তভাবে নায়েবের প্রবেশ)

নায়েব। এই যে হরিলাল, এখানে কি কোরছ হে? আমি তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান, আর তুমি এখানে চুপটি কে— বোসে আছো। এঁ্যা, তোমার চোখে জল! কেন হরিলাল, বুঝতে পারছো না যে আমরা চাকর— চাকরী করি। কর্তা ইচ্ছায় কেতন। কর্তা যা চান, আমরা তো তাই কোরবো।

হরি। কর্ত্তার ইচ্ছায় যখন কেতন চইলবে, তখন আ— ধর্মের দোহাই কেন দেচ্ছো, নায়েব বাবু?

নায়েব। ধর্মের দোহাই কেন দিচ্ছি, তা শুনবে? কা—

চান যে আমরা যেনো তাঁদের সকল ইচ্ছাকে ধর্মের মুখোশ দিয়ে ঢেকে দেই।

হরি। তারপর?

নায়েব। কর্তাদের ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য ছল, বল, চাতুরী — এর সবই প্রয়োজন। জমিদার বাবুর ইচ্ছামত কাজ করাই তোমার আমার মত চাকরের ধর্ম। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র কিংবা ব্যক্তি-স্বাধীনতা চাকরের জন্য নয়। ... নাও চলো, চলো। ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই কর্তাবাবু সবাইকে নিয়ে এসে পড়বেন। অতিথিরা কে কোথায় বোসবেন, কোথায় খেতে দিতে হবে, তার ব্যবস্থা কোরতে হবে তো! কই চলো—

হরি। আমার ভাল লাগে না নায়েব বাবু।

নায়েব। 'না' বোললে চোলবে কেন? কর্তাবাবু এসে রাগ কোরবেন যে!

হরি। করুক।

নায়েব। কেনো অবুঝ হোচ্ছ, হরিলাল? আমাদের জমিদার বাবুর মত লোক সমস্ত ভারত জুড়ে আছেন। তুমি সরল সোজা মানুষ, তাই তোমার কাছে ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। ... কর্তাবাবুর মত লোকেরা কি করেন, তা' তো জানোনা হরিলাল। অনেকেই মঞ্জুর মত অকাল বিধবার কাতর যন্ত্রণার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না কোরে বাগান-বাড়ীতে বোসে মদ খান আর বাঈজীর নাচ দেখেন। এবং তোমার ভগবান চোখ-কান বুজে তাই দেখছেন। যাক, সময় নেই — এসো — এসো। [হরি সহ প্রস্থান]

নেপথ্যে নায়েব। কেদার, মহেশ, তোরা এদিকটা দেখিস্। আমরা, গাড়ী আসার সময় হোয়ে গেল। তুই ষ্টেশনের দিকে

এগিয়ে যা'। আমি আস্‌ছি।

বিষন্নবদনে ধীরে ধীরে মঞ্জুর প্রবেশ।

নেপথ্যে কেদার। সব হোচ্ছে নায়েব বাবু। ব্যস্ত হবেন না।

নেপথ্যে নায়েব। আরে ফুলের মালার ব্যবস্থা হয়েছে তো?

নেপথ্যে কেদার। জীবন দা' কোলকাতা থেকে নিয়ে আসবেন।

মঞ্জু। মা। [সারদা দেবীর ফটো হাতে নিয়ে] মা! আজ আমি আত্মহত্যা কোরবো। এ ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। তুমি অভিশাপ দিও না, মা। [ফটো রেখে দেয়ালের দিকে তাকায়] না, না, না, তোমাদের কারও ছবি আমার ঘরে থাকবে না। [সামনে এগিয়ে] পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, মা-সারদা — ব্রহ্মচর্য্য ব্রতকে তো হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে মূল্যবান কাজ বোলে বর্ণনা কোরে গেছো। সেই ব্রহ্মচর্য্যের দোহাই দিয়ে সমাজ যে অপকর্ম কোরছে, তারজন্য কি বিধান রেখেছো? [ফটো নামিয়ে] যে সমাজে ষাট বছরের বৃদ্ধ পিতা পাকা চুলে কলপ লাগিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে কোরছে, সে সমাজের পংকিল পরিবেশে ষোল বছরের এক যুবতী ভরা যৌবন নিয়ে কেমন কোরে ব্রহ্মচর্য্য পালন কোরবে — সে' কথা কি কোথাও লিখেছো? [আবার দেয়ালের দিকে তাকায়] রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিসের প্রয়োজনে তোমাদের ফটো রাখবো এখানে? খুব তো ঘটা কোরে বিধবা বিয়ের আইন পাশ কোরেছো। কিন্তু সমাজ তার কতটুকু মানছে? [ফটো নামিয়ে] আমার ঘরে তোমাদের ছবি থাকবে না— থাকতে পারে না। ভগিনী নিবেদিতা, কবিগুরু তোমাকে বলেছেন 'লোক-মাতা'। কিন্তু তোমরা তো

জানোনা, অয়াধ্যাও থেকে এসে 'পরমহংসদেব—বিবেকানন্দের স্নেহ-ছায়ায় থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করা যত সহজ, বাংলাদেশের তথাকথিত সমাজে তত সহজ নয়। [ফটো নামিয়ে রেখে কবিগুরুর ফটোর দিকে এগিয়ে যায়] না-না ঠাকুর, শান্তি-নিকেতনের আম্‌ কুঞ্জে কিংবা পদ্মার বুকে বোটে বোসে কবিতা লেখা যত সহজ, এ পোড়া হিন্দু-সমাজে বাস করা তত সহজ নয়। এদের মত তোমার ছবিও ছুড়ে ফেলে দেবো [ছবি নামায়]। হাঁ, এখনই হবে আমার শেষ কাজ। [ড্রয়ার খুলে বিষলেখা শিশি বের কোরে টেবিলের উপর রাখা ফটোগুলির দিকে তাকিয়ে] তোমাদের অমৃত বাণী আমার দুঃখ-জ্বালা ঘুচাতে পারবে না। একমাত্র এই বিষই পারবে আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিতে।

[বিষপানে উদ্যত হয়। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে বোলে উঠলো — 'না'। মঞ্জু আবার বিষপানে উদ্যত হয়। আবার কে যেনো বোলে উঠল — 'না' 'না'।]

কে, কে 'না' বোলছ? কে আমার কাজে বাধা দিচ্ছ?

[চারিদিকে তাকায়। হঠাৎ ঘরের কোণে দেবতার বিগ্রহের কাছে রাখা ফ্রেমে বাঁধানো পুলিনের ফটোর দিকে চোখ পড়ে।]

ও — তুমি? তুমি ওখানে বোসে আমার কাজে বাঁধা দিচ্ছো। [ফটো এনে] কেন — কেন — কেন? [কান্নায় ভেংগে পড়ে] আমার কাজে বাঁধা সৃষ্টি করার অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? একটুখানি কড়া কথা বোলেছিলুম বোলে দূরে চোলে গেছো। পুরুষ হোয়ে কেন সে দিন আমার হাত দু'খানা ধরে নিয়ে যেতে পারলে না? আত্মহত্যা করার আগে তোমার এ স্মৃতি নিশ্চিহ্ন

কোরে দেবো। [আছাড় মেরে কটো ফেলে দেয়]
প্রবেশ করে পুলিন।

পুলিন। মঞ্জু।

মঞ্জু। কে?

পুলিন। আমি।

মঞ্জু। তুমি? ...... তোমাকে তো তাড়িয়ে দিয়েছি। এ অসময় আবার কেনো এসেছো?

পুলিন। শুধু মাত্র মুখের কথা দিয়ে সকলকে তাড়ানো যায় না মঞ্জু! [মঞ্জু নীরব] অভিমান কোরেছো? [টেবিলের দিকে চোখ পড়ে।] এ-কি! মহা-পুরুষদের সব ছবি নামিয়ে রেখেছো?

মঞ্জু। হ্যাঁ।

পুলিন। মঞ্জু, আমি জানি শুধুমাত্র আইন পাশ কোরে মানুষকে মানবতা শেখানো কঠিন। পরিবেশ সৃষ্টি কোরে মানবতা শেখাতে হয়। তা'বোলে যাঁরা আইন তৈরী করেন, অভিমান কোরে তাঁদের ছবি ফেলে দিলেই তো আর সমস্যার সমাধান হয় না।

মঞ্জু। জানি সে কথা। আর জানি বোলেই সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে সহজ পথ বেছে নিয়েছি। [পুলিন নীরব] আমি বিষ খাবো।

পুলিন। বিষ খাবে?

মঞ্জু। হ্যাঁ, একটু আগেই আমি বিষ মুখে দিচ্ছিলাম। কিন্তু তোমার স্মৃতি আমাকে বিষ খেতে দিল না। [কান্নায় ভেংগে পড়ে] তাই, তোমার ছবিটাকে আমি ভেংগে চুরমার কোরে ফেলেছি পুলিন দা! [পুলিনের বুকে আছড়ে পড়ে]

পুলিন। তুমি জেনে-শুনে বিষ খাচ্ছো?

মঞ্জু। হ্যাঁ, আমি জেনে শুনেই বিষ খাবো। তুমিই তো একদিন বোলেছিলে যে পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ জেনে শুনেও বিষ খেতে পারে। তোমরা সবাই বিশ্বাসঘাতকতা কোরতে পারো। কিন্তু বিষ কারও সংগে তা করে না।

পুলিন। কিন্তু—

মঞ্জু। তুমি যাও, তুমি চোলে যাও পুলিনদা। আমার এ মুখ তোমাকে আর দেখাতে চাইনা!

পুলিন। মঞ্জু!

মঞ্জু। এছাড়া সমস্যার বিকল্প সমাধান কে দেবে?

পুলিন। আমি।

মন্জু। তুমি?

পুলিন। হ্যাঁ। আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি, মঞ্জু।

মন্জু। কোথায়?

পুলিন। ফারাক্কাবাদ। কারণ ওখানে আমার চাকরী হোয়েছে।

মন্জু। চাকরী?

পুলিন। হ্যাঁ। সাদা কাপড়টা ছেড়ে আর একটা কাপড় পরে এসো।

মন্জু। পুলিন দা, আমি যে বিধবা! (হরির প্রবেশ)

পুলিন। বি—ধ বা? যে সমাজ শুধু সমস্যা সৃষ্টি করে কিন্তু সমাধান দিতে পারেনা, সে সমাজের কোন মূল্য নেই। আমি তোমার কাছে আগেও বোলেছি যে, এ সমাজের মনগড়া বিধান আমি মানতে রাজী নই। স্বামী বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি কোরে আমি বোলছি— যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার

অশ্রু মোচন কোরতে পারে না, আমি সে ধর্ম বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। তাছাড়া দু'অক্ষর মন্ত্র পড়ে আর দু'টো বেল পাতা দিয়েই একটা জীবনকে বিক্রী কোরে দেয়া যায় না। জীবনে বারটি বছর এক সাথে হেসে-খেলে প্রকৃতির নিয়মে যে মোন দেয়া নেয়া হোয়েছে, তার মূল্য অনেক বেশী। তোমার বিয়ে যদি হোয়ে থাকে, তবে অনেক আগেই তা' হোয়েছে এই পুলিন চ্যাটার্জীর সংগে। এরপর যা' হোয়েছে তা' প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। [হরির মুখে হাসি ফুটে উঠে]

মনজু। কিন্তু—

পুলিন। একটা বুড়োর সংগে বিয়ে হোল। স্ত্রী স্বামীর ঘর কোরল না। দু'মাস পরে মারা গেল বুড়োটি। তারপর সনাতন হিন্দু ধর্মের মনগড়া সমাজ তোমাকে বিধবা সাজিয়ে রাখবে আর ষাট বছরের বৃদ্ধ পিতা সাদা চুলে কলপ দিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে কোরতে যাবে। এই কি সনাতন ধর্মের নিয়ম— হরিদা?

হরি। আমি শাসতর বা ধম্ম বুঝিনা। আমি মানুষের কথা বুঝি। কর্তাবাবু সম্প্রদান না কোরলেও আমি দিদিকে আপনার হাতে তুইলে দেবো। (মঞ্জুকে) শুধু তোকে নয় দিদি, তোর বাবা-কেও কোলে পিঠে কোরে মানুষ কইরেছি। সেই অধিকারে আমি তোকে দাদাবাবুর হাতে তুইলে দেবো। যা' দিদি, থান কাপড়টা ছেড়ে আর একটা কাপড় পইরে আয়।

মনজু। (ঘরে রক্ষিত দেবতার বিগ্রহের কাছে গিয়ে) তুমি পথ খোলে দাও ঠাকুর।

নেপথ্যে রবীন্দ্র সংগীত: তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে তবে একলা চলরে। [কিছু পরে মঞ্জু ভেতরে যায়। কাগজ

বের করে চিঠি লেখে পুলিন। গান শেষ হওয়ার সংগে সংগে লাল কাপড় পরা মঞ্জুর প্রবেশ।

পুলিন। নাও, সই কর।

মন্‌জু। কি এটা?

পুলিন। বাবার কাছে চিঠি লিখে গেলাম। [মন্‌জু সই করে]

মন্‌জু। হরিদা!

হরি। এই মোক্ষম সময়। নায়েব বাবু ষ্টেশনে গেছে। আর সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। দে দিদি, হাতটা দে। ভগবানকে স্বাক্ষী রেখে দাদাবাবুর হাতে তোকে তুইলে দেই। [তথা করণ]

পুলিন। এই চিঠিটা তোমার বাবুর কাছে দিও। [চিঠি প্রদান] চলো মন্‌জু।

নেপথ্যে রবীন্দ্র সংগীত : আমাদের যাত্রা হোল শুরু।

[পুলিন ও মন্‌জু ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম কোরে চোলে যায়। হরির চোখে আনন্দাশ্রু। গানশেষে বাদ্য সহযোগে অতিথিদের একদিক থেকে প্রবেশ ও অন্যদিকে প্রস্থান। সংগে নববধু ও রমা প্রসাদকেও দেখা গেল। সবশেষে প্রবেশ করেন মিঃ মুখার্জী]

মুখা। হরি! [হরি পদধুলি নেয়] এদিকের খবর ভালোতো?

হরি। হ্যাঁ।

মুখা। মন্‌জুকে তো দেখছিনা। মন্‌জু কোথায়? [হরি নীরব] বোলছি, মন্‌জু কোথায়? [হরি চিঠিখানা হাতে দেয়। অধীর আগ্রহে মুখার্জী চিঠি পড়েন।]

চিঠি। পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বাবা, প্রনাম নিও। আমি ফারাক্কাবাদ চললাম।

হ্যাঁ, আমি আমার স্বামীর সংগেই যাচ্ছি। জানো বাবা, আমার স্বামীর নাম শ্রী পুলিন চ্যাটার্জী ইতি — মনজু।

মুখা। (গম্ভীর ভাবে) নায়েব !

নেপথ্যে নায়েব। যাচ্ছি বাবু।

মুখা। আমার হাণ্টারটা নিয়ে এসো। [প্রবেশ করে নায়েব]

নায়েব। হাণ্টার নিয়ে কি হবে বাবু?

মুখা। নাও, এই চিঠি পড়ো। [চিঠি নিয়ে নায়েব পড়ে] যাও, হাণ্টার নিয়ে এসো।

নায়েব। বাবু আজকে এই শুভদিনে—

মুখা। তর্ক কোরনা। যাও, হাণ্টার নিয়ে এসো। [নায়েবের প্রস্থান। হরিকে] মনজুর এ কাজের জন্য কে দায়ী বদমাস?

হরি। দায়ী। ধরুন—

মুখা। সমস্ত জীবন ধরে এই কালো সাপকে আমি পুষেছি?

নেপথ্য কণ্ঠ। "আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

মুখা। বল, মনজুর এ কাজের জন্য কে দায়ী?

হরি। ধরুন আমি। কারণ আমিই ওঁকে পুলিন দাদাবাবুর হাতে তুলে দিয়েছি।

মুখা। শাট আপ, ইউ স্কাউণ্ড্রেল।

[হরিকে বেপরোয়াভাবে চড় মারতে থাকে। মনি, ফনি, কেদার, মিঠু, রামকানাই, কল্পতরু দরজার কাছে এসে জড় হয়। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসে ব্রহ্মপ্রসাদ।]

ব্রহ্ম। মুখার্জী বাবু!

মুখা। আর ইউ ডেভয়েড অব কমন সেন্স, মিঃ চৌধুরী ? এটা আমাদের প্রাইভেট ব্যাপার।

রমা। ডোন্‌ট মাইণ্ড, জামাইবাবু। একেত্রে আমাদেরও একটা প্রাইভেট ব্যাপার আছে, যা' আপনাকে জানানো প্রয়োজন।

মুখা। বলুন।

রমা। দেখুন, ছোটবেলা থেকে আমি একটা রোগে ভুগছি, সেটা হোল 'সত্য-কথা' বলা।

মুখা। অনেক আগেও তা' বোঝেছেন।

রমা। সত্য কথা বলার জন্য আমার স্কুল মাষ্টারী গেছে, অধ্যাপনার কাজ গেছে। মাঝখানে সরকারী চাকরী পেয়েছিলাম, তাও গেছে।

মুখা। তারপর ?

রমা। এর সংগে আছে চরম দরিদ্রতা। অভাব আর অভাব।

মুখা। আচ্ছা !

রমা। চাকরী গিয়েই কাহিনীর শেষ নয়। সবাই আমাকে বলে অপগণ্ড। আজ আপনি ইংরেজীতে বোললেন "Devoid of common sense" আমার কিন্তু কোন দুঃখ নেই। কারণ গরীবদের কমন সেন্স একটু কমই থাকে।

মুখা। মিঃ চৌধুরী—

রমা। বুঝেছি, ধৈর্য্যচ্যুতি হোচ্ছে। তবে শুনুন, আপনি যাকে বিয়ে কোরে এনেছেন, অর্থাৎ আমার বোন—সেও বিধবা।

মুখা।- (হতবাক্) ইজ ইট সো ? হে সত্যবাদী মহাপুরুষ, এ জন্যই কি সুদূর বাখরগঞ্জ থেকে আমার বাড়ী এসেছেন ?

রমা। হ্যাঁ, আমি জানতাম এখানে একটা গণ্ডগোল হবে।

মুখা। রামকানাই। [বেরিয়ে আসে রামকানাই]

রাম। রাধা মাধব, রাধা মাধব। [নমস্কার জানায়]

মুখা। এসব কি শুন্‌ছি?

রাম। পৈতে ছুঁয়ে বোলছি, মা কালীর দিব্যি দিয়ে বোলছি—

রমা। চুপ করো রামকানাই। পৈতে ছুঁয়ে আর একটা মিথ্যে কথা না-ই-বা বোললে। শুনুন জামাইবাবু, এর আগে আপনারা কেউ আমার কাছে এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেননি। আর আমি বোলবার সুযোগও পাইনি।

মুখা। আচার্য্যি মশাই। [কানে যন্ত্র লাগাতে লাগাতে এগিয়ে আসে কল্পতরু] আপনি এ সম্পর্কে কিছু জানেন?

কল্প। মানে, ঘটনাটা হইল—

প্রবেশ করে পুলিন ও মঞ্জু

মঞ্জু। আশীর্ব্বাদ কর বাবা। [মঞ্জু ও পুলিন প্রণাম করে]

পুলিন। শুনলাম যে আপনি এসেছেন। তাই—

মুখা। ষড়-যন্ত্র, তোমরা সবাই মিলে ষড়-যন্ত্র কোরেছো, আমি—

রমা। ডোণ্ট টেক্ অফেন্স, জামাইবাবু। ট্রুথ ইজ ষ্ট্রেনজার দ্যান ফিক্‌শান— ইউ নো। যা' হবার হোয়ে গেছে—

মুখা। হোয়াট ড্ ইউ ছে?

রমা। আসুন, আজকের নাটক এখানেই শেষ করি। নমস্তে।...... [দর্শকের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানায়]

কল্প। জয়-গোবিন্দ। জয়-গোবিন্দ।

রাম। রাধা মাধব, রাধা মাধব। [পর্দা নামে]

নেপথ্যে রবীন্দ্র সংগীত: আমার মাথা নত কোরে দাও-হে
তোমার চরণ ধূলার তলে।

য ব নি কা

অভিনয় করুণ, পড়ুন এবং অপরকে পড়তে দিন

শ্রীব্রহ্মানী রচিত শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক

ঃ কারণ আমি শিক্ষক ঃ

মানুষ গড়ার কারিগর হেমেন্দ্র প্রসাদ। বয়স ৭০। দাঁড়িয়ে আছেন আসামীর কাঠগড়ায়। নিজের পুত্রকে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন কোরেছেন তিনি।

মিঃ হাইঃ Hear arises the question of benifit of donbt.

হেমেন্দ্র ঃ No question of benifit of doubt, My Lord. আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে আমার ছেলেকে খুন কোরেছি।

বিচারক ঃ কেন?

হেমেন্দ্র ঃ ওর বেঁচে থাকার কোন অধিকার ছিলনা। যে দেশে শিক্ষক নামক মানুষ গড়ার কারিগর গুলো অবসর জীবনে একমুঠো ভাতের জন্য হ্যাংলা কুকুরের মত রাস্তায়, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়; যে দেশের শিক্ষকের পুরস্কার অপমান, লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, সে দেশে শিক্ষকদের ছেলে মেয়েদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

বিচারক ঃ কিন্তু মানুষ খুন করা জঘন্য অপরাধ।

হেমেন্দ্র ঃ সে জঘন্য অপরাধের বিচার করুক মানুষের গড়া এই কপট আদালত।

মিঃ হোসেন ঃ My Lord, he condemns the court.

হেমেন্দ্রঃ Admitted the argument, My Lord. But you all remember— আমি আমার কথা বোলবো। কারণ I am not a slave. A slave is he who cannot speak his thought.

* * * * *

বিজয়া ঃ তুমি নাহয় মিথ্যে কোরে বলো যে তুমি খুন করোনি।

হেমেন্দ্রঃ Impossible, আমি মিথ্যা বোলতে পারিনা। কারণ আমি যে শিক্ষক— মানুষ গড়ার কারিগর।

শ্রী বনানী রচিত রক্ত-স্বাক্ষর নাটক সম্পর্কে আরও

কয়েকটি অভিমত

* * *

"পশ্চিমা স্বৈরাচারী শাসকবর্গের একটানা শোষণ ও নিপীড়ন, বাঙালীর স্বাধিকার স্পৃহা, জংগী পাক-বাহিনীর ধ্বংস-যজ্ঞ, তাদের সহযোগী দালাল ও রাজাকার, আলবদর, আল্-শামস্ প্রভৃতির গুজবজনক কার্যকলাপ, নারী-নির্যাতন ও ধ্বংসোন্মত্ততা এবং এর প্রতিরোধে শ্রেণী-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে বিদ্রোহী বাঙালীর মরণপণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও পরিশেষে ভারতীয় বাহিনীর সহযোগীতায় আমাদের মুক্তি বাহিনীর বিজয় সাফল্য, পাক-বাহিনীর আত্ম-সমর্পন ও বাঙালীর স্বাধীনতা অর্জন— এসব কিছুরই এক রক্ত-স্বাক্ষর হয়ে থাকল নাটকখানি।"

—অধ্যাপক শ্রী মহেন্দ্র নাথ বিশ্বাস। ফরিদপুর।

"স্যার রবার্ট ওয়ালপোলের মতে সব ইতিহাসই একটি মিথ্যা। কেননা ইতিহাস এমন লোকদ্বারা লিখিত হয়, যে কখনো সেখানে ছিলনা। ...কিন্তু শ্রী বনানী তাঁর নাটকে যে ঐতিহাসিক চিত্র এঁকেছেন তাতে ওয়ালপোলের বক্তব্য খাটেনা। ... বলিষ্ঠ সংলাপ রচনা, বাস্তবানুগ চরিত্র সৃষ্টি ও সঠিক তথ্য পরিবেশনা— সব মিলিয়ে নাট্যকারের প্রচেষ্টা সার্থক। তাঁর যাত্রাপথে নেমে আসুক সুন্দরের কল্যাণ আশীর্বাদ।"

—শেখ নুরুল ইসলাম ॥ বরিশাল ॥

"...Sree Banani's "RAKTA-SWAKSHAR" is a unique addition to Bengali Leterature. ... ... Those who want to know the history of the Leberation Movement of Bangladesh in 1971 may easily fulfill their desire by reading the Drama,"

—Amal Krishna Sáha, Pirojpur, Barisal.